পত্রাবলী

১৯১২-১৯৩২

সুভাষচন্দ্র বসু



এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারী ১৯৬০

মুদ্রক : শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৬। ১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৪

সূচী

চিত্রসূচী

পৃষ্ঠা সংখ্যা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলীর একটি ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশ করা হইল। ১৯১২ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত ১২০ খানি পত্র কালক্রম অনুসারে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, নেতাজীর মানসলোকের ক্রমবিবর্ত্তন এই সংকলনের মাধ্যমে, সামগ্রিকভাবে না হইলেও, কিছুটা প্রতিফলিত হইবে এবং ভারতের জাতীয়-সংগ্রাম ও সমাজ-চেতনার ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রেও গ্রন্থটি কিছুটা সাহায্য করিবে।

নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো নেতাজী ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবেষণা ও সাধনার সূচনা করিয়াছেন এবং পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ ঐ প্রচেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ।

এই সংগ্রহের অধিকাংশ পত্র নেতাজীর মাতা প্রভাবতী বসু, মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু, মেজবৌদিদি বিভাবতী বসু, দেশবন্ধু-পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এবং নেতাজীর বন্ধুস্থানীয় হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত। অন্য পত্রগুলি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপাললাল সান্যাল, শ্রীহরিচরণ বাগচী, শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবীকে লিখিত। এই গ্রন্থের কিছু কিছু পত্র বিক্ষিপ্তভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রথম সেগুলিকে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা হইল। শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত মূল ইংরাজী পত্রগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

গ্রন্থের শেষে এক সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ-পরিচিতি সন্নিবেশ করার ইচ্ছা রহিল।

প্রভাবতী বসু, শরৎচন্দ্র বসু ও বিভাবতী বসুকে লিখিত পত্রাবলী বিভাবতী বসু মৃত্যুর পূর্ব্বে নেতাজীর জীবনী রচনা ও গবেষণার কার্য্যে ব্যবহারের জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন। পরমশ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহার নিকট লিখিত পত্রগুলি নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরোকে দান করিয়া ও প্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছেন। হেমন্তকুমার সরকারের

পত্নী শ্রীযুক্তা সুধীরা সরকার বহুদিন পূর্ব্বেই অনেকগুলি পত্র আমাদের সংগ্রহ-শালায় পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থপ্রকাশের শুভলগ্নে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁহাদের নিকট লিখিত পত্রগুলি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। অন্য পত্রগুলির একটি সংকলন নেতাজীর সহায়তায় ও শ্রীগোপাললাল সান্যালের সম্পাদনায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে "তরুণের স্বপ্ন" গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। ধন্যবাদান্তে সম্পূর্ণতার জন্য তাহা হইতে কিছু পত্র এই গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশ করা হইল।

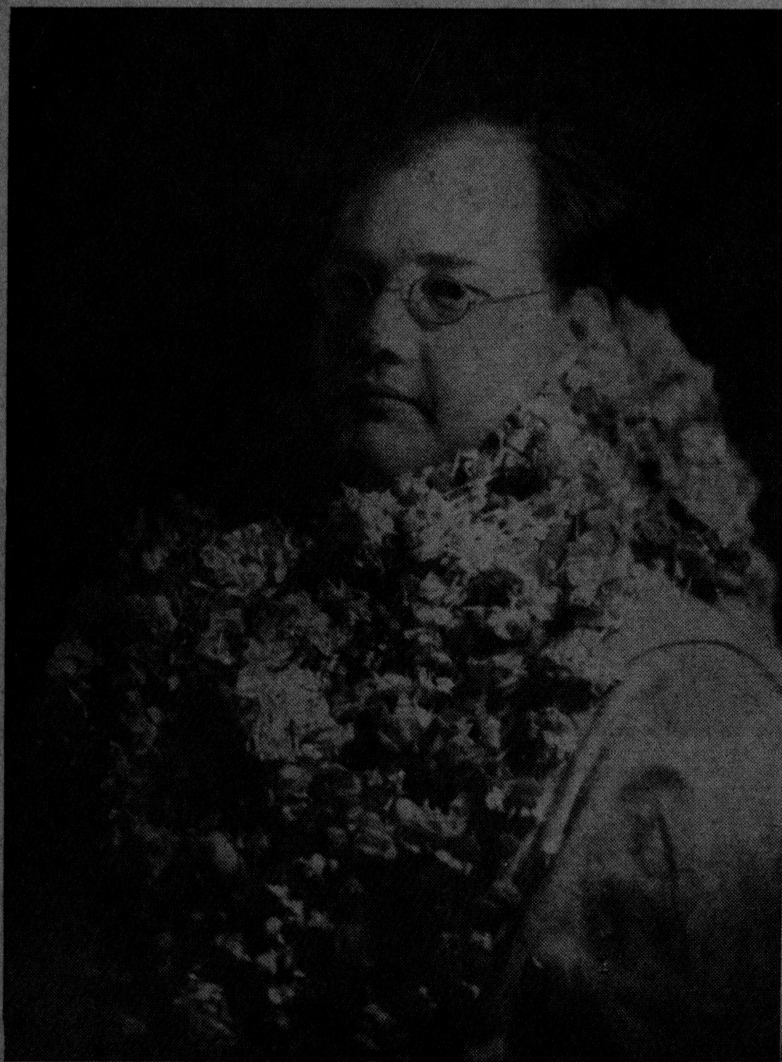
নেতাজী তাঁহার অগণিত বন্ধুবান্ধব ও সহকর্ম্মীদের নিকট আরও বহু পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহযোগিতা পাইলে নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো কেবল যে সেগুলি সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহাই নহে, নেতাজী সম্বন্ধে গবেষণার কাজ ও একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনার পথও প্রশস্ত হইবে। আশা করি নেতাজীর দেশবাসী বন্ধু ও সহকর্ম্মিবৃন্দ আমাদের সহায় হইবেন।

এই গ্রন্থ প্রস্তুতির কার্য্যে বহু দিক দিয়া এবং বিশেষ করিয়া ইংরাজী পত্রগুলি অনুবাদ করিতে ডাঃ শ্রীজ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে শ্রীজ্যোতির্ম্ময় চক্রবর্ত্তী ও শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী প্রুফ্ সংশোধনের কার্য্যে বিশেষ সহায় হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমরা ঋণী।

প্রকাশকের ঐকান্তিকতা ও উৎসাহ আমাদের কাজ সহজ করিয়াছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। জয় হিন্দ্!

শিশিরকুমার বসু

নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো
৩৮।২, এলগিন রোড
কলিকাতা-২০
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬৪
৯ই মাঘ, ১৩৭০



সুভাষচন্দ্র বসু [১৯২৯

প্রথম নয়খানি পত্র ১৯১২-১৩ সালে প্রভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

কটক

শনিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

আজ নবমী ; সুতরাং আপনি এখন দেশে—দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন।

এ বৎসর বোধ হয় পূজা বেশী জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কি ? যাঁহাকে আমরা ডাকি—তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল ; আর অধিক কি প্রয়োজন ? যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে! এবার একথা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশী দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা সর্ব্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্ব্বাভরণভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না ; এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না ; এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না ; এবার একত্র-বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম

না; এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্ব্বোপরি "শান্তি জলে"র অভাবে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল; পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্ব্বত্র বিরাজমানা, অম্বরব্যাপিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দুঃখ ঘুচিত—কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না; কিন্তু সে আনন্দ, সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।

বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিব কিন্তু মন আপনাদের নিকটেই থাকিবে। এরূপ পুণ্য দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। আর উপায় নাই—কল্য রাত্রে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করিব। আপনি ও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও গুরুজনদিগকে দিবেন।

আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও বাবাকে জানাইবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

পুনঃ—সারদা কেমন আছে?

২ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় কটক

পরম পূজনীয়া শনিবার

শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু

মা,

আজ সকালে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, তাহার সঙ্গে মণিঅর্ডারে ৫০৲ পাইলাম।

আমি যে পত্র লিখি তাহার উত্তরের জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন না—অবকাশ মত উত্তর করিবেন। আপনার যদি পড়িতে কষ্ট হয় তাহা হইলে অন্য কাহার দ্বারা পড়াইয়া লইবেন।

কলাইসুটি জোবরা বাগানে লাগান হইতেছে কিংবা শীঘ্রই হইবে। রঘুয়া আমার নিকট হইতে ৫।৬ দিন পূর্ব্বে কলাইসুটি লইয়া গিয়াছিল। জোবরা বাগানে আমি যাই নাই।

নগেন ঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিয়াছি তন্মধ্যে নগেন ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি আকর্ষণ করে। নগেন ঠাকুরের চণ্ডীপাঠ বড়ই মধুর এবং অভক্তকে ভক্ত করিয়া ফেলে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব মহাশয়ের কোদালিয়া বাটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমরা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিব। দেখা হইলে তাঁহাকে আমার ভক্তি প্রণাম জানাইবেন। বড়দিদির শরীর অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। তিনি কেমন আছেন। আপনার ডেঙ্গু হইয়াছিল শুনিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্য্যের সমুদয় স্তোত্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। একটি পুস্তকে তাঁহার সব স্তোত্রই আছে এবং মূল্য কেবল ৸০ কিংবা ১৲ টাকা। এ সুযোগ ছাড়িবেন না। কঞ্চিমামাকে বলিবেন একটি ক্রয় করিয়া আনিতে। পুস্তকটি আপনার নিকট রাখিবেন এবং কটকে আসিবার সময় লইয়া আসিবেন।

মা, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে আমার আমিষ ত্যাগ করিবার বড়ই ইচ্ছা। কিন্তু পাছে কেহ কিছু বলেন বা মনে করেন সে আশঙ্কায় আমি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেছি না। আমি এক মাস পূর্ব্বে মৎস্য ভিন্ন সমুদয় আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ নদাদা আমার পাতে জোর করিয়া

মাংস দিলেন। কি করি! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কারণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" একথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বর একথা বলিয়াছেন। আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব? তাহাতে কি ঘোর পাপ হয় না।? যাঁহারা বলেন যে মৎস্য না খাইলে চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হয় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এরূপ মূর্খ নন যে লোককে দৃষ্টিহীন করিবার জন্য তাঁহারা মৎস্য খাওয়া বারণ করিবেন। আপনাদের এ বিষয়ে কি মত?

আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সকলে ভাল আছি, আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

৩ শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

কটক

শনিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু

মা,

গোপালের মুখে শুনিলাম আপনি ৺কাশীধামে যান নাই। বাবা একলা গিয়াছেন। বাবার পত্র হইতে জানিলাম যে আল রাজা সময় মত টাকা পাঠান নাই তাই যাওয়া হয় নাই। আপনি যে প্রেস্-ক্রিপসনের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু

তাড়াতাড়ির জন্য তাহাতে অধিক কিছু লিখিতে পারি নাই। আমি আপনার ঘরে ২টি নীলরতনবাবুর প্রেস্‌ক্রিপসন পাইলাম কিন্তু কোন্‌টা চাই তাই বুঝিতে না পারিয়া উভয়ই পাঠাইয়া দিলাম। ছোটদাদাকে বলিবেন, তিনি বাছিয়া লইবেন।

দিদির চিঠি শেষ করিয়া কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি। লিলি কোথায় এবং কেমন আছে জানিতে উৎসুক হইয়াছি।

আমার অনুরোধে মেজদাদা আমাকে একটি লম্বা চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি কল্য তাহা পাইয়াছি—পাইয়া কতদূর আনন্দিত হইলাম তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। আমার অতি সামান্য অনুরোধে তিনি যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আমার কষ্ট হয়। পত্রটি আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত গয়নার মত তুলিয়া রাখিয়া দিব।

আর অধিক কি লিখিব। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভাল আছি। শরৎবাবু (জামাইবাবুর ভ্রাতা) এখানে আছেন। বাড়ী ঠিক হইলে বোধ হয় চলিয়া যাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণী কেমন আছে লিখিবেন। তাঁহাদিগকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইবেন। তাঁহাদিগকে আমি প্রত্যহ স্মরণ করি। তিনি এখানে যে পুষ্প চয়ন করিয়া রাখিতেন এবং আমরা গিয়া তাহার সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতাম তাহা এখনও যেন দেখিতে পাই। তিনি যেদিন পূজা করিয়া "শান্তিজল" ও পুষ্প বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন যেন মানস-চক্ষে দেখিতে পাই। আমি বড় পাগলের মত লিখিতেছি। আপনার পড়িতে বোধ হয় কষ্ট হইবে।

আমাদের স্কুল বোধ হয় ১৫ তারিখে বন্ধ হইবে—জানিনা—এখনও নোটিশ বাহির হয় নাই। আর যাহা কিছু বড়দাদার মুখে শুনিবেন।

আমি ভাল আছি। যখন পুনরায় আমায় দেখিবেন তখন আমাকে এখন অপেক্ষা বলবান ও স্থূল দেখিবেন—আমি আশা

করি। যদি তাহা না হয় তাহা আমার দোষ নয়—তাহা গ্রহ-দোষ। আমি শরীরে যত যত্ন লই তাহা অপরে লয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু আপনি মনে করেন আমি ইচ্ছায় শরীর খারাপ করিতেছি। একমাস পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা ভাল আছি।

প্রত্যহ হারাহারি ৪৲ টাকা খরচ হইতেছে—কোন দিন ৫৲ কোনদিন ৩৲—এইরূপ। আপনার ৩০৲ টাকা শেষ হইয়াছে। জগদ্বন্ধু আমাকে বাবার ৩৭৷৷০ টাকা দিয়াছে—আমি কাজে ২ তাহা হইতে খরচ করিতেছি।

এখানে একটু শীত হইতেছে খুব সকালে, কিন্তু এখনও শীত-কালের বিলম্ব আছে। এখনও কপি লাগান হয় নাই। ২৲ টাকার কপির বিচি কেনা হইয়াছে—এখন চারা হইয়াছে।

বৌদিদি মামিমা ও মেজবৌদিদি কোথায় ও কেমম আছেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইবেন। অশোক কেমন আছে—দাঁত কি সমস্ত উঠিয়াছে? এবাটীর কুশল জানাইবেন। আশা করি ওখানকারও কুশল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

৪ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক

বৃহস্পতিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতি মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। নদাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া

চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহার কি এবার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না ?

ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া ? দুঃখে পড়িলে তাহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম। এইজন্যেই ত কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান্ ! আমাকে সর্ব্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও ; তাহা হইলে আমি তোমায় সর্ব্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব ; সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।"

জন্মমৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিষ—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল। জ্ঞান বড়, বড় জিনিস—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবে না—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাই না। তর্ক করিতে চাই না—কারণ আমি অজ্ঞ ও অন্ধ। সুতরাং এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস—শুধু "হরি আছেন" এই বিশ্বাস ; আর কিছু চাহি না। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে"—ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য—বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করা এবং সদসৎ বিবেচনা শক্তি দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্য সফল হইলে লেখা পড়া সার্থক হইবে। লেখা-

পড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও ভগবৎ প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান। আমি বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাহি না! ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণু বক্ষে ধারণ করিতে চাহি। আর একবার "দুর্গা" বা একবার "হরি" বলিলে যাহার ঘর্ম্ম, অশ্রুত্যাগ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার ত কথাই নাই—সে স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আমরা ত অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিষ।

আমরা বৃথা "ধন" "ধন" বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবি না, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ প্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধিরাজরাও দীন ভিখারী। এরূপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা যে জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা "পরীক্ষা আসিতেছে" বলিয়া ব্যস্ত হই কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্ম্মের নিকট। লেখাপড়ার পরীক্ষা কি সামান্য পরীক্ষা—তাহা দুইদিনের জন্য। কিন্তু সে সব পরীক্ষা অনন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে ২ ভোগ করিতে হইবে।

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানবজন্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা এ মহাসত্য বুঝিয়াও

বুঝি না। আমরা এরূপ অন্ধ, এরূপ অবিশ্বাসী ও এরূপ মূর্খ যে কিছুতেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। আমরা মানুষ নহি কলিযুগের রাক্ষস।

তবে আমাদের আশা আছে—ভগবান দয়াময়—তিনি চিরকালই দয়াময়। ভীষণ পাপের তাণ্ডব নৃত্যের ভিতরেও তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়ার আদিও নাই অন্তও নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান্ রক্ষা কর. এ কলিযুগে আর ধর্ম্ম থাকে না, তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।" তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে ২ সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে, এখনও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।

আপনি কলকাতায় আর কতদিন থাকবেন; আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি। বাবা ভাল আছেন। ইতি—

আপনারই সেবক

সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক

রবিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোন পত্র দিই নাই তাই আজ অবসর পাইয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া হস্ত ও লেখনী উভয়কে পবিত্র করিতেছি।

আমার হৃদয়কাননে সময়ে ২ যে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহার সহিত চোখের অশ্রুজল মিশাইয়া আপনার চরণকমলে উপহার দিই। কিন্তু সে কুসুমের গন্ধে আপনার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়, না তাহার তীব্রতায় আপনাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা না জানিতে পারায় আমি কতকটা অশান্ত হইয়াছি।

আমার হৃদয়ে সময়ে ২ অকালীন মেঘের ন্যায় যে ভাব উদয় হয় তাহা নিকটে কাহাকে বলিব তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দূরদেশে আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি কিরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা জানিলে বড় আনন্দিত হই। কিন্তু আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রীতিকর হউক বা না হউক হৃদয়ের একমাত্র উপহার ভাবিয়া আমি তাহা প্রেরণ করিতে সাহসী হই।

মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের জন্য এত খরচ করিতেছেন—দুইবেলা গাড়ী করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ী ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে ৪।৫ বার করিয়া আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন—বস্ত্র পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ

আবৃত রাখিতেছেন—দাসদাসী নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি এত কষ্ট এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ছাত্রজীবন শেষ করিলে আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রবেশ করিয়া সারাজীবন গাধার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিতে হইবে এবং তৎপরে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রের কোন্ বিভাগে দেখিলে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইবেন? বড় হইলে আমাদিগকে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্ব্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন—জানি না আপনার মনে ইচ্ছা কি। মা, জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিষ্টার কিংবা অন্য কোনও বড় হাকিমের গদীতে বসিলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—প্রচুর ধনশালী, গাড়ী, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাসদাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা "প্রকৃত মানুষ" বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানি না। আপনার পুত্রকে কিরূপ দেখিলে আপনার সর্ব্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। দয়াময় ভগবান আমাদিগকে মানবজন্ম—সুস্থ দেহ-বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ দিয়াছেন—কেন? তাঁহার পূজা এবং তাঁহার সেবারই জন্য অবশ্য তিনি এত দিয়াছেন—কিন্তু মা—আমার কার্য্য করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি না। মা, ভাবিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়, ভাবিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়—যিনি আমাদের জন্য এত করিতেছেন, যিনি কি সম্পদে বিপদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্ব্বদাই আমাদের বন্ধু, যিনি সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া আছেন—যিনি আমাদের এত নিকটে আছেন—যিনি আমাদের খুব আপনারই জিনিস, আমরা

তাঁহাকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকি না। আমরা সংসারের ছার বস্তু লইয়া কত অশ্রুত্যাগ করি কিন্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশে একবিন্দুও অশ্রু ফেলি না—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিনহৃদয়। ধিক্ সেই শিক্ষা— যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই—নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না! লোকে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে পুষ্করিণী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মেটে? কখনই না— মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ঃ

"ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"

ভগবান কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনও যুগে ছিল না। সেই নূতন—"বাবু"-সৃষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযান আছে কিন্তু আমরা ২০/২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারি না—কারণ আমরা বাবু। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হই— আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করি না—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা "বাবুলোক"। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি—আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে "বাবু"। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্ব্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সর্ব্বত্র "বাবু" বলিয়া পরিচয় দিই কারণ আমরা "বাবু" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যরূপধারী পশু। পশু অপেক্ষাও আমরা অধম— কারণ আমাদের জ্ঞান ও বিবেক আছে—পশুদিগের তাহাও নাই। জন্মাবধি সুখের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে

আমরা তিলমাত্র কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারি না—এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে আমরা জয় করিতে পারি না—সারাজীবন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আমরা এক দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করি।

আমি প্রায় ভাবি—বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্ম্মী হইয়া যায় —দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠকায় লোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়। এবং সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে এরূপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা আজকাল হইয়াছে—বিলাসিতাপ্রিয়, পরচর্চ্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পর-সুখদ্বেষী এবং মনুষ্যত্ববিহীন—মা, ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আমরা পড়িতেছি—সম্মুখে যদি চাকরীর এবং অর্থের লোভ থাকে—তাহা হইলে কি লেখাপড়া—তাহা হইলে কি মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারা যায়? মা বাঙ্গালী কি কখনও মানুষ হইতে পারিবে? আপনার কি মত? মা, আমরা এবং আমাদের দেশ দিন ২ অধঃপতনে যাইতেছে। কে উদ্ধার করিবে? একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা—বঙ্গজননী—বঙ্গমাতা যদি বঙ্গসন্তানকে নূতনভাবে প্রস্তুত করিতে পারেন—তাহা হইলে পুনরায় বাঙ্গালী মানুষ হইবে।

আমরা ভাল আছি। ছোটদাদাকে পত্র দিলাম। বাবা সোমবার

গোপণীপালান যাত্রা করিবেন ; আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানিবেন। এবার পাগলের মত অনেক লিখিয়াছি। পড়িতে কষ্ট হয় ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

৬ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক

রবিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোক-শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ যুগে ২ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিনজন—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য

ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী-তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজনে মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্তি! আমরা শান্তির জন্য হাহাকার করিতেছি! ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্ত্ত্যে কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নামকীর্ত্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি। দেখি—পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী সলিলভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন—দিবারাত্র মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত—দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য—কুশ ও লব—মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রূর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে—গোকুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে—তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে—শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে—সমস্তক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র—সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্য্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনতারিণী কলুষ-হারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন—তাঁহার তীরে যোগিকুল বসিয়া আছেন—কেহ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন—কেহ কাননের পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া পূজা করিতেছেন—কেহ মন্ত্রোচ্চারণে

দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গায় পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন—কেহ গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে ২ পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র—সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধর্ম্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পর্য্যন্তও নাই। আমরা এখন এক দুর্ব্বল শরীর পরদাসত্ব-ব্যবসায়ী, নষ্টধর্ম্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এ ত তোমারই দেশ—কিন্তু দেখ ভগবান্, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি!

মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বসি তখন পাগলের চেয়েও পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি না এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানি না। মনে যে ভাবটি আগে আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি—ভাবি না কি লিখিতেছি বা কেন লিখিতেছি। ইচ্ছা হয় তাই লিখি—মন বলে—লেখ—তাই লিখি। যদি কিছু অসঙ্গত লিখিয়া থাকি তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় যখন ভাবি তখন দুঃখিত হইব কি আনন্দিত হইব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যায় বা কিরূপ অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা জানি না। তবে চরমদশায় আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইয়া যায়—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরমপূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু—

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান— এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান সর্ব্বদেশে আবির্ভূত হইয়া নিজের অংশাবতাররূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি আর কোনও দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই— তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ মা, ভারতে যা চাও সবই আছে— প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি, আবার মনোহর শরৎ ও বসন্ত কাল সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি— স্বচ্ছসলিলা, ধন্যতোয়া গোদাবরী— দুইকূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে— কি পবিত্র নদী! দেখিলেই মন ভক্তিতে [illegible]

প্রভাবতী দেবীকে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি

সেদিন আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন—কোনও দুঃখ নাই—কোনও কষ্ট নাই—পুনর্জ্জন্ম কষ্ট আর আমাদের ভোগ করিতে হয় না—তখন আমরা নিত্যানন্দে বিরাজ করি। যখন ভাবি তিনি সেই নিত্যানন্দ ধামে গিয়াছেন—তিনি অমরগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া স্বর্গীয় সুধা পান করিতেছেন তখন আর দুঃখিত হইবার কারণ দেখি না। তিনি যখন সেই সদানন্দপুরে গিয়া মহাসুখে আছেন তখন আমরা যদি তাঁহার সুখেই সুখী হই তবে আমাদের শোকগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। দয়াময় ভগবান যাহা করেন জগতের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা প্রথমে ২ বুঝিতে পারি নাই কারণ তখন ফল ধরে নাই। যখন ফল পাকে তখন আমরা হৃদয়ের ভিতরে বুঝিতে পারি "বাস্তবিক দয়াময় হরি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।" ভগবান্ যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন তখন মিছামিছি আমাদের শোকাকুল হওয়া উচিত নহে—কারণ জিনিষ তাঁহারই—তাঁহার ইচ্ছা হইলে অমনি তিনি কাড়িয়া লইবেন—আমাদের তাহাতে অধিকার কি আছে।

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি তাঁহার বিপথগামী ভ্রাতৃবৃন্দকে ধর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন বা শীঘ্রই করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত তাহার বিরোধী হইতে পারি না। জগতের মঙ্গলই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা ভারতবাসী—অতএব ভারতের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল। তিনি যদি পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভ্রাতৃকল্প ভারত সন্তানদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের যারপরনাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ

"দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

আমরা সকলে ভাল আছি। তাঁহার হাতেই আছি—তিনি যেরূপ রাখিয়াছেন, সেইরূপই আছি। আমরা সকলে তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলী—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—সবই তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালী—বাগানেব মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ করি কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ করি বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিই। কার্য্যে আমাদের অধিকার আছে—কার্য্য আমাদের কর্ত্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাদের নয়। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

লিলি এখন কোথায় ও কেমন আছে? জানি না কোথায় আছে তাই পত্র দিলাম না। মামীমা ও বৌদিদিরা কোথায় ও কেমন আছেন? দাদারা কেমন আছেন? অন্যান্য সকলে কেমন আছেন ও আছে? আপনি ও বাবা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। মেজদাদার খবর কি? ২।৩ মেলে আমি কোনও পত্র পাই নাই। নূতন মামাবাবু কেমন আছেন?

শুনিলাম ছোট মামীমার বড় অসুখ হইয়াছে। তিনি কেমন আছেন? সারদা কি বলে? ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

৭

রাঁচি

রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু—

মা,

অনেকদিন হইল কলিকাতার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন—বোধ হয় সময়াভাবে পত্র দিতে পারেন নাই।

মেজদাদা কি রকম পরীক্ষা দিলেন। আপনি কি আমার চিঠির সমস্তটা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব।

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারত মাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্যা! হায়! কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই আর্য্যবীরকুল যাঁহারা ভারতমাতার সেবার জন্য হেলায় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন।

মা, আপনি ত মা, আপনি কি শুধু আমাদের মা? না মা আপনি ভারতবাসী মাত্রেরই মা—ভারতবাসী যদি আপনার সন্তান হয় তবে সন্তানদের কষ্ট দেখিলে মা'র প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠে না? মা'র প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর? না, কখনই হইতে পারে না—মা ত কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে সন্তানদের এই শোচনীয় দুরবস্থার সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! মা, আপনি ত ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন—ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আপনার প্রাণ কি কাঁদে না? আমরা মূর্খ—আমরা স্বার্থপর হইতে পারি

কিন্তু মা ত কখনও স্বার্থপর হতে পারেন না—মা'র জীবন যে সন্তানের জন্য! যদি তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! তবে কি মা স্বার্থপর! না, না, কখনই হতে পারে না—মা কখনও স্বার্থপর হতে পারে না।

মা, শুধু দেশের কি এরূপ শোচনীয় অবস্থা! দেখুন ভারতের ধর্ম্মের কি অবস্থা! কোথায় সেই পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপতিত ধর্ম্ম! কোথায় সেই পবিত্র আর্য্য-কুল—যাঁহাদের পদধূলি লইয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আর কোথায় আমরা তাঁহাদেরই অধঃপতিত বংশধর! সে পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম কি লোপ হইতে চলিল! দেখুন না চারিদিকে নাস্তিকতা অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামী—তাই ত লোকেদের এত পাপ, এত কষ্ট, দেখুন না সেই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির বংশধর এখন কিরূপ বিধর্ম্মী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে! যাঁহার নাম, গুণগান ও ধ্যানই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল তাঁহার নাম সমস্ত জীবনে ভক্তির সহিত একবার কয়জন লোক আজকাল ডাকে! মা, এসব দেখিলে এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাঁদে না, আপনার চক্ষে কি জল আসে না? সত্য সত্যই কি আপনার প্রাণ কাঁদে না—কখনই হইতে পারে না। মা'র প্রাণ ত কখনও নিষ্ঠুর হয় না!

মা, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি দুরবস্থা! পাপে, তাপে, সর্ব্বপ্রকার কষ্টে, অন্নাভাবে, ভালবাসার অভাবে—এবং হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডে অহোরাত্র জ্বলিতেছে। আর দেখুন, সেই পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের কি অবস্থা! দেখুন, সেই পবিত্র ধর্ম্ম এখন লোপ পাইতে চলিল। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম্ম এখন কতদূর অধঃপতিত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তার উপর, আজকাল ধর্ম্মের নামেই যত অধর্ম্ম হইতেছে—তীর্থস্থানেই যত পাপ! দেখুন না পুরীর পাণ্ডাদের

কি ভীষণ অবস্থা ! ছি ! ছি !! ছি !!! প্রাচীন কালের সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধুনিক কালের পাপী ব্রাহ্মণকে দেখুন ! আজকাল যেখানে ধর্ম্মের নাম সেইখানেই যত ভণ্ডামী এবং যত অধর্ম্ম।

হায় ! হায় !! আমাদের কি অবস্থা ! আমাদের ধর্ম্মের কি অবস্থা !

মা, এ সব কথা যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন কি আপনার প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলে না ? আপনার প্রাণ কি কাঁদে না ?

আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—দুঃখিনী ভারতমাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবে না ?

মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব ? আর কয়দিন আমরা পুতুল লইয়া খেলিতে থাকিব ? দেশের ক্রন্দন কি আমাদের কর্ণে আস্‌ছে না ? আমাদের লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্ম কাঁদিতেছে—তাহার ক্রন্দন কি প্রাণকে অস্থির করিতেছে না ?

বসিয়া ২ আর কয়দিন দেশের এবং ধর্ম্মের এই অবস্থা দেখিব ? আর বসা চলে না—আর ঘুমান চলে না—এখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে, কিন্তু হায় ! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কয়জন স্বার্থত্যাগী সন্তান মা-এর জন্য কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে ?

৮৪ জনমের পর আমরা এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি—বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা প্রভৃতি পাইয়াছি কিন্তু এ সমস্ত পাইয়াও যদি পশুর ন্যায় আহার নিদ্রায় পরিতুষ্ট থাকি—পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করি—পশুর ন্যায় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি—পশুর ন্যায় যদি ধর্ম্মহীন জীবন অতিবাহিত করি তবে কেন এই মনুষ্য জঠরে আমাদের জন্ম ? পরের জন্য জীবনই প্রকৃত জীবন !

মা, এসব আপনাকে কেন লিখিতেছি—জানেন? আর কাহাকেই বা বলিব? কে বা শুনিবে? কে বা এ সমস্ত হৃদয়ে পোষণ করিবে? যাহাদের জীবন স্বার্থময়—তাহারা ত এ সমস্ত কথা ভাবিতে পারে না—বা ভাবিবে না—কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে কিন্তু মার জীবন ত স্বার্থময় নহে! মা'র জীবন ত সন্তানদের জন্য—দেশের জন্য! যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন ত দেখিবেন কত ২ মা, ভারত মাতার সেবার জন্য জীবন যাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রাণও দিয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ, দুর্গাবতী,—আর কত আছেন—আমার নাম মনে নাই। আমরা মাতৃস্তন্যে পুষ্ট—সুতরাং মাতৃউপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না।

মা যদি সন্তানকে বলেন—"তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক"—তবে আর কি! বুঝিব সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ কলিযুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াছে—আর কিছুই নাই! আর কিছু হবে না! চারিদিকে নৈরাশ্য! যদি তাহাই হয়—যদি প্রকৃতই আর কোন উন্নতির আশা নাই—যদি বসিয়া ২ কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন? তবে যদি এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিব না—তবে এ জীবনে আর কাজ কি?

আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকিতে পারি। আশা করি ওখানকার কুশল। এখানে সব মঙ্গল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর দিবেন। এ পত্রের উত্তর দিবেন। ইতি—

আপনার
চিরস্নেহাধীন
সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

রঁাচি

রবিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু—

মা,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—তাহার উত্তরও লিখিয়াছিলাম কিন্তু পরে যখন পড়িয়া দেখি যে আবেশের ঘোরে অনেক বাজে কথা লিখিয়াছি—তখন আর পাঠাইবার ইচ্ছা হইল না—তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমার এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখি না—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই। বিষয়কথা-পূর্ণ পত্র আমার লিখিতে বা পড়িতে ভাল লাগে না—তাই আমার এইরূপ অভ্যাস—আমি চাই ভাবপূর্ণ পত্র। আমার পত্র লিখিবার ইচ্ছা না হইলে লিখি না আর যখন ইচ্ছা হয় তখন উপরি ২ অনেক পত্র লিখি!

শারীরিক সুস্থতা জানান আমি অনেক সময়ে আবশ্যক মনে করি না—ভগবানের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিলে কোনও চিন্তা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আর যদিও কাহারও অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমরা কি করিতে পারি। আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে ইচ্ছামত কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারিব। তবে আর মিছে ভাবনা কেন? আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আছি তিনিই ত আমাদের রক্ষয়িত্রী—যখন ত্রিলোকধারিণী বিশ্বজননী স্বয়ং আমাদের রক্ষয়িত্রী তখন এত চিন্তা এত ভয় কেন? অবিশ্বাসই দুঃখের এবং সর্ব্বপ্রকার বিপদের কারণ কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে চাহে না—এবং মনে করে যে ইচ্ছা করিলে কাহাকে ভাল করিয়া দিতে পারে, হায় রে মূর্খতা!

মেসো মহাশয় ৮।৯ দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। তিনি খুব ডাব ভালবাসেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় ডাব তাঁহার খুব উপকারী। কিছু কলিকাতায় ভাল ডাব আনাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি বড় উপকৃত হন, তিনি এ বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলিয়াছেন।

এখানকার মঙ্গল জানিবেন। আপনারা সকলে ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। মেজদাদা কবে ফিরিবেন?

বোধহয় মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষার খবর বাহির হইবে। কতদূর সত্য জানি না—তবে শুনিয়াছি ইতিমধ্যে অনেকে নম্বর পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছে!

সেজ দিদিরা কি আসিবেন?

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য মনে দিনরাত ভয়ানক কষ্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়।

যদি মানুষজন্ম লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম--যদি গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান—ঈশ্বর, যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামী। এখন আর বাজে কথায় পর্য্যন্ত সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয় কেবল একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি আর সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধ্যান চিন্তা এবং পাঠে অতিবাহিত করি। দিন দিন যে আমরা যমমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, কবে আর আমরা সাধনা করিব আর কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শান্তিসুখ ও বিশ্রাম করিব। সে আনন্দময়কে না পাইলে কিছুতেই আনন্দ নাই। লোকে যে কি করিয়া টাকা, ধন-সম্পত্তি, বিষয় প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহাও আমার নিকট সময়ে ২

এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। যিনি আনন্দের নিধি তাঁহাকে বাদ দিলে যে আর কিছুতেই আনন্দ থাকে না। যিনি আনন্দের আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তবে ত আনন্দ পাইব।

যদি চৈতন্য না হয়—যদি ভগবদ্দর্শন না হয়—তবে সমস্ত জীবনটাই বৃথা গেল। পূজা, জপ, ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি আমরা যাহা করি—তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবদ্দর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সব বৃথা। যে একবার সেই অমৃতের খনি পাইয়াছে—সে আর সংসার-গরল পান করিতে যায় না।

তিনি আমাদের সংসার খেলনার দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে মায়াবদ্ধ জীব করিয়া ফেলিয়াছেন। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত—ছেলে খেলনা লইয়া খেলিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলে খেলনা দূরে ফেলিয়া "মা মা" বলিয়া ব্যাকুলভাবে না ডাকে ততক্ষণ মা ছেলের কাছে আসে না। মা মনে করে—ছেলে ত খেলিতেছে আমি আর কেন যাইব। কিন্তু যখন ছেলের ক্রন্দনধ্বনি মা'র কানে বাজে তখন মা আর থাকিতে না পারিয়া দৌড়িয়া আসে। আমাদের বিশ্বজননী আমাদের লইয়া ঠিক সেইরূপ খেলিতেছেন। ভগবানে যোল আনা মন না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—যদি ভগবানের চরণে দুই চার আনা মন দিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে বিষয়-মধু-পানমত্ত লোকেরা ভগবানকে পায় না কেন? তাঁহাকে না পাইলে সব বৃথা—সব বৃথা—মানুষ জীবন এক বিড়ম্বনা—এক অসহ্য ভার।

আপনি কি বলেন?

তাঁকে না পেলে কি লইয়া দিন কাটাইব—কি লইয়া চিন্তা করিব—কাহার সহিত আলাপ করিব—এবং কোথা হইতে আনন্দ পাইব। যিনি সব বস্তুরই আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তাঁহার দর্শন লাভ করা চাই।

তাঁহাকে পাইতে হইলে—সাধনা চাই—ব্যাকুলভাবে ডাকা

চাই—গভীর ধ্যান চাই—তাহা হইলে খুব শীঘ্র এমন কি ২।৩ বৎসরের ভিতর তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কেবল চেষ্টা করা চাই—পারি না পারি সে ইচ্ছা তাঁহার। কাজ আমার হাতে—কিন্তু ফলদাতা তিনি—ফল পাই না পাই—সে ইচ্ছা তাঁহার—তবে আমাদের কাজ করা চাই—চেষ্টা করা চাই। যে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে—তাহাকে আর কাজও করিতে হয় না—সাধনাও করিতে হয় না বা চেষ্টাও করিতে হয় না। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনারই সেবক

সুভাষ

৯ ওঁ

রাঁচি

সোমবার [১২১৩]

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু—

মা,

আপনার পত্র কাল পাইয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। মাসিমার অসুস্থতার জন্য আমাদিগকে এখানে এতদিন বসিয়া থাকিতে হইল। এখন তিনি ভাল আছেন—আর আকাশটাও বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। আমরা কাল রওনা হইব পরশু ভোরে কলিকাতায় পঁহুছিব।

আমরা সকলে ভাল আছি।

আমি যে ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইব তাহা পরীক্ষার বহু পূর্ব্ব হইতে আশা করিয়াছিলাম এবং একরূপ স্থিররূপেই জানিতাম। ইহার

কারণ আমি এর জন্য কামনা করিয়াছিলাম—কামনা করিয়াছিলাম আমার জন্য নহে কারণ আমার আবার টাকার প্রয়োজন কেন—আমি টাকাকে বড় ভয় করি কারণ টাকাই যত অনর্থের কারণ। আমার কামনাটা নিজের জন্য নহে—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—বৃত্তির একটি পয়সাও আমার জন্য ব্যয় করিব না—সমস্তটা পরার্থে ব্যয় করিব—এবং আমি আশা করি যে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তবে এত উঁচু স্থান আমি কি করিয়া পাইলাম তাহা আমি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। পরীক্ষার পূর্ব্বে এক প্রকার পড়ি নাই বলিলে চলে—আর বহু পূর্ব্ব হইতে লেখাপড়া কম করিয়াছিলাম। আমি স্থির জানি—আমি এ স্থানের উপযুক্ত নহি—আমার বিশ্বাস ছিল আমি সপ্তম হইব। আমি যদি না পড়িয়া এ স্থান পাই তবে যাহারা লেখা পড়াকে উপাস্য দেবতা মনে করিয়া তজ্জন্য প্রাণপাত করে তাহাদের কি অবস্থা হয়? তবে প্রথম হই আর লাষ্ট্ হই আমি স্থির রূপে বুঝিয়াছি লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস্' পাইলে ছাত্রেরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয়? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য--বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে—আর কার কিরূপ উন্নত চরিত্র তাহা কার্য্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই-পড়া বিদ্যাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র—জ্ঞান—কার্য্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব যায় ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রেম,—ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা—সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা ত অতি তুচ্ছ সামান্য জিনিস—কিন্তু হায়! কত লোকে তাহা লইয়া কত অহংকার করিয়া থাকে!

কটকে পড়িলে কতকগুলি সুবিধা আছে আর কলিকাতায় পড়িলেও কতকগুলি সুবিধা আছে। কোথায় পড়িব তাহা ঠিক

করিতে পারি নাই—কলিকাতায় গিয়া স্থির করিব। তবে বোধ হয় প্রেসীডেন্সীতে পড়া হইবে না—কারণ আমি যাহা পড়িতে চাই—সেখানে তার সুবিধা হইবে না। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

পরবর্ত্তী চারখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

১০

কটক

২২শে আগষ্ট ১৯১২

পরম পূজনীয় মেজদাদা ঃ

কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি, যদিও জানি যাইবার প্রস্তুতিতে আপনি ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকিবেন! কিন্তু এই পত্রখানিই আপনি ভারতে থাকাকালে আমার শেষ পত্র, শুধু এই ভাবিয়াই কলম ধরিলাম!

শুধু একটি উদ্দেশ্য একটি অনুরোধ জানাইবার জন্য এই চিঠি লিখিতেছি; তাহা এই ঃ আপনি বিলাত যাত্রার পথে যে সমস্ত বিভিন্ন জিনিষ দেখিবেন আমাকে তাহার বর্ণনা দিয়া আনন্দ ও শিক্ষা দান করিবেন এবং বৈদেশিক ও অভিনব পরিবেশে আপনার অনুভূতির আস্বাদ আমাকে দিবেন।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়া যখন তীর হইতে দূরে আরও দূরে সরিয়া যাইবে ও যখন বনরেখা এমনকি স্বদেশের শেষ নীল তট-রেখাটি পর্য্যন্ত একখণ্ড মেঘের ন্যায় দিগন্তে মিলাইয়া যাইবে, তখন উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজি যাহা ভেদ করিয়া আপনার তরী চলিয়াছে—উপরে নীল আকাশ ও নীচে অসীম জলরাশি—প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপের দিকে চাহিয়া আপনার মনে কোন্ বিচিত্র ভাবের উদয় হইবে? ইহা দেখিয়া কি আপনার আরভিং-এর সেই পংক্তিগুলি মনে পড়িবে,—

"মনে হইতেছে যেন আমি পৃথিবীর এক অধ্যায় শেষ করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায় প্রবেশের পূর্ব্বে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছি," অথবা আপনি ওই লেখকেরই নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করিবেন—"ইহার দ্বারা এই চেতনা আমাদের হয় যে আমরা সুনিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা হইতে ছিন্ন হইয়া এক সংশয়াচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে ভাসিয়া চলিয়াছি।" বলা বাহুল্য যে কেহই দুইটির মধ্যে প্রথমটি বাছিয়া লইবেন না।

আমার মনে হয় বেশ কয়েকদিন মাটি দেখিতে না পাইয়া আবার মাটি দেখিতে পাইবেন যখন এডেনের নিকটবর্ত্তী হইবেন, কে জানে তখন কেমন লাগিবে কয়দিন অদর্শনের পর আপনি আবার মাটি দেখিবেন।

সমুদ্রে নির্ম্মল ও পরিপূর্ণ সূর্য্যাস্ত দেখিতে পাইবেন। সে এক রমণীয় দৃশ্য। যাহারা কখনও সমুদ্রে যায় নাই, তাহারা সত্যই বঞ্চিত—ইহা এমনই সুন্দর। সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখিয়া আপনি কি আমাকে আনন্দ দিবেন না? কি সুন্দর! অস্তগামী সূর্য্যের আভায় সীমাহীন সমুদ্র উদ্ভাসিত প্লাবিত: তরঙ্গ-রাশির সহিত আলোকের ওঠা পড়ার খেলা! পশ্চিম দিগন্ত অস্ত-গামী সূর্য্যের কিরণে রক্ত-গোলাপের আভায় রঙিন। আবার পরক্ষণে দেখিতে পাইবেন, শান্ত পদক্ষেপে আকাশে সন্ধ্যার আগমন অর্দ্ধঘণ্টায় দিগন্ত আঁধার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া শুধু ইতস্ততঃ স্বর্গীয় আলোকণিকার জ্যোতি! ইহা এত সুন্দর এমন নয়নাভিরাম ও প্রাণস্পর্শী!

তারপর একটানা পক্ষকালের সমুদ্র ভ্রমণের পর আসিয়া পৌঁছিবেন আর এক পৃথিবীর কোলাহলে,—বিদেশীদের মধ্যে, শ্বেতচর্ম্ম সুনীলাক্ষ বিদেশী। এই বিচিত্র পরিবেশ, পূর্ব্ব পরিবেশের তুলনায় অদ্ভুত লাগিবে না কি? অবশ্য দু-একদিনের মধ্যেই ইহা চলিয়া যাইবে।

জানি না কি লিখিলাম; পাগলের মত যাহা খুশী। আশা করি

আমার আশা ভঙ্গ করিবেন না। যদি কনিষ্ঠের পক্ষে ধৃষ্টতা না হয় তাহা হইলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি যে আপনার যাত্রা শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হউক। আমরা ভাল আছি।

ভালবাসা ও প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

(ইংরাজি হইতে অনূদিত)

১১

কটক
১৭।৯।১২

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি লণ্ডনের ঠিকানায় লেখা আমার পত্রখানি ইতিমধ্যে পাইয়াছেন। আপনি কলিকাতায় থাকাকালীন আমি আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু সেই পত্রখানি আপনার হস্তগত হইয়াছিল কিনা সঠিক জানিতে পারি নাই। মাতাঠাকুরাণীকে এডেন হইতে লেখা আপনার পত্রখানি পড়িলাম। তাহা হইতে আমার পত্রখানি আপনি পাইয়াছিলেন জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। লিখিবার সময় একবারও ভাবি নাই যে ইহা আপনাকে আনন্দ দিবে। তাই আপনি আনন্দ পাইয়াছেন জানিয়া বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিলাম! যাহা লিখিয়াছিলাম অন্তর হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। হৃদয়ের আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে; এবং তাহাই হইয়াছিল। যে চিন্তা হৃদয় হইতে উদ্ভূত, তাহা অতি সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় লিখিত হইলেও যাহা হৃদয় হইতে আসে নাই কিন্তু প্রচুর অলঙ্কারযুক্ত তাহা অপেক্ষা ফলপ্রসূ। জানি না কেন সে সব লিখিয়াছিলাম কিছুই মনে পড়িতেছে না। সহসা আবেগে অভিভূত হইয়া কলম ধরিয়াছিলাম, জানি না কি লিখিয়াছি; কেন

লিখিয়াছি। সেই সময়ে হৃদয়ে যে চিন্তা সর্ব্বোপরি ছিল আমি শুধু তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম। হয়ত রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা—কারণ তখন প্রায় মধ্য রাত্রি—এই সব বিচিত্র অনুভূতির উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই অনুরূপ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকিবেন; বিশেষতঃ যাঁহারা বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা তীব্রতর হইয়াছিল। ইহা এমন একটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত্ত যে আমার পক্ষে তাহা সহ্য করা খুবই কঠিন হইত। না থাক; যাহা অতীত, তাহার কথা তুলিয়া, আপনাকে বিষণ্ণ ও বিচলিত করিতে চাই না।

সেখানে বাংলার ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে আপনি হয়ত অনেক কিছু পড়িবেন ও শুনিতে পাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে পড়িয়া ও বিদেশীরা তাঁহাকে যে সম্মান দেখাইয়াছে তাহা জানিয়া আমরা সকলে এত গৌরব অনুভব করি যে, তাহাতে সাময়িক ভাবে হইলেও আমরা বাংলা ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশান্বিত হই। আমি আত্ম-অনুশোচনায় পীড়িত বোধ করি যখন ভাবি বাংলা দেশ তাঁহার প্রতিভার প্রতি কত উদাসীন ছিল; যখন ভাবি তাঁহার অমানুষিক প্রতিভাকে অস্বীকারের অন্ধকারে কতদিন আচ্ছন্ন রাখিয়া ছিল; অথচ বিদেশীরা, যাহারা বিজাতীয় ভাষা-ভাষী, যাহাদের চিন্তা ও অনুভূতি কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহারাই তাঁহার প্রতিভাকে রাহুমুক্ত করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা কি অদ্ভুত; আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তাই কবি বলিয়াছেন:

"জ্ঞান হোক মহীয়ান নিজ মহিমাতে
তবু যেন শ্রদ্ধা রয় সাথে।"

আমার বিশ্বাস একদিন রবি ঠাকুরের কবিতাগুলির মর্ম্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিব।

কোন পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়াছে কি? তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন বসু আছেন কি?

ইংরাজেরা তাহাদের মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথায় পঞ্চমুখ। তাহা কি সত্য? ভারত ও বিলাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আপনি এবার তুলনা করিতে পারিবেন!

আমরা ভালই আছি। আশা করি কুশলে আছেন। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন! ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১২

কটক

১১।১০।১২

রাত্রি ৮টা

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আজই সন্ধ্যায় আপনার দীর্ঘ পত্রখানি পাইলাম। আমার শিশুসুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আপনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কিরূপে প্রকাশ করিব তাহা জানি না। ভাষা অপারগ বোধ করে; কারণ ভাষা চিন্তাকে অর্দ্ধেক প্রকাশ করে ও অর্দ্ধেক গোপন করে। মানুষ যদি ভাষাকে আরও পূর্ণতর করিতে পারিত তবে প্রকাশের পঙ্গুতা হ্রাস পাইত। বলিতে পারি না আপনার অপূর্ব্ব বর্ণনা কত সুন্দর লাগিয়াছে—কি জীবন্ত তাহার আবেদন। আপনার বর্ণিত দৃশ্যাবলী যেন আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে এবং যেন জীবন্ত ও বাস্তব হইয়া উঠে কেবল তাহাই নহে স্মৃতিচারণা ও অনুপ্রেরণার অভাবে পূর্ব্বে দৃষ্ট যে সমস্ত দৃশ্যাবলী বিস্মৃতির গভীরে সুপ্ত ছিল তাহা পুনরায় জাগিয়া উঠে। চলচ্চিত্রের ছবির মত দার্জ্জিলিং-এর

অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী যেন আমার চক্ষের সম্মুখে একের পর এক ফিরিয়া আসে। পুরীর নীল সমুদ্র, যেখানে সুনীল জলরাশি উন্মাদ তরঙ্গ-মালায় বালুকা বেলায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—তাহাদের উপর যেন মাঝে মাঝে শুভ্রতার স্পর্শ, নীল আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া আকাশের সঙ্গ কামনা করিতেছে—যেন আমার নয়ন সম্মুখে শিলাকীর্ণ নগ্ন নাগ্নাজ পর্ব্বত বিশাল মহানদীর তীরে মহীয়ান উচ্চতায় বিরাজমান। ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির ঐতিহাসিক গুহাবলী—যাহা সব আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি এখন আমার মানসপটে ক্রীড়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আমার চক্ষের সম্মুখে "Happy-Snowdon" চিত্রখানি রহিয়াছে! ইহা কি অপূর্ব্ব। আকাশে ক্রীড়াশীল চঞ্চল রং-এর মেলা, তুষারমৌলী পর্ব্বতশিখরে প্রতিফলিত নিম্নে সুশীতল হ্রদের জলরাশিতেও যেন সেই সুমহান বর্ণনাবলীর প্রতিফলন। পর্ব্বতের তুষারশীর্ষে উজ্জ্বল, রক্তাভ ছটা। এই সবকিছু যেন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত হেমকূট পর্ব্বতের ছবি অথবা গ্রীক দেব-দেবীদের বাসভূমি মাউণ্ট অলিম্পাস।

জানি না কেন এই সব আবোল তাবোল লিখিয়া আপনার সময় নষ্ট করিতেছি। কিন্তু কি যেন ভিতর হইতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। জানি না হয়ত আপনার পক্ষে ইহা ক্লান্তিকর হইতেছে।

পক্ষকাল পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণীর নিকট আপনি সুনির্ব্বাচিত চিত্রাবলী সম্বলিত পোষ্ট কার্ডের প্যাকেট পাঠাইয়াছেন। আপনার নির্ব্বাচন অনবদ্য। এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর সঙ্কলন দুর্ল্লভ রুচিজ্ঞানের পরিচায়ক। মাতাঠাকুরাণী যখন সর্ব্বোৎকৃষ্টখানি নির্ব্বাচন করিতে বলিয়াছিলেন তখন আমি বলিয়াছিলাম যে সবগুলিই অপূর্ব ও অতুলনীয়। চিত্রগুলি এতই সুন্দর যে হয়ত সৌন্দর্য্যের আতিশয্যে স্বর্গকেও নরক করিয়া তুলিতে পারে। সত্যানুগ না হইলেও তাহা মনোমুগ্ধকর। আমরা চিত্রগুলি সাতিশয় উপভোগ করিয়াছি। কয়েকখানি আমি নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছি।

আপনার বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত যে যদি চিত্রকলার কিছু জানিতাম তবে নিজের মনে ছবিগুলি ধরিয়া রাখার জন্য এবং আত্মতৃপ্তির জন্য আঁকিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু উক্ত কলায় আমি অনভিজ্ঞ, তাই মানসপটে বিধৃত চিত্রাবলী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আমি সহজেই কল্পনা করিতে পারি, আপনার মনের অবস্থা বোম্বাই হইতে সুয়েজ যাইবার সময় কিরূপ হইয়াছিল। সুনীল জলধি ও নীল আকাশের নিরবচ্ছিন্নতা হইতে জীবন্ত প্রকৃতির স্পর্শ কামনায় হৃদয় কাতর। আমি একমাসের অধিক কলিকাতায় একযোগে থাকিতে চাহি না। কারণ হাস্যময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কামনায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য দুর্ল্লভ মুহূর্ত্তে অনুপ্রেরণা দিবার জন্য প্রকৃতি না থাকিলে—আমার মনে হয় মানুষ সুখী হইতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গ ও শিক্ষা না পাইলে, জীবন মরুলোকে নির্ব্বাসনের মত, সকল রস ও অনুপ্রেরণা হারায়। জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল দিক ম্লান হইয়া যায়। আপনি আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনার অচিন্ত্য বর্ণনাগুলির জন্য আপনাকে বারংবার ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া, আমি আর কি বা করিতে পারি।

আশা করি এতদিনে আপনাকে লণ্ডনে লেখা চিঠিগুলি পাইয়াছেন।

১৬।১০।১২

আজ ডাক যাইবার দিন; আজই এই চিঠিখানি ডাকে দিতে হইবে। গত সোমবার আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি। জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে ক্যাপ্টেন ও মিসেস ওয়েব্যাণ্ডের কাছাকাছি আপনি আছেন; ও তাঁহাদের সহিত প্রায়ই দেখাশুনা হয়।

এখন লণ্ডনে কখন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হয়? এখন কি পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিতেছে? লণ্ডনের কুয়াসার অভিজ্ঞতা হইল কি? শীত ত আসিল।

আপনার পুরাতন বন্ধু সুধীর রায়ের সহিত দেখা হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। মার্শাই হইতে লণ্ডন যাওয়ার পথে প্যারিসে আসিয়াছিলেন কি?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যস্ত থাকিলে আমাকে আলাদা পত্র দিবার জন্য কষ্ট করিবেন না। তাহাই আবার বলিতেছি—আপনাকে কত পত্র লিখিতে হয় ও হাতে কত অল্প সময়।

আপনার দীর্ঘ পত্রখানি মেজ জামাইবাবুকে পাঠাইতেছি ও তাঁহার পড়া হইলে সেজ জামাইবাবুকে পাঠাইতে বলিয়াছি। কিন্তু আমাকে ফেরৎ দিতে হইবে।

স্কুল বন্ধ। আমাদের ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দীর্ঘ অবকাশ। নাদু, রাঙ্গামামাবাবু ও আমি ছুটিতে এখানেই থাকিব। অন্য সকলে কলিকাতায়। নদাদা এখানে আসিয়াছেন। বাবা ও মা ওখানে ভালই আছেন।

আমার মনে হয় এই পত্রখানি কলিকাতায় জি. পি. ও. তে মাতাঠাকুরাণীর পত্রের সঙ্গী হইবে। বিলম্ব হইলেও আমাদের বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

যথাযোগ্য জানিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৩

কটক

৮।১।১৩

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আর একটি বৎসর শেষ হইল। উন্নতি বা অবনতি যাহাই হইয়া থাকুক ৺ভগবানের নিকট এই বারোটি মাসের জন্য আমাদের দায়ী হইতে হইবে।

আমার গত বৎসরের কার্য্যাবলী চিন্তা করিলে, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলিয়া থাকিতে পারি না। টেনিসন্ বলিষ্ঠ আশাবাদী এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জগৎ উত্তরোত্তর প্রগতির পথে চলিয়াছে। কিন্তু ইহা কি সত্য? আমরা কি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি? আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, ভারতবর্ষ কি প্রগতির পথে চলিতেছে? আমার মনে হয় না। হয়ত অশুভ হইতে শুভের উদ্ভব হয়। হয়ত ভারত পাপের পঙ্কিল পথের মধ্য দিয়া শান্তি ও প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বিচারবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির দ্বারা যতদূর দেখা যায়—সবই অন্ধকার—গভীর অন্ধকার কেবল একনিষ্ঠ কর্ম্মী অথবা উচ্চমনা দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এখানে সেখানে ক্ষীণতম আশার আলোক। কখনো সেই আলোকরেখা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, কখনো বা তমসা ঘনীভূত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ঝটিকাবিক্ষুব্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়। ইংল্যাণ্ড বিশেষতঃ সমগ্র ইউরোপ হয়ত প্রগতির পথে। ধর্ম্মের তারকা ইউরোপের আকাশে উদীয়মান, কিন্তু ভারতের আকাশে অস্তাচলগামী। ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে? কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন। কোথায় সেই মহর্ষি, মহাজ্ঞানী দার্শনিকবৃন্দ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ, যাঁহারা জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহাদের অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্ব? তাঁহাদের অনমনীয় ব্রহ্মচর্য্য?

তাঁহাদের ভগবৎ উপলব্ধি? তাঁহাদের পরমাত্মার সহিত একাত্মবোধ? —আমরা শুধু যাহা মুখেই উচ্চারণ করি। সবই গিয়াছে। বেদমন্ত্র স্তব্ধ। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে তীরে আর সামবেদের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠে না। কিন্তু তবু আমার মনে হয় আশা আছে, এখনো আশা আছে। আশার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্ব্বাণ শিখা জ্বালাইতে। তিনি ঋষি বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার দিব্য কান্তি, বিশাল ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয় নিশ্চয়ই হইবে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান করুণাময়। পাপ, অধর্ম্ম, অসাধুতা ও সর্ব্ব-প্রকার মলিনতা হইতে তিনি আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। তিনিই সেই আকর্ষণী শক্তি, যাঁহার চতুষ্পার্শে সব কিছু আবর্ত্তন করিতেছে এবং যাঁহার দিকে সকল সৃষ্টি ধাবিত হইতেছে। আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। পথ বিপৎসঙ্কুল ও কণ্টকাস্তীর্ণ হইতে পারে—যাত্রা ক্লেশকর হইতে পারে তথাপি চলিতেই হইবে। অবশেষে তাঁহার মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতে হইবে। সেই দিন দূর হইতে পারে তবুও আসিবে। ইহাই আমার একমাত্র আশা। আমার কাছে আর সবই হতাশা। আমরা কি অনুভব করি না যে তিনি সর্ব্বদা আমাদের চুম্বকের শক্তিতে উপরের দিকে টানিতেছেন? আমার মনে হয় করি। আমাদের চারিদিকে প্রকৃতির রূপ তিনি উন্মোচিত করিয়াছেন তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য। নয় কি? তারার ভাষায় তিনি তাঁহার বাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি যে অনন্ত, অনন্ত আকাশ মানুষকে সে কথাই স্মরণ করাইতেছে। তিনি কি তাঁহার ভালবাসা উপলব্ধি করিবার জন্যই আমাদের প্রাণে ভালবাসা দেন নাই? হায়! তিনি করুণাময় আর আমরা পাপিষ্ঠ।

মেজদাদা, জানি না কেন এইভাবে এই সব লিখিতেছি। আমি দেখিয়াছি মাঝে মাঝে হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়। সম্ভবতঃ ইহা সেইরূপ একটি মুহূর্ত্ত।

গত ডাকে আপনার পত্র পাইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিছুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম যে, দেশান্তরের ব্যবধান আমাদের মধ্যে এক দূরত্বের সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু আপনার এই অনিন্দ্যসুন্দর চিঠিখানি সেই অনুভূতি ঘুচাইয়া দিয়াছে।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় (বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক, সম্বলপুর জিলা স্কুল) বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা করিতে চাই। আমরা ইংলণ্ড হইতে তাঁহার আবক্ষ মূর্ত্তি করাইতে চাই। যদি এক পাউণ্ডে হয় তবে অল্প ব্যয়ে হইল বলিতে হইবে। ভাড়া কত লাগিবে বলিয়া আপনার মনে হয়, ইংলণ্ড হইতে সরাসরি আনাইতে ৩৫ বা ৪০ টাকায় কি যথেষ্ট হইবে?

এখন আমাদের টেষ্ট পরীক্ষা চলিতেছে। ভালই হইতেছে। আমরা ভাল আছি। আশা করি কুশলে আছেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী একচল্লিশখানা পত্র হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত

১৪

বৃহস্পতিবার

বৈকাল

19-6-14

ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। সত্যেন মামা ও একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়।

তারা একটু আশ্চর্য্য হইল। ভিতরে পিসা মহাশয় দাদা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। মার কাছে খবর গেল। অর্দ্ধেক পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এই মাত্র বলিলেন—"আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম। আমি এতক্ষণ থাকিতাম না গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম কেবল পারি নাই মেয়েদের জন্য।" আমি মনে ২ হাসিতে লাগিলাম। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া যখন কাঁদিতেছিলেন তখন আমার মনে হইতেছিল শুভ্রজ্যোৎস্না মধ্যবর্ত্তী সেই কচি মুখখানি যাহার জন্য সব ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু শরীর মন পারে নাই। তারপর তিনি শুইয়া পড়িলেন আমি ধীরে ২ পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম —তখন তিনি বোধ হয় ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্ত frankly বলিলাম—টাকার কথা বলিলাম। হরিপদের কথা তাহারা টের পাইয়াছে তোমার কথা তাঁদের কাছে বলিবার আবশ্যক হয় নাই তাই বলি নাই—মামা জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছি। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেবল বলিলেন একখানা চিঠি দাও নাই কেন।

নানা স্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা active ছিলেন বাবা passive কতকটা যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ করান হয় না, একজন পুলিশ কর্ম্মচারী relative বারণ করিয়াছিলেন। মা পাগল প্রায়—আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইব—তাই অগত্যা এক মামা (আমেরিকা প্রত্যাগত) চলিলেন আমার অনুসন্ধানে—বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পঁহুছিয়াছে—তাহার মর্ম্ম শুনিয়াছি। বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন। "যদি উপযুক্ত না হইয়া

গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা।"

বেলুড় খোঁজ করা হইয়াছিল—হরিদ্বার Ramkrishna Mission-এ wire করা হইয়াছিল—negative reply। Howrah-র একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছিল—তিনি বলেন, ফিরিয়া আসিবে ১৯।২০ দিনের ভিতরে—ভাল আছে—একলা নাই—সঙ্গে তুজন আছে—উত্তর পশ্চিমে 'ব' দিয়া কোন স্থানে আছে—তখন বোধ হয় বারাণসীতে। তিনি আরও বলেন Contrary influence-এর জন্য সে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না—সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় লাঠি। তিনি কচুপোড়া জানেন।

সকলের মধ্যে রণেন মাতুল খুব favourable. সত্যেন বলেন most obdt হও—তার জীবনের ideal যেন তাই। আর বিশেষ কেউ বলে নাই।

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি বেশ reasonable. তিনি বলেন boldly বলে কয়ে—talk the matter over and then be a Sannyasin কে তোমার পথে বাধা দিতে পারে?

তুপুরে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানা মত লইয়া—সন্ন্যাসী দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে ২ আমার ideal-টা বলিলাম। সমস্ত discussion-এ what he wanted to drive at was— (১) সংসারে থেকে ধর্ম্ম হয় কিনা, (২) ত্যাগের জন্য Preparation দরকার—(৩) কর্ত্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক—আমি বলিলাম—(১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয় কারণ সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয়—(২) সংস্কারের উপর ত্যাগটা অনেক নির্ভর করে—সকলের জন্য বেশী ঘসা মাজা প্রয়োজন না হইতে পারে। (৩) কর্ত্তব্যটা relative—higher call এলে lower calls ভেসে যায়—জ্ঞান এলে কর্ম্মনাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন—অদ্বৈতজ্ঞান "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা" একটি Theory কিনা—বলিলাম যতক্ষণ মুখে বলছি ততক্ষণ Theory কিন্তু realise করিলে সত্য এবং realise করা যায়। যাহারা একথা বলে গেছেন তাঁহারা realise করেছিলেন এবং বলে গেছেন আমরা realise করিতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন "কারা করেছিলেন এবং প্রমাণ কি?" বলিলাম—"ঋষিরা" প্রমাণ "বেদাহমিতি" এই বলিয়া শ্লোকটা quote করিলাম। তারপর বলিলেন "এক সময়ে কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেব ছিলেন—যে যে রকম পেরেছিলেন সেই রকম হয়েছিলেন।" আমি বলিলাম বিবেকানন্দের ideal হচ্ছে আমার ideal।

শেষে বলিলেন আচ্ছা যখন তোমার higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব। আমি এতদিন বাবাকে actively oppose করি নাই—Passively I have won the victory. এখন তিনি জোর করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পাবেন না। এবং next time চলিয়া গেলে বোধ হয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন।

যাহা হউক আসাতে ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি!

মা fanatic, বলেন—আর যদি ও যায় আমি আর থাকিব না—সঙ্গে ২ যাইব আর বাড়ীতে ফিরিব না। তাঁকে বুঝিবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable.

বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে।

তোমার—

বেণীবাবুর বিষয় সকলের ভাল ধারণা—এবং তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। বেণীবাবু বেশী কিছু বলেন নাই—সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন এবং আমার কৃচ্ছ্রসাধনে তোমাকে মোটেই জড়িত করেন নাই। এখানে আবার মানুষটাকে জানা যায়।

21-6-14

বড় callous হইয়া গিয়াছি—বাস্তবিক এমন Stonehearted কেন হইলাম জানি না। আমি বাপ-মার জন্য মোটেই feel করি না—তাঁরা কাঁদিলেন আমি হাসিলাম কি করিব—এ সত্য কথা হৃদয়ে একটুও ভালবাসা নাই—থাকিত যদি তাহা হইলে তোমায় বাসিয়া ধন্য হইতাম।

বাবার সঙ্গে আজ কথা হইল—তিনি ৩টা উপদেশ দিলেন—এবং বলিলেন মাথা সারিলে অন্যান্য কথা আলোচনা করিবেন। তাঁর চেষ্টা আমাকে সংসারধর্ম্মী করা—আমি আজ কিছু বলিলাম না—passive silence implying non-submission. পরে ইচ্ছা হয় তাঁকে পুনরায় আরও খুলিয়া বলিব। মাকে বোঝান যায় না—মা আমার উপর অসন্তুষ্ট—মনে করেন যে আমি তাঁকে তৃণ জ্ঞান করি।....

সাধারণ মানুষ মাতৃস্নেহকে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও স্বার্থহীন ভালবাসা বলিয়া মনে করে বলে "অতলস্পর্শ মাতৃস্নেহ পারাবার।" সোনা আমি কিন্তু মাতৃস্নেহকে অত উচ্চ স্থান দিই না—বেণীবাবু হয়ত জীবনে অন্য কোন প্রেমের সংস্পর্শে আসেন নাই তাই তাঁহার সেরূপ ধারণা। মাতৃস্নেহ কি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ স্বার্থহীন? জানি না যাহা হউক মা যতক্ষণ পথের একটি বালকের সঙ্গে নিজ পুত্রের সমতা না করেন ততক্ষণ সে প্রেম কি স্বার্থহীন? নিজে পালন করিয়াছেন বলিয়া মমতা হয়।...

আমি কিন্তু এ জীবনে যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছি—আমি যে প্রেমসাগরে ভাসিতেছি—তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোষ্পদ সমান। এ স্বার্থপরতাময় জগতে মানুষে একমাত্র মাতৃস্নেহ খুঁজিয়া পায় তাই তারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। নিজের পালিত জিনিষে সকলের ভালবাসা জন্মিতে পারে—তাতে বাহাদুরী কি? কিন্তু পথের

একটী লোককে যে হৃদয়ের রাজা করিতে পারে—তাহার হৃদয় কত মহান্—তাহার ভালবাসা কত উচ্চ! বুঝিলেও একথা কেহ বুঝিবে না।

আমি কি ভুল বুঝিয়াছি?

১৬

৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
১৮।৭।১৪
শনিবার বেলা ১১টা

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম। কালকার পত্রে বোধ হয় লিখিতে ভুলিয়াছি যে বাপ মা প্রভৃতি সোমবারে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিবেন। তুমি আবার এসো—কারণ এর পরে বাড়ী পূর্ণ হইলে দেখা করিবার তেমন সুবিধা হবে কি অসুবিধা হবে ঠিক বুঝিতেছি না, রবিবারে যখন ইচ্ছা এসো—He is always a personality. সে শারীরিক উপস্থিত না থাকিলে তার invisible presence সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহার মঙ্গলময় ইচ্ছা সর্ব্বদা আমাকে ভালর দিকে লইয়া যাইতেছে।

সেবা Soul-এর দ্বারা হচ্ছে—অদৃশ্য ভালবাসার দ্বারা হচ্ছে। তুমি কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে আমার কত আনন্দ। আচ্ছা তুমি কি পরশু রাত্রে ভাত খাও নাই? তুমি বেশী কষ্ট করিও না,—তোমার সেবা কি সাধারণরূপে আসিবে, তার মঙ্গলময় ইচ্ছা সে সেবা তার ভালবাসা—আর কি লিখিব—তুমি বুঝিতেছ, আমি বেশ আছি, কাল—minimum সকালে 97 হইয়াছিল এবং রাত্রে maximum 100·2, আজ minimum 97·4, আমি ভাল আছি, তুমি চিন্তিত হইও না, কথা সাক্ষাতে হবে। রবিবারে সকাল থেকে বৈকাল বা রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতে পার—কার সাধ্য কিছু করে—তুমি একলা আসিলে বোধ হয় ভাল হয়।

১৭

কলিকাতা

শুক্রবার রাত্রি

৩. ১০. ১৪

সবচেয়ে বড় দান হৃদয় দান। এটি দিলে দেবার আর কিছু বাকি থাকে না। যাকে এই দান করা হয় তার কি কম সৌভাগ্য। তার মত সৌভাগ্যবান বা সুখী আর কে আছে? কিন্তু যে ঐ দান ফিরিয়ে দিতে না পারে তার মত—আর কে আছে? ফল কি? ফল—উভয়ের শান্তি।

* * *

মনে পড়ে একটী চিত্র। কালীমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়্গহস্তা মা কালী, আনন্দময়ী—শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তার সম্মুখে একটী বালক—বালক হইতেও বালপ্রকৃতি—আধ ২ স্বরে কাঁদিতেছে এবং কাকে যেন ডেকে ২ বলিতেছে—"মা এই নাও—তোমার ভাল, এই নাও মন্দ। এই তোমার পাপ, এই তোমার পুণ্য।" করালমুখী ভীষণদংষ্ট্রা মা অল্পেতে সন্তুষ্ট নয়—সব গ্রাস করিতে চায়—তাই ভালও চাই মন্দও চাই —পুণ্যও চাই—পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে—না দিলে শান্তি নাই—মা-ও ছাড়িবে না।

* * *

বড় কষ্ট—মাকে সবই দিতে হইবে। মা কিছুতেই সন্তুষ্ট না—তাই কাঁদিতেছে এবং বলিতেছে—"এই নাও—এই নাও।" দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল—গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল—হৃদয় জুড়াইল—হৃদয়ে আর কিছু নাই—যেখানে ভীষণ কণ্টকযন্ত্রণা দিতেছিল—তার চিহ্নও নাই—সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল—বালক উঠিল—আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে। বালকটি রামকৃষ্ণ।

27-3-15

বাবার সঙ্গে এপ্রিলের শেষে যাব। বর্দ্ধমান মহারাজার বাটী ঠিক হয়েছে। বিলাসিতার মধ্যে এবং বাড়ীর বন্ধনের ভিতরে থাকিতে খুব কষ্ট বোধ হইলেও থাকিব। সেখানে খুব extensive study করিব। আমার study চার ভাগে বিভক্ত করিব—

(১) Study of man and man's history.

(২) General Study of the Sciences—first principles.

(৩) The Problem of truth—the Goal of human Progress অর্থাৎ Philosophy.

(৪) The Greatness of the world.

এ ছাড়া মনে করিতেছি—কলেজের বইগুলি সব একবার শেষ করিব। এখন পড়াতে খুব উৎসাহ। আমি দেখছি এখন সব উল্টা—পরীক্ষা শেষ হইল অমনি পড়ায় খুব চাড় হইল। ইচ্ছা হচ্ছে সব বইগুলি গ্রাস করে ফেলি।

B. A. তে Philosophy Honours লইব এবং first হইব। এই রকম ইচ্ছা। তারপর সংস্কৃত লইব কি Economics লইব এখন ঠিক করিতে পারিতেছি না—economics-এর একটা জ্ঞান না থাকিলে modern world-এ live করা যায় না। সংস্কৃত নিজে নিজে পড়া যায়। এখন কথা হচ্ছে economics College-এ—যাহা পড়া হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু কাজ দেয়? যাক্ শীঘ্র এ বিষয়ে ঠিক করে ফেলিব। তুমি সুস্থ থাকিলে জার্ম্মানী যাইব। ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এবং Step by Step কি রকম ভাবে Proceed করিব—তাহা স্থির করিবার জন্য একবার আমাদের দেখা হওয়া দরকার।

শরীরের দিক দিয়ে প্রয়োজন হইলে আমি কলিকাতায় পড়িব না।

কলিকাতায় পড়িবার একটা সুবিধা এই যে, ভাল Professor আছে। কটকে পড়িবার সুবিধা এই যে, Climate ভাল—কাজ করিবার সুবিধা কারণ বেশ influence আছে—Public-এর মধ্যে ; অন্ততঃ যতদিন বাবা বেঁচে আছেন। দরকার হইলে কটকে বা হাজারিবাগে পড়িতে পারি। হাজারিবাগে Prospectus-এর জন্য লিখেছি, Kurseong থেকে ফিরে এসে যদি দরকার মনে করি তাহা হইলে কলিকাতায় পড়া বন্ধ করিতে পারি। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমার ধারগুলি তোমায় শোধ দিতে হইবে—প্রথমতঃ কিছু কিছু সাহায্য করিবে—কারণ আর tuition করিবার সুবিধা হইবে না দত্তগুপ্তকেও কিছু দিতে হইবে।

১৯

কটক
৩।৪।১৫
শনিবার

আমার পত্র দুইখানি পেয়ে থাকিবে। পরশু এবং কাল এক খুব important ঘটনা হয়ে গেছে। এখন সব কথা খুলে লেখা অসম্ভব। তাছাড়া গিরীশ ও সুরেশদা আমায় নিতান্তই অনুরোধ করেছেন কিছুদিন পরে তোমায় বলিতে। এক মাসের মধ্যে যখন কলিকাতায় যাব, তখন দেখা যখন হইবে তখন সব খুলিয়া বলিব। একটা খুব সুন্দর reconciliation হয়ে গেছে—গিরীশদা অনেকটা mediator গোছের হইলেন। সুরেশদা বলিলেন, I thought the relation to be undesirable but not unhealthy. তিনি বলিলেন Purity সম্বন্ধে একতিলও সন্দিহান কখনও আমি হই নাই। তবে তোমাদের exclusiveness-এর জন্য এবং সকলের নিকট হইতে Complaint পাইবার জন্য আমি খুব ব্যথিত হইয়াছিলাম। তাঁর মনে মনে আমাদের ব্যবহারের জন্য কিরূপ ভাবে কষ্ট দিন দিন Grow করেছিল তাই বলিলেন—আমি

যাহা কিছু বলিবার বলিলাম। গিরীশদার বিশ্বাস এবং তাঁহার চরিত্রে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বলিলেন, বাঙ্গাল যদি কিছু সন্দেহ করে থাকে, I will call him a liar to his face যাহা হউক এখন all's well that ends well করিয়া ফেরা যাক। একটা জিনিষ আমরা ভুল করিয়াছি (এবং পরে এ বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে) আমরা realise করি নাই, আমাদের একটি কথা ও কাজের মূল্য কত বেশী! ভাইদের উপর তাহার কত effect.

সুরেশদা বলিলেন, তোদের public এর মধ্যে সমানভাবে মিশিতে হইবে, যাহাতে কেহ টের না পায় কে কাকে কত ভালবাসে।

২০

18-7-15

আচ্ছা মানুষের পক্ষে কি কোন absolute সত্য লাভ করা সম্ভব? প্রত্যেকে একটা relative সত্যকে নিয়ে তাহার নিজের জীবনে absolute সত্যতে পরিণত করে এবং তাহার মাপকাঠিতে জীবনের সুখ দুঃখ ভালমন্দ বিচার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক life-এর individual philosophyতে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহার বিরুদ্ধে বলিতে কাহারও কোন অধিকার নাই—তবে কথা হচ্ছে—এই philosophyর basis যেন sincere and true হয়—এবং Spencer এর যা Theory—"he is free to think and act so long as he does not infringe the equal freedom of any other individual."

* * *

আগে intellectual preparationটা দরকার। তারপর কাজ ও চিন্তা একভাবে চলিবে—শেষে কর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া

দেওয়া। প্রথমাবস্থায় ২।১টী make-shift activities চাই—না হইলে কর্ম্মের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

দেখ জীবনের দুইটী দিক আছে—intellect and character, দেশকে শুধু নিজের উদার চরিত্র দিলে হইবে না—একটা intellectual ideal দেওয়া চাই।

* * *

It will not do to know something of everything but to organise them into a systematic whole—and to know everything of something. Simple assimilation will not do—but creative genius is necessary.

আমার intellectual career এর একটা আভাস তোমায় দিব। আভাস মাত্র এখন মনে ভাসে। Ideaটা বড় grand—আমার জীবনে কার্য্যে পরিণত হইবে কি না বলিতে পারি না—তবে না হইলেও যদি বাস্তবিক ideaটা ভাল হয় তাহা হইলে আর কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে।

২১

27-7-15

আমার এখন কোন বিশেষ কাজ নাই—কেবল Famine Relief fund এর। আপাততঃ আর সব বন্ধ।

২২

29-7-15

এখন কাজ বিশেষ কিছু করি না। Poor-fund-debating—magazine এখন আরম্ভ হয় নাই। Coaching এক সপ্তাহ হইল—আর করি না। পড়াশুনার ক্ষতি হয়। তবে auxiliary

থাকিব—অভাব বা দরকার হইলে পড়াব। College famine fund-এর Secretary করেছে। তার জন্য একটু খাটিতে হইবে। উপস্থিত আর কেহ নাই।

ইচ্ছা আমি relief-এ যাই—তাহাতে Practical experience হইবে। আর famine-এর experience সব সময় হয় না। Emotions-এর দিক দিয়ে দেখিলে আমার যাবার ইচ্ছা—বেশ ইচ্ছা আছে—তবে reasoning এর দিক দিয়া ইচ্ছা নাই—

(১) শরীর খারাপ হইতে পারে, কারণ না খাটিয়া থাকিতে পারিব না।

(২) College-এর Relief Committeeর কাজ বাদ পড়ে যায়।

(৩) গেলে আমার বোধ হয় College organisation থেকে যাওয়া ভাল—কারণ তাহাতে লিপ্ত হয়েছি।

ভাবিয়া উত্তর দিব বলেছি। খুব সম্ভব না-ই করিব। তোমার মত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

তবে জগৎটাকে আসলভাবে দেখিবার খুব ইচ্ছা। ইচ্ছাটাকে কিন্তু দমন করিতে হইবে।

২৩

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা

৩১।৮।১৫

আমি যে প্রবন্ধ দিয়েছি তাহাতে আমার attitude indirect ভাবে প্রকাশ করেছি—I have described it as supreme and sublime indifference, আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে তারই জন্য আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in the current of popular opinion. লোকে ভালমন্দ বলিবে জগতের

এটা রীতি but my sublime self-consciousness consists in this that I am not influenced by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দুঃখ নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্ব্বলতা কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য সম্মুখে পর্ব্বত আসছে, কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না—সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission এর দিকে, আদর্শের দিকে—তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self-consciousness of one imbued with an idea.

যাক আমি এখন বুঝিতেছি যে মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিষ চাই—

(1) Embodiment of the past

(2) Product of the present

(3) Prophet of the future.

(1) I must assimilate the past history in fact all the past civilisation of the world.

(2) I must study myself—study the world around me—both India and abroad and for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendency of both the civilisations and therefrom to settle the future goal and progress of mankind. The Philosophy of life will alone help me in this.

(4) This ideal must be realised through a nation—begin with India.

Is not this a grand idea ?

* * *

The more we lift our eyes heavenwards the more we shall forget all that was bitter in the Past. The future will dawn upon us in all its glory.

কেমন আছিস সে সম্বন্ধে লিখিসনি কেন? শীঘ্র পত্রের উত্তরে জানাবি কেমন আছিস?

তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে—কবে দেখা হইবে?

২৪

16-9-15

তোমার পত্র পেলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, যখন Philosophy কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না—যখন দর্শন ক্রমবর্দ্ধমান- একজন আসে এক কথা বলে যায়—আর একজন আসে তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তার চেয়ে বড় কথা বলে যায়—এই রকম ভাবে দর্শনের গতি; তখন দর্শনে এবং দার্শনিক চিন্তায় কাজ কি? যখন হিগেলের দর্শন জগতে প্রচারিত হইল, তখন সকলে ভাবিল বুঝি এর উপরে আর কোন কথা কেহ বলিবে না—এটা বুঝি শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু জগৎ হতভাগা। দর্শনের গতি হিগেলকে ছাড়িয়া চলিয়াছে। তথাপি বাঁচিতে গেলে ও সব প্রশ্ন আসিবেই আসিবে। ফুল ফুটিলে যেমন গন্ধ আপনি আপনি আসে (তার আর প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই) সেই রকম জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যাকুল জিজ্ঞাসা আসে।

দর্শন পড়ে লাভ কি? লাভ এই—নিজের প্রশ্ন—নিজের সন্দেহ ফিরে পাও।···দশটা লোকে কি ভাবে ভেবে গেছে—তা পাও। তার থেকে নিজের চিন্তাপ্রণালী সংযত ও চালিত করিতে পার।

পাগল না হলে কেহ বড় হইতে পারে না। কিন্তু, সকল পাগল বড় হয় না। All mad men do not become great men of genius. কেন? শুধু পাগল হইলে চলে না। আরও কিছু চাই। পাগলামির ভিতর আত্মসংযম হারাইলে কোন প্রশ্নের

মীমাংসা হইতে পারে না। আবেগের ভিতর আত্মস্থ হওয়া চাই। তাহা হইলে (then and only then) জীবনটাকে একটা Constructive basis-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। Emotion বা আবেগ সংযম করে—দীর্ঘ চিন্তা চাই। আবেগ না থাকিলে চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আবেগ থাকিলে চিন্তার ফল ফলে না। অনেকে আবেগবান কিন্তু ভাবিতে চায় না—অনেকে ভাবিতে জানে না।—

* * *

....চিন্তার প্রণালী একবার জানিতে পারিলে কোন ভয় নাই—একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব শক্ত হইলেও অসম্ভব নয়। আমি সেই জন্য বিশ্বাস করি—আমার ব্যাকুলতা—জিজ্ঞাসা—সন্দেহ—এসব will not end in nothing but will bring me something positive.—এবার তোমারও সেই আশা আছে।

If there is an ideal—it can be realised—ইহা আমার বিশ্বাস—for example, if perfection be the ideal, man can become perfect otherwise, there is no such ideal as perfection.

যাক্ আদর্শ যাহাই হউক না—it can be realised—এই ভিত্তির উপর আমার life-philosophy প্রতিষ্ঠিত।

ব্যস্ত হইলে চলিবে না—। যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কত লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে—সে প্রশ্ন কি একদিনে মীমাংসা হইবে !···

* * *

তবে জীবনের একটি fundamental principle ঠিক না করিলে কাহার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করিব—বা কি লইয়া চলিব ?

Kant-এর Philosophy কি রকম জান ? একটা কথা মেনে নেয়—সেটাকে analyse করে—তন্ন তন্ন করে criticise করে তার পরে সেটাকে ত্যাগ করে—এবং ত্যাগ করে মহত্তর সত্যে উপস্থিত

হয়। তারপর সেটাও analyse করে তন্ন তন্ন করে criticise করে —এবং মহত্তম সত্যে উপনীত হয়।

জীবন সেই রকম। নিজের বর্ত্তমান জীবনকর্ম্ম—সমস্ত harmonise করিবার জন্য একটা philosophy যে রকম করে হউক গঠন কর। তার পরে ঐ অনুসারে জীবন চালাও —এদিকে মনের ভিতরে সেটাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভাঙো এবং গড়—destroy and construct. Life progresses through continual construction and destruction. একটা গড় সেটা ভাঙো—আর একটা গড়—সেটা ভাঙো—গড় and so on....

Something cannot come out of nothing. Man proceeds from Truth to higher Truth. We must pass through inconsistencies. They fulfil life.

বেশী আবেগ আসিলে—reason—critical power, analytic and synthetic power কমিয়া যায়। কারণ শুধু cool moments-এ এসব ঠিক ঠিক চালান যায়।......

20-9-15

শরীরের যে রকম অবস্থা—তাহাতে জীবনে বিশেষ কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দের ঐ কথাগুলি বড় ঠিক "Iron nerves and a well intelligent brain and the whole world is at your feet."

Change-এ গিয়ে যদি শরীর একেবারে ভাল হয় তাহা হইলে বুঝিবে—জীবন ধারণে লাভ আছে।

২৫

26-9-15

Lodgeটা পড়িলাম। Jesuit movement-এর সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিবার কারণ ঠিক বুঝিলাম না।......

উক্ত সম্প্রদায়ের ভালমন্দ দুই পক্ষই আছে। ভালটা এখনকার কালেও বেশ ভাল চলিবে। কিন্তু মন্দটা বাস্তবিক মন্দ ছিল না—সে যুগের পক্ষে ভালই ছিল—তবে এ যুগের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না।

কারণ কি? মানুষের "স্বাধীনতার" ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা মানে লোকে বুঝিত—আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—সন্ন্যাস—কাম, লোভ ইত্যাদির হস্ত হইতে মুক্তি। কিন্তু এই স্বাধীনতার ভিতরে—রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তি—এ স্বাধীনতাও ছিল। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম অনায়াসে লঙ্ঘন করিতে পারিত—শাসনপ্রণালী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। পাশ্চাত্ত্য জগৎ কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা (problem) সমাধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদের ভিতরে individualism-এর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সমাজ ও শাসকমণ্ডলীর সহিত ব্যক্তির কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত—সে বিষয়ে তাহারা মাথা ঘামাইতেছে।

এই সংঘর্ষের ফলে adjustment of mutual rights-এর প্রয়োজন হইয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি, সমাজের ভিতরে বা State এর ভিতরে প্রত্যেকের কিছু কিছু right আছে—তাহার অপব্যবহার না করা বা অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত সে স্বাধীন। সকলে বুঝিতেছে—তাহার মনুষ্যত্ব আছে—দাবী আছে voice আছে।

আমরা এই democratic যুগে democratic প্রভাবের মধ্যে জন্মিয়াছি। সুতরাং ঐ স্থানে আঘাত করিলে এই যুগে কিছু করা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু individualism যে organisation-এর পক্ষে ক্ষতিকর? এর উপায় কি? আবার সামঞ্জস্য। উপায় আছে—ভয় নাই। জার্ম্মানি অনেকটা তাহার মীমাংসা করিতেছে। শান্তির সময়ে সকলে নিজ ২ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে—(সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

State-এর কোনও হাত নাই)—যেই ডাক আসিল—অমনি সকলে নিজ নিজ স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া সশস্ত্রে নতশিরে উপস্থিত। সব সমবায়ের পক্ষে এই নিয়ম ; সাধারণতঃ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য—সকলের একটা voice আছে।······

Autocracy [র] ফলে, উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজের বড় ক্ষতি হয়। Council-এ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে যাহার জ্ঞান, বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অধিক—তাহার কথার মূল্য বেশী হইবে—এবং তাহার কথা লোকে বেশী শুনিবে। তবে তাহার কথা বা উপদেশ সকলে গ্রহণ করিবে—for their intrinsic worth and not because they are coming from him

Organisation-এর এইরূপ মাপকাঠি হইলে Jesuit সম্প্রদায়কে criticise করা শক্ত নহে। এখন সৌসাদৃশ্য দেখা যাক্।

১। Protestantism—Western civilisation and western influence.

২। Counter reformation—Indian renaissance in national and spiritual life.

৩। Loyola—began as a man of action ended life as a religious man.

৪। Paris—!

৫। Churh—religions and Country.

৬। Chastity—poverty and obedience (absolute)

৭। General—the absolute Commander.

৮। Relief from ordinary duties of life.

* * *

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও সমবায়ের ইতিহাস একই রকম।

এদের motto মোটামুটি মন্দ নয়। Chastity and poverty এটা অবশ্য চাই। তার পর obedience-এর কথা পূর্ব্বে বলেছি।

এযুগে যে রকম চায়—সে রকমটি হওয়া চাই এবং করা চাই। এইটুকু বাদ দিলে বর্ত্তমানের সঙ্গে সেই অতীতের বেশ একটা মিল আছে। এর প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

মঙ্গলবার

তোমার চিঠি কাল পেলাম। শরীর এক রকম ভাল আছে। কোথায় যাব ঠিক নাই—বোধ হয় কার্শিয়াং-এ। কারণ বাবারও সেখানে যাইবার কথা। বাবার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল তবে সারিতে বিলম্ব লাগিবে। কাজ ছেড়ে দিলে ভাল হয় কিন্তু সংসার চলে না—এই মুস্কিল।....

অধিক কি।

২৬

26-9-15

নৈরাশ্যের ছায়া মধ্যে ২ আসিলেও বিদ্যুৎ আলোকের প্রকাশ আপনা আপনি জেগে উঠে। কাহার সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে? সেই আলোকই আবার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলে—আবার দেখি —Life is worth living.

২৭

3-10-15

শনিবার—

একদিকে······ব্রহ্মানন্দের কথা মনে পড়ে, অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ—Life is activity। একদিকে Silent and peaceful life of an introspective······Yogi who has realised the futility of the world. অপর দিকে পাশ্চাত্ত্যদের প্রকাণ্ড laboratory,তাহাদের বিজ্ঞান দর্শন তাহাদের আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত

অদ্ভুত জ্ঞানরাশি। তখন ইচ্ছা করে তাহাদের দেশে গিয়ে ১০।১২ বৎসর ধরে জ্ঞানার্জ্জনে মজে যাই, যে কিছু লাভ করিয়াছে—সেই ত দান করিতে পারে। তখন মনে হয় একবার—তাদের কর্ম্মের স্রোতে ঝাঁপ দিই—তারপর দেখি—সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সেই স্রোতকে চালিত করিতে পারি কি না।······

২৮

19-10-15

Mr. Sentimentalist,

তোমার পত্র কাল পেয়েছি। আমার ওজন ১ মণ ২১½ সের—আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়াছি—কারণ কটকে আমি ছিলাম ১ মণ ১৬½ সের, যাহা হউক, এখানে একমাস থাকিলে আরও ৫ সের বাড়িতে পারিব আশা করি।

এখানে আসা অবধি সব রকমে ভাল আছি। আমার তাই পাহাড় বড় ভাল লাগে। মধ্যে ২ বৃষ্টির দরুন একটু রসভঙ্গ হয়—তা ছাড়া আর অসুবিধা কিছু নাই। খটখটে রৌদ্র আর কুয়াশা (dry fog) এটা এখানকার ideal weather, এ পর্য্যন্ত পড়াশুনা কিছু করিতে পারি নাই—দেখি অতঃপর ভাল পড়া হয় কি না।

* * *

দেখ পাহাড়গুলি বড় অদ্ভুত জিনিষ, আমার মনে হয় বীর্য্যবান আর্য্যদের উপযুক্ত বাসস্থান—এই পর্ব্বত গাত্র। Degenerating plains-এ বাস করা উচিত নয়, অবশ্য একথা বলে কোন লাভ নাই and it cannot be helped—তবে কলিকাতায় দুই কাঠা জমির উপর ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ী করা অপেক্ষা পাহাড়ে একটা করা ঢের ভাল। মাংস খেয়ে পাহাড় ডিঙ্গলে আর্য্যরক্ত যে ভাবে ধমনীতে প্রবাহিত হয় এইরূপ আর কিছুতেই হয় না।

আমাদের এখন সে পবিত্র আর্য্যরক্ত নাই। কতযুগের পরাধীনতা —কত adulteration....

*　　　*　　　*

পাহাড়ে বেড়াতে ২ এই কথা খুব মনে হয়। চাই শিরায় ২ রজোগুণ। চাই লম্ফের দ্বারা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন—যখন আর্য্যগণ এইরূপ করিত তখনই তাহাদের কণ্ঠ হইতে বেদগান ধ্বনিত হইয়াছিল।

এখন হিন্দুজাতির সেই pristine freshness নাই—সেই youthful vigour নাই—সেই অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব নাই। এসব ফিরিয়া পাইতে গেলে we must begin from the land of our birth—the sacred Himalayas. ভারতে যদি কিছু অমূল্য—যদি কিছু ভাল থাকে—যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে—সে সবের স্মৃতি হিমাচলের সহিত জড়িত। তাই হিমালয়কে দেখিলে সে সব স্মৃতি ফিরিয়া আসে।......ইতি—

Yours
Rationalist

২৯

Hawk's nest, Kurseong
21-10-15
বৃহস্পতিবার

তোমার পত্র কাল পেলাম।

*　　　*　　　*

পাহাড়ে তুমি গিয়াছিলে অসুস্থ মনে, সুতরাং ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পার নাই, তোমার আর একবার সুস্থ মনে যাওয়া চাই।

পাহাড়ে শারীরিক উদ্যমটা খুব বাড়ে—হৃদয়ে একটা বিমল শান্তি

পাওয়া যায়—In the peaceful solitude of the hills, life can be dreamt away—the misty veil hanging about the hills is but the dreamy veil of fair poetry. Pope না কে বলেছিল—

"Thus let me live unseen unknown etc. etc. Thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie."

কথাগুলির Spirit পাহাড়ে এলে বেশ বোঝা যায়, তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে জীবনের একটা দিক কেবল বেশ ফুটে উঠে—আর একটা দিক—অর্থাৎ উন্মত্ত, অবিরাম উদ্যম ও চেষ্টা—যেটা কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায় - যেটা প্রসুপ্ত থাকে। কালিকাতায় আমার মনটা ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকে - কোন না কোন কর্ম্মে। The mind is as it were forced to work—seriousness of life—complexity and variety of life, বেশ অনুভব করা যায়—life problemsগুলি যেন মনকে চেপে ধরে। কিন্তু এখানে এসে একটু Lotus-Eater হওয়া যায়—Why should life all labour be ?

* * *

Yours
Rationalist

৩০

26-10-15

* * *

আমার চিন্তার মধ্যে বেশীর ভাগ নিজের কথা ভাবি। দেখে অবাক হই—মনুষ্য জীবনে কত প্রকার conflicting desires and motives জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। কত বাসনা কোথা হইতে আসে আবার কিছুদিন পরে কোথায় চলিয়া যায়। সে সব বাসনা

কেন আসিল—কোথা হইতে আসিল—খুঁজিয়া পাই না। জীবনের প্রথম অঙ্ক—সম্পূর্ণ irrational. আমরা গর্ব্ব করি মানুষ বড় rational—কিন্তু man is more irrational than rational. Man acts by instinct and sentiment like animals than by reason. জীবনের অনেক কাজের কোন কারণ বা অর্থ খুঁজিয়া পাই না। কি আশ্চর্য্য!

* * *

আজকে অনেকদিনকার একটা সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল। আজকে মন্দিরে বসে ভাবিতে ভাবিতে মীমাংসা মনে উপস্থিত হইল।

* * *

তোমার

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক

৩১

29-10-15

Jesuitদের ইতিহাস মুখে ২ মোটামুটি এক রকম জানিয়া লইয়াছি। পত্রে সব লেখা সুবিধা হইবে না—অতএব মুখে বলিব। তাহাদের bitter complaint এই যে বর্ত্তমান ইতিহাসে তাহাদের খুব খারাপ স্থান দেওয়া হইয়াছে—কারণ অধিকাংশ ঐতিহাসিক Protestant এবং রাজবংশও Protestant. History of Philosophyতেও তাহাদের কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। আমরা যে বইটা পড়ি Schwegler's History of Philosophy তাহাতে medieval Philosophyটা এক রকম বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আমার ইচ্ছা ছিল—medieval or scholastic philosophy অর্থাৎ Theologyটা কিছু শিখিয়া লই—কিন্তু যখন শুনিলাম যে তাহারা এখানে ৪ বৎসর Theology পড়িয়া তারপর D. D. title

গ্রহণ করে—তখন বিরত হইলাম। তাছাড়া সময়াভাবে এখন সুবিধা হইবে না।

Jesuitsরা বলে যে middle ages-এ দর্শন যাহা ছিল তাহা কেবল Theology এবং সাহিত্য চর্চ্চা ও শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে Jesuits অগ্রগণ্য ছিল। তাহাদের উপর সমস্ত ইয়ুরোপের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল।

তাহাদের doctrine এবং forms বড় dogmatic—পরে বলিব। কিন্তু তাহাদের organisation একদিক দিয়ে বড় সুন্দর। founder-এর পূজা করে না—এবং গোঁড়ামি ঢোকে নাই—তাহাদের গোঁড়ামির হ্রাস বৃদ্ধি নাই—সমস্ত defined. Defined Doctrines যে মানিবে না তাহার স্থান নাই।

Yours
Rationalist

৩২

Vishram Kutir
Kurseong
৭-১১-১৫

কবিবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম কারণ তুমি আমাকে দুষ্টু বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছ। তুমি ত জানই আমি চিরকালই সেই লক্ষ্মীছেলে—আমার দ্বারা কি কোন প্রকার দুষ্টামি সম্ভবে? অতএব তোমার এ অভিযোগের অর্থ কি? যে চিরকাল লক্ষ্মীছেলে সে কি কোন দিন কোন দুষ্টামি করতে পারে? অতএব আমি দুষ্টু হইতে পারি না—এবং আমার দুষ্টামি অসম্ভব।

আমি ভাবুকও নহি, কবিও নহি, সুতরাং কাব্যের রস বা কবিতার ভাব কি বুঝিব? তোমার চতুষ্পাদবিশিষ্ট—অনন্ত ভাবময়ী মহতী

কবিতার রস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমি তাহার বহিরাবরণ লইয়া টানাটানি করিয়াছি, যাহারা স্থূলদৃষ্টি ও রসবর্জ্জিত তাহারা দেখে শুধু বাল্মীকির বল্মীক, মধুসূদনের অট্টহাস্যময়ী ভগ্নপদী কবিতা, রবীন্দ্রনাথের "কলকেত্তী" ভাষা ও অবনীন্দ্রনাথের হাড়কণ্ঠা। সুতরাং সাদৃশ পাঠক যে তোমার ভাবময়ী কবিতার ছন্দোদোষ শুধু খুঁজিয়া বেড়াইবে।....

তবে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা হইলে দায়ী আমার স্থূলবুদ্ধি বিচারশক্তি এবং want of appreciative faculty এবং এ মানসিক দৈন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ ধাম ত্যাগ করেছেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু ২ কথা হয়েছে—পরে বলিব।

প্রবন্ধ লেখা বা নিজের জীবন সম্বন্ধে কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিলে ত চলিবে না। নিজেব যাহা বলার আছে—বলে যাবে—তাতে কার কি?

আমি যে প্রবন্ধ দিয়েছি—তাহা কেন দিয়াছি এবং কি spirit-এ দিয়াছি, তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রবন্ধটি অর্থহীন এবং কেহ ২ যে সেইরূপ মনে করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহাতে কি এসে যায়?

একজন এইরূপ সমাজে বা organisation-এ হয়ত খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিবে কিন্তু অন্য প্রকার—দলে হয়ত তার স্থান সব চেয়ে নীচে—আমি একথা বেশ বুঝিতেছি। যার যে রকম idea এবং মানুষের Estimate তাহার বিচার তদ্রূপ।

* * *

সুতরাং কাহারও appreciation or non-appreciation-এ কি আসিয়া যায়—হ্যাঁ আপনার প্রদীপ আপনি হও—ঠিক কথা বলেছ।

ইতি—

বুদ্ধিহীন দীন

পাঠক।

৩৩

Vishram Kutir

Kurseong

১৭ই নভেম্বর, (১৯১৫)

বুদ্ধদেবের উপদেশ খুব ভাল লাগিবার কথা—তবে সে উপদেশ অক্ষরে ২ পালন করিলেই সুখী হইব। করিবে কি ?

* * *

জীবন সমস্যার মীমাংসা অনেকটা ঠিক করিয়াছি। আজ হঠাৎ বেশ একটা মীমাংসা হইয়া গেল। Intellectually solve করিয়াছি—main principles ঠিক করিয়াছি তবে কয়েকটা minor details ঠিক করি নাই। I now want the iron will to carry out the plan into systematic details. আমার ভিতরে system-এর অভাব—systematically কাজ করিতে পারি না—অভ্যাস দ্বারা এটা ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

* * *

কাল সকালে খুব সম্ভব দার্জ্জিলিঙ যাইতেছি—তথা হইতে সিঞ্চল পাহাড় যাইবার ইচ্ছা—সিঞ্চল (Sinchal) পাহাড় থেকে পরিষ্কার আকাশে Mt. Everest দেখা যায়। ২।৩ দিনের ভিতরে এখানে ফিরিব।

৩৪

Craig Mount

Darjeeling

শনিবার

২০।১১।১৫

এখানে পরশুদিন আসিয়াছি। এক হিসাবে কার্সিয়াং-এর চেয়ে এ স্থানটি ভাল। খাবার দাবার ভাল পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক

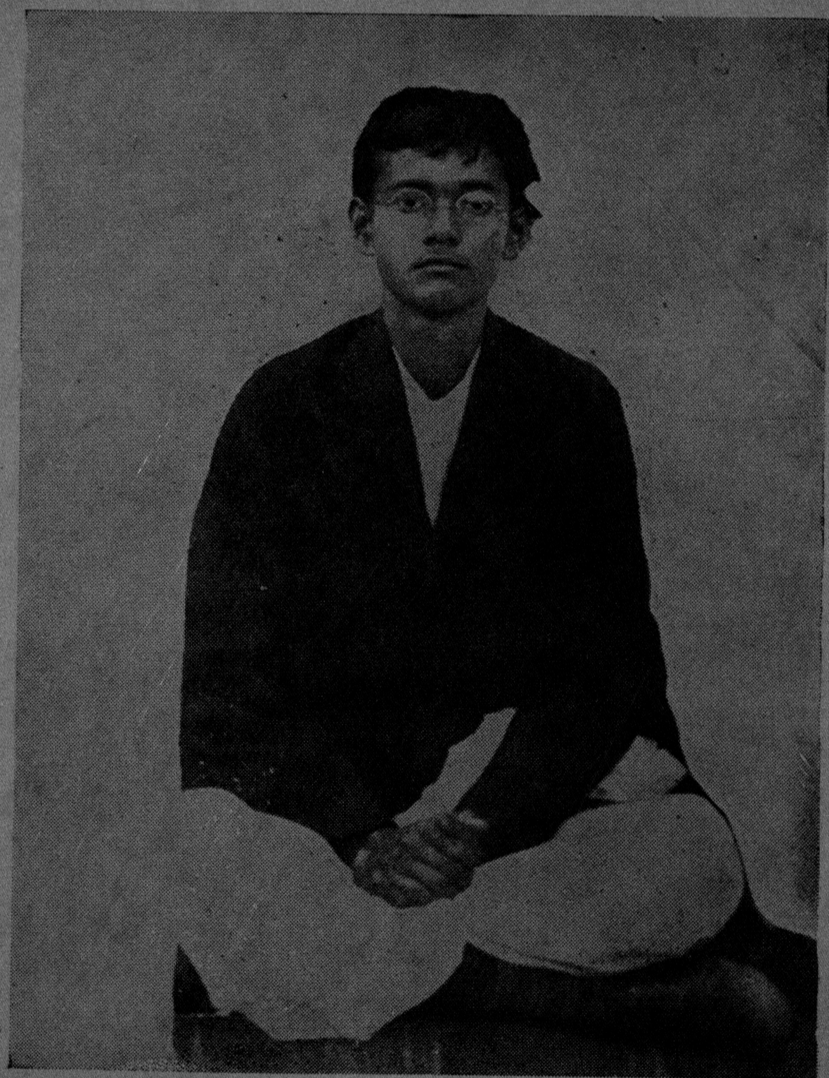
দৃশ্য খুব সুন্দর পাওয়া যায়। তা ছাড়া দেখিবার কয়েকটী জিনিষ আছে। Observatory Hill, Botanical Gardens, Museum, Race Course, গোরাদের Barracks এবং Mount Sinchal গিয়াছিলাম। Mt. Sinchal থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ত দেখাই যায়—তা ছাড়া Everestও দেখিলাম। সিঞ্চল প্রায় ৮৪০০ ফুট উচ্চ—সেখানে আজ সকালে গিয়াছিলাম। প্রায় ছয় মাইল Uphill. ভাগ্যচক্রে আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং Everest দেখা গেল।

তবে এ সহরটা হচ্ছে—"Calcutta transferred to the hills" এই যা দোষ। এখন নির্জ্জন—লোকেরা নেমে গেছে—তাই বেশ লাগছে।

বারান্দা থেকে পরিষ্কার Snowview পাওয়া যায়। চারিদিকে পাহাড়, খালি পাহাড়—আর অভ্রভেদী হিমশিখর শুভ্রতুষার কিরীটী কাঞ্চনজঙ্ঘা। কত সুন্দর এ স্থান! ভাবিতে গেলে চোখে জল আসে। গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুভ্রতুষারময় গিরিমালা—তরঙ্গায়িত আকাশপৃষ্ঠে। বহুদূরে পর্ব্বতগাত্রে লামাদের বৌদ্ধ মঠ আছে, Extreme individualistic life যাপন করিতে গেলে পরিব্রাজকের জীবনের মত এত আনন্দময় জীবন নাই। ইচ্ছা করে পাহাড় দিয়ে সিকিম নেপাল চলিয়া যাইতে। তিব্বত যাইবার পথ আছে। সেখান দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যও চলে।

কিন্তু পরিব্রাজকের জীবন যাপন বর্ত্তমান যুগে বঙ্গীয় যুবকের সাজায় না। তার স্কন্ধে গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

কার্সিয়ং-এ এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন enjoy করিতেছেন?" ভদ্রতার খাতিরে আমি উত্তর করিলাম "বেশ ভালই।" কিন্তু নিজ মনে হইল যে enjoyment-এর কাল গিয়াছে। মনে আছে ৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন পূজার ছুটীতে—প্রথমবার দার্জ্জিলিঙ আসি তখন কি আনন্দ! আমরা বাড়ীতে একরকম বাঁধা থাকিতাম তাই বাড়ী ছাড়িব ভাবিয়া কি আনন্দ! তখন এসেছিলাম অবশ্য



ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্র

enjoyment-এর জন্য। কিন্তু আজ আমার কি পরিবর্ত্তন! তখন boyish emotion-এর বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছিলাম—"জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে—যেদিন independent হইব—এবং তারপর সবচেয়ে আনন্দ হইবে যেদিন দার্জ্জিলিঙ্গ যাইব।"

কিন্তু আজ জীবন আমার enjoyment-এর জন্য নহে। অবশ্য আমার জীবন নিরানন্দ নহে কিন্তু আমার জীবন enjoyment-এর জন্য নহে—my life is a mission—a duty. ভদ্রলোকটী বোধ হয় enjoy করিবার জন্য কার্সিয়ং এসেছিলেন কিন্তু আমি জানি আমি এসেছি physical and moral improvement-এর জন্য। এ পাহাড় ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য বঙ্গদেশের অন্যান্য আকর্ষণ আছে—কিন্তু তা ছাড়া এ "পাহাড়ী জঙ্গলী" দেশ অতুলনীয়। বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশ দেবতার বাসস্থান—স্বর্গ। আমাদের এক অজ্ঞ পাচক ঠাকুর কার্সিয়ং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ দিকে স্বর্গ।" সকলে তার কথা শুনিয়া হাসিল। আমি কিন্তু মনে ২ করিলাম তার কথা metaphorically সত্য।

যাক্—বলিতে গেলে কথার শেষ হইবে না।

আমি এখানে এসে এক বড়লোক আত্মীয়ের কাছে আছি, ওঁরা খুব যত্ন করিতেছেন—আশাতীত যত্ন। আমি এবং এক মাতুল এখানে আসিয়াছি। আমার পাগলামির কথা এখানে সকলে জানে এবং এবার আসাতে আরও কিছু জানিল।

যাক্—আমার কথা অনেক লিখিলাম। কাল কার্সিয়ং যাব—পরশু কলিকাতায় রওনা হইব। পরশুদিন ১১টায় শিয়ালদহে পঁহুছিব—সেইদিনই কলেজ করিবার চেষ্টা করিব।

তোমার সঙ্গে দেখা হইলে তোমার উপর বিচার বসিবে। শরীর অবহেলার কারণ investigate করিতে হইবে।

তোমার পত্র পাই—কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বড় একটা কথা থাকে না। তারও বিচার হইবে।

৩৫

বুধবার রাত্রি

৮-১২-১৫

আজ University Institute-এ জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য একটী সভা হইয়াছিল। আমি বড় আশা করিয়া গিয়াছিলাম জগদীশের মুখের দুই চারিটি কথা শুনিব—"Just to see him and to hear him speak." কি জানি কেন, শৈশব হইতে জগদীশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ এই দুইজনের প্রতি একটা প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তাহাদের ছবি ও তাহাদের সম্বন্ধে ২।৪টি কিংবদন্তী শুনা অবধি বড় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সভার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য "to honour him by a reception" কিন্তু বাঙ্গালী এবং সর্ব্বোপরি বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ তাহাকে যে কি ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত আজ করেছে তাহা স্বদেশভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় বোধ হয় বুঝিবে না। Entertainment-এর মধ্যে গান, দেশীয় বাদ্য, কবিতা পাঠ প্রভৃতি বেশ ভালই ছিল কিন্তু তার মধ্যে English Theatre—actorsরা ছাত্র—বিষয় কি রকম বুঝিতেই পারিতেছ—তারপর শেষে—God save the King! যখন Programme-এ দেখিলাম—acting হইবে তখন একবার মনে হইল চলিয়া আসি—কিন্তু তার কথা শুনিবার লোভে acting-এর সময়ে নিদ্রার সাহায্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলাম। উচ্চহাস্যকারী যুবকবৃন্দের মধ্যে Stern Puritan-এর মত চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু সভাভঙ্গ হইতে চলিল—আমার আশাও পূরণ হইল না। ভগ্নাশ হইয়া ফিরিলাম—এবং ভাবিতে লাগিলাম যে যতদিন আমাদের মহাপুরুষ (greatmen)দের আমরা উপযুক্ত

ভাবে সম্মান করিতে না শিখি ততদিন এ বাঙ্গালীর—এ ভারতের উদ্ধার নাই। থিয়েটার দিয়া আবার অভিনন্দন! ছি! ছি! হায় ভারত! হায় বাঙ্গালী, তোমার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে?

এ ঘটনাটী আমায় বড় স্পর্শ করেছে। পূজ্যপাদ ধর্ম্মপাল একটি কথা বলেছিলেন সভায় বসে আমার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। So long as men run after sensual pleasure India will not rise. তার কথা ঠিক মনে নাই। তবে ভাবার্থ এই। আমি দেখিলাম sensual pleasure বাঙ্গালীর হাড়ে ২ প্রবাহিত—আর ইহাই মস্তিষ্কবান বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ।

এর উপায় কি? আমার মনে হয় Counteract করিবার জন্য একদল কঠোর "Puritanic principles" বিশিষ্ট যুবকবৃন্দ চাই। দেশের লোকেদের চোখ খুলে দেওয়া চাই। বাস্তবিক রামকৃষ্ণ জাতীয় চরিত্রের মূল ধরেছিল।

জানি না জগদীশচন্দ্র এই অভ্যর্থনা কি ভাবে নিয়েছিলেন। স্বদেশভক্ত জগদীশচন্দ্র দেশের দান দুই হাত পাতিয়া অবশ্য লইবেন—ছাইভস্মই দিক্ আর ফুলচন্দনই দিক্। কিন্তু এই অভ্যর্থনাতে তিনি যে হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছেন তার কোন সন্দেহ নাই।

আমি "আগামী সোমবারে পাঠ্য" একটী প্রবন্ধ লিখিতেছি—আমাদের Debating Club-এর জন্য—বিষয় "The civilisation of India in the Vedic and Pouranic Age." তুমি যদি ২।১টি বই এর মধ্যে পাঠাতে পার বা নাম প্রভৃতি hints বা তোমার notes পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়।

* * *

৩৬

রবিবার
19-12-15

আমি আজকাল বড় rational এবং intellectual হয়ে গেছি—sentiment সব প্রায় মরিয়া গেছে—একটা stoic sternness আসিতেছে। জীবনের আদর্শ দিন দিন ভাল করিয়া বুঝিতেছি—কিন্তু করিবার উপযুক্ত শক্তি নাই।

*　　*　　*

আবরণ ত্যাগ না করিলে জগতে কাহারও সঙ্গে মেশা যায় না। আমি কি সর্ব্বাভরণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি?

৩৭

শুক্রবার
27-12-15

আবার সেই December আসিয়াছে এবং সেই জানুয়ারী আসিতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা এখন শান্তিপুরে। আর শান্তিপুরের সেই সন্ন্যাসীর দল ও তাহাদের মধুময় স্মৃতি।

*　　-　　*

ভারতের প্রায় সবই গিয়াছে বটে ভারতবাসী প্রায় অন্তঃসার-বিহীন হইয়াছে কিন্তু "তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না"—তা বলে হতাশ হ'লে চল্‌বে না —ও যে কবি বলেছে—"আবার তোরা মানুষ হ," হ্যাঁ, আবার মানুষ হইতে হইবে। ভারতের শ্যামলক্ষেত্রে এখন শ্মশানচারী ভূতগণের অস্থিসমন্বিত জীববিশেষ ভ্রমণ করিতেছে—চারিদিকে নৈরাশ্য—মৃত্যু, ভোগ-বিলাস, রোগ, শোকের কুরুক্ষেত্র—"কি ঘোর দুঃখরাশি ভারত গগন ব্যাপিয়া।" কিন্তু এই নৈরাশ্য—নিস্তব্ধতা—এই দুঃখ-দারিদ্র্য—অনশন—অর্দ্ধাশনের হাহাকার ও এই

বিলাস-বিভবের আস্ফালন রব ভেদ করিয়া আবার ভারতের সেই জাতীয় গান গাহিতে হইবে। সেটা কি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।

৩৮

বুধবার রাত্রি

২-২-১৬

শরীরের যত্ন লইবে। উপযুক্ত ব্যায়াম ও প্রাতভ্র্মণ করিবে—দুধ ডিম খাবে—বেশী পরিশ্রম করিবে না। জীবনটা পড়িয়া আছে—এখন বোকামী করিয়া সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করার ছুতোতে অতিরিক্ত শ্রমের কোন প্রয়োজন নাই।

সুরেশদা কাল চলিয়া গিয়াছেন—তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিলেন। বিশেষ কাজ থাকায় কালই যাইতে হইল। মেস পরিবর্ত্তন হইয়াছে—২।১১ ছাড়িয়া এখন ৪৫।১ Amherst St. বাড়ীটা বড় damp বলিয়া ছাড়িতে হইল। কলিকাতার মেসে ২।১ জন বাদে প্রায়ই সকলেরই pharyngites হইবার যোগাড়। সুরেশদা আশঙ্কা করেন তোমার pharyngites (বানান ঠিক জানি না)-এর লক্ষণ। গলা থেকে কি আর রক্ত পড়ে? ইহার এবং আমাশার জন্য চিকিৎসা করিবে—আমার অনুরোধ। জ্ঞানদা কিংবা অন্য কাহাকেও দেখাইতে পার—প্রয়োজন মত ঔষধ সেবন করিবে—এটা অবহেলা করিবে না।

তোমার শরীরের অসুস্থতার সংবাদ অরবিন্দের মুখে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে—অনেকে তোমার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। যদি অরবিন্দকে জব্দ করিতে চাও এবং নিজে লজ্জায় না পড়িতে চাও—তাহা হইলে ইতিমধ্যে শরীর সারাইয়া রাখ—তাহা হইলে যখন কেহ দেখিতে আসিবে তখন তোমায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিবে।

শুনিলাম সুরেশদার pharyngites হইয়াছে। বিধু একথা বলিতেছিল। যাহা হউক, একথা বেশ সপ্রমাণ হইয়াছে যে

অস্বাস্থ্যকর স্থানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে অতি সবল দেহও শীঘ্র টলিয়া পড়ে।

তোমার মনের শক্তি দ্বারা শারীরিক রোগ চাপিবার কদভ্যাস আছে। এই করিয়া তোমার সেবার ভয়ানক অসুখ হয়। এবারও মনোযোগ না দিলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ যে সময় থাকিতে শরীরের যত্ন করিবে। অধিক কি লিখিব।

৩৯

৩৮।২, এলগিন রোড

কলিকাতা

২৯।২।১৬

হেমন্তকুমার,

তোমাকে মধ্যে যে ২।১ দিন পত্র দিই নাই, তার কারণ এই যে বিশেষ কোন সংবাদ ছিল না। আমার সম্বন্ধে চঞ্চল বা ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ধীরভাবে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

Syndicate-এ আবেদন করার দরুন তারা এখন আমার বিষয়ে কোন হুকুম জাহির করিবে না—বোধ করি Committee-র report প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। আজ Committee-তে দরখাস্ত করিলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং পুনর্ব্বিচার করেন। Committee এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে। আমার মনে হয় ৩।৪ দিন আরও প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে তারপর ছেলেদের ডাকিবে। তখন আমরা গিয়ে সাক্ষ্য দিব। Committee-র scope খুব বিস্তৃত। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত করিবে।

(১) Relation between European & Indian Professors in Presidency College.

(২) Relation between European Professors and Indian Students.

(৩) Relation between Indian Professors and Indian Students.

(৪) Cause of indisicipline leading on to the Strike.

(৫) Ditto leading on to assault.

Committee-র recommendation-এর উপর গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় Presidency Collegeকে একবার সুসংস্কার এবং প্রয়োজন মত নূতন নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন রকম গণ্ডগোল না হয়। সুতরাং বুঝিতেছ ব্যাপারটা বড় গুরুতর। আশুবাবু আছেন, আমাদের বিশ্বাস ছেলেদের Rights Suffer করিবে না। Committee যদি আমাদের নির্দ্দোষী বলে কিংবা benefit of doubt দেয় তাহা হইলে আমরা Syndicate-এ application করিব যাহাতে আমাদিগকে Students of Presidency College বলিয়া re-instate করা হয়। যদি re-instate না করে তাহা হইলে transfer চাহিব। Transfer-এর অনুমতি পাইলে অনায়াসে অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিব। যদি সে অনুমতি না পাই তাহা হইলে আমি practically rusticated হইব। তবে এ রকম rustication এক বৎসরের বেশী করে না। খুব বেশী অপরাধ করিলে একেবারে rustication for life দণ্ড দেয়, সে অবস্থায় পড়াশুনার "ইতি"।

যাক্ আমার অনেক সুবিধা। ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে— বড়লোকের মহলে অন্ততঃ নামে আমাকে চেনে—আমি নির্দ্দোষী বলিয়া Public-এর মধ্যে vast majority-র ধারণা—আশুবাবু নিজে আমার কথা জানেন—আমার বিরুদ্ধে চাপরাশীর যে সাক্ষ্য তাহা বড় weak—সুতরাং, আমার নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অন্ততঃ transfer পাব বলিয়া বিশ্বাস করি। শেষে কিছু না হয় ত Law suit আনা যাইতে পারে।

৪০

৩৮/২, এলগিন রোড

কলিকাতা

৬।৩।১৬

সোমবার

হেমন্ত,

তোমার চিঠি না পাওয়ার জন্য চিন্তিত আছি। আমার পত্র পাও নাই কি? আমাদের পত্র intercepted হইতেছে। আমার শেষ পত্র বোধ হয় Committee-র সম্মুখে সাক্ষী দেওয়ার পরের দিন লিখেছি। শুনিয়া থাকিবে যে হোষ্টেল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কলেজ খুব সম্ভব ছুটির এদিকে খুলিবে না। আমাদের উপর Committee-র attitude ভাল বলিয়া মনে হয় এবং আশা করি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত না করিলেও benefit of doubt দিবে। যাক্— এখন কেবল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার চিঠিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

ওখানকার খবর দিও। বেণীবাবুর সঙ্গে একদিন কথাবার্ত্তা হয়েছিল। তিনি ছেলেদের খুব গালাগালি করিলেন। এবং জেম্স সাহেবের সহিত খুব সহানুভূতি করিলেন।

তোমার শরীর কেমন? কেমন আছ লিখিবে। আশা করি, উপযুক্ত যত্ন লইতেছ এবং আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না। শীঘ্র উত্তর দিও।

ইতি—

তোমার

সুভাষচন্দ্র

মঙ্গলবার
4.7.16

তোমাকে যখন ছেড়ে আসি তখন বুঝেছিলাম তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়। তবুও আসিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ কয়দিন যাবৎ তোমাকে পত্র দিই নাই—কিন্তু তা বলে তোমারও কি পত্র দিতে নাই? ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে পর দিন প্রাতে দেখা করা—কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ তাহা পারি নাই। যাহা হউক তুমি কেমন আছ বিস্তৃত ভাবে জানাবে। তোমার শরীর দেখে কে কি বলেছে শুনিতে ইচ্ছা করি।

আমার পড়াশুনা বন্ধ হইবে এইরূপ মনে হইতেছে—আমি একটি ভীষণ সমস্যার সম্মুখে উপস্থিত। এতদিন ধরে এর তার সাহায্য চেয়েছিলাম এবং মত জানতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি যে মীমাংসা প্রধানতঃ আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। তা ছাড়া এখন মনের অবস্থা আমার ভাল নয়—বাঁচি কি মরি জানি না—তবে দেখছি আমার Life-এর Experience এই যে "আশা" জিনিষটা আমাকে সর্ব্বদা বাঁচিয়ে রাখে—কখনও জীবনের দিকে বিমুখ হইতে দেয় না। জানি না—এটা কুহকিনী কি না। আমার এ বিপদের সময়ে তুমি কি পশ্চাৎপদ হইবে?

যে সমস্যা আমার নিকট উপস্থিত—তাহা যে এত ভীষণ হইবে তাহা কোন দিন ভাবি নাই।

অধিক কি লিখিব। বিস্তৃত পত্র দিও। ওখানকার খবর কি?

৪২

শুক্রবার

(১৯১৭)

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি—তিনি ভাল Seat এখনও খুঁজে পান নাই। নূতন mess, University করিতে পারে এরূপ আশা আছে। তার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় দেখি না। অতুলবাবু যে সব সন্ধান পেয়েছেন—সেগুলি মোটেই সুবিধাজনক নহে—দেখা যাক্ কি হয়। শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে যে মেস আছে—তাতে দ্বিতলে একটা Seat আছে—কিন্তু ভাল আলো-হাওয়া প্রবেশ করে না। সেজন্য সেটা নেওয়া যায় না।

আমি স্কটিশ চার্চ্চে 3rd year-এ প্রবেশ লাভ করেছি।

আমি তোমার পত্রের তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। আমি গরীবের ঘরে জন্মাই নাই। একথা ঠিক—কিন্তু তার জন্য কি আমি দায়ী? তার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিতে হইবে? আমরা যেরূপ সাংসারিক অবস্থায় জন্মগ্রহন করেছি—সে অবস্থার full advantage নেওয়া ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় দেখি না। তবে যাহারা রীতিমত সন্ন্যাসী তাদের আলাদা কথা। আমি তাহা নই।

তারপর আমি ত নিজের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না। বাহিরে কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে থাকিতে পারে সেটা necessity-র দরুন কিন্তু ভিতরে ত কিছু হয় নাই। তবে যৌবনের উদ্দামভাব যে স্থির হয়ে আসছে। বয়সের সঙ্গে ২, অভিজ্ঞতার সঙ্গে ২, চিত্তটা ধৈর্য্য অবলম্বন করে। আমার বোধ হয় তাহাই হয়েছে। যৌবনে, যে সব ভাব—সব বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ করে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহে—সে সব ভাবগুলি বয়সের সঙ্গে ২ জমাট বেঁধে যায়।

তবে একটা কথা—মানুষ যদি মনে করে যে আর একজনের ভিতরে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে—তাহা হইলে হাজারই explain

করুক বা বোঝাক—সে কখনও Convinced হবে না যে তার ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। মানুষ যদি এরূপ স্থলে বেশী চেষ্টা করে নিজেকে explain করিতে তাহা হইলে লোকের বিপরীত Conviction-ই বদ্ধমূল হয়। যাক্—

যদি কেহ মনে করে যে আমার ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে বা I am not what I was—তবে সেটা আমার পক্ষে বড় দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের কথা। তুমি ইহা মনে কবিবে ইহা আমি ভাবি নাই।

আমরা যেরূপ দিনকালে এবং যেরূপ জগতে বাস করিতেছি তাহাতে Sentimentগুলি অবাধে না ঢালিয়া দিয়া পুরিয়া রাখিতে হইতেছে। The whole of nature is forcing us into this.

আসল কথা হচ্ছে—ব্যাধিটা তোমারই আর কাহারও নয়—সেটা হচ্ছে আমি যাহা বহু কাল হইতে বলিয়া আসিতেছি এবং যাহা সংশোধন করবারও অত্যধিক চেষ্টা করিয়াছি—মানসিক বিকার। এটির যতদিন আরোগ্য না হচ্ছে—ততদিন জগৎটা—শুধু আমি কেন—বিকারগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইবে।

তুমি কি Presy. College থেকে কোন উত্তর পেয়েছ?

ইতি—

সুভাষ

৪৩

Y. M. C. A.

Calcutta University Infantry

Shooting Camp

Belghurria, E.B. Rly.

৫।৪।১৮

তোমার পত্র পেয়েছি। আমি Univ. Institute-এ সেদিন যাই নাই। কারণ সেদিন Camp-এ যাবার কথা ছিল—ডাক্তারের

অমতে……Camp-এ যেতে পারি নাই। আমরা পরশু এবং সম্ভবতঃ ২।৩ সপ্তাহ এখানে আছি। আজ rifle practice আরম্ভ হইল। বেশ interesting লাগিতেছে। আমরা ২৪শে এপ্রিলের পূর্ব্বে ছুটি পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি না। সুতরাং তোমার কথিত দিবসে নৈশ-বিদ্যালয়ে বার্ষিক অধিবেশনে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইতে পারিব না।

আমার শরীর ভালই আছে। এখানকার অন্যান্য খবর ভালই। তোমার শরীর কেমন আছে?

৪৪

কলিকাতা
মঙ্গলবার
৩০।৪।১৮

হেমন্ত,

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। গত শুক্রবার আমরা সকলে বাড়ী ফিরিয়াছি। শরীর ভালই আছে। বোধ হয় vacation-এর মধ্যে আর কোন কাজ পড়িবে না—কারণ ছুটির মধ্যে কলকাতায় খুব অল্প লোকই থাকিবে। তবে ছুটির পর কি হইবে বলিতে পারি না। বোধ হয় দিল্লীর মহাসভা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। Capt. Gray আগামী ১লা মে হইতে General I. D. F.-এর ভার লইবেন। তাহাদের training শেষ হইলে উনি recruiting-এর জন্য বহির্গত হইবেন। অবশ্য তাহাদের training শেষ হইতে এখনও দেড় মাস বিলম্ব আছে।

আমাদের experienceটা মোটের উপর খুব pleasant এবং যাহা শিখিয়াছি তাহার দ্বারা সকলেই যে কিছু উপকার পেয়েছি, তার কোন সন্দেহ নাই। তবে তিন মাসের training-এর effect তত lasting হইতে পারে না এবং কোন জিনিষের লাভালাভ পাত্রাপাত্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

আমাদের experience-এর ভিতর romance বিশেষ কিছুই নাই, সেই জন্য কলকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে monotonous বোধ হইত। কিন্তু বেলঘরে থাকিতে যখন ঝড়বৃষ্টিতে তাম্বু ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৪॥টা পর্যন্ত Continual firing চলিয়াছিল, তখন কতকটা field service-এর মত বোধ হইয়াছিল। তার পর পায়খানা প্রস্তুত করা, দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পানীয় আহরণ করা, রাত্রিতে "শান্ত্রী" পাহারা দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি night operationগুলি জীবনটাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর বেলঘরে থাকিতে যে shooting competition হইয়াছিল—তাহাতে British instructorরা ছেলেদের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল। শেষ কয়দিন Camp life খুব decent বোধ হইয়াছিল, তার প্রতি বেশ মায়া জন্মেছিল এবং Camp ছাড়িতে অল্পাধিক কষ্ট সকলেরই হইয়াছিল।

কাল নীলমণি ও মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। আজ আবার দেখা হইতে পারে। শুনিলাম তুমি নাকি এত পড়াশুনা করিতেছ যে কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার অবসর হয় না। তোমার বোলপুর যাওয়ার কি হইল? ছুটিটা কি গোয়াড়িতে থাকিবে না। অন্যত্র কোথাও কোথাও যাইবে? তোমার শরীরের সংবাদটা চাই।

আমি বোধ হয় কলিকাতায়ই থাকিব। তবে এক এক বার ইচ্ছা হচ্ছে পুরীর দিকে যেতে। তোমাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে।

আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে। পড়াশুনা এখনও আরম্ভ করি নাই। কলেজের Magazine-এর জন্য Camp life সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিব। সেটা সম্পূর্ণ হইলে তোমাকে দেখাইব। শীঘ্রই পত্রোত্তর দিও।

সুভাষ

পুনঃ—তুমি আমার উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—উন্নতি আমার কিছু হয় নাই—শেষ পর্য্যন্ত আমি private ছিলাম। তাহার একটা কারণ এই যে Capt Grayর আদেশে N.C.O. দের stripes কেড়ে নেওয়া হয় এবং nomination-এর পরিবর্ত্তে by vote একটা fresh election হয়। সে সময়ে আমি (Sick) absent ছিলাম। সুতরাং সমস্ত Posts filled up হয়ে যায়।

৪৫

৩৮।২, এলগিন রোড
কলিকাতা
২৬।৮।১৯

আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। কাল বাড়ী থেকে একটা Offer পেয়েছি—বিলাত যাত্রার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে—বিলাতে পৌঁছিয়া এখন কোনও ভাল ইউনিভার্সিটিতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আমি কয়েক মাস পড়িয়া Civil Service পরীক্ষায় appear হই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম Civil Service পরীক্ষায় পাশ করিবার আশা নাই। সকলের মত যে আমি পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী অক্টোবরে কেম্ব্রিজে বা লণ্ডনে প্রবিষ্ট হইব। আমার নিজের Primary ইচ্ছা বিলাতে University Degree লাভ করা কারণ তাহা না হইলে Education Line-এ সুবিধা করিতে পারিব না। যদি আমি এখন বলি Civil Service পড়িতে যাইব না—তাহা হইলে এখনকার মত (এবং চিরকালের মত) বিলাত যাত্রা প্রস্তাব তোলা থাকিবে। ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কি না জানি না। এরূপ অবস্থায় আমার কি এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত? তবে একটা গুরুতর মুস্কিল এই—যদি Civil Service পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই। তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইব। বাবা

কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কালই প্রস্তাবটা তোলেন এবং কালকের মধ্যে একটা মত দিতে হইয়াছে। বাবা কালই কটক চলিয়া গেছেন, আমি বিলাত যাত্রায় রাজী হইয়াছি। তবে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতেছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তুমি যদি শীঘ্র একবার কলিকাতায় আসিতে পার ত বড় ভাল হয়। শুনিলাম তুমি ৪ঠা আসিবে। কিন্তু তাতে বড় বিলম্ব হয়।

২৬

৩৮।২, এলগিন রোড,
কলিকাতা
৩।৯।১৯

এ কয়দিন মানসিক তুফানের মধ্যে দিয়া কাটিয়াছে। অনেক সংগ্রামের পর যাত্রা করিবার বিষয়ে মত দিয়াছিলাম—তবু মনকে আশ্বস্ত করিতে পারি নাই যে আমার বিবেচনা ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় কাল পত্র দিতে পারি নাই। আমি ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হইতেছি—যদি অবশ্য এর মধ্যে সমস্ত জোগাড় ও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারি।

Letters of introduction দরকার হইবে কিনা তাহা সাক্ষাতে তোমার সঙ্গে ঠিক করিব। লেখাপড়া সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিবার দরকার আছে। যাহা হউক তুমি এখানে আসিলে সে সব ঠিক হইবে। তোমার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিবার দরকার নাই, কারণ আমি ২।৩ দিন পায়ের উপরই থাকিব। তারপরে আশা করি, অবসর পাব। তোমার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য একটু অসুবিধা হইল।

৪৭

8 Glenmore Road
Belsize Park
London N.W. 3.
Undated (১৯১৯)

হেমন্ত,

তোমাকে একটা বিস্তৃত পত্র লিখিতেছি—সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই। এ পত্রে তোমাকে শুধু আমার পঁহুছান সংবাদ এবং ঠিকানা দিলাম। এখন বড় ব্যস্ত আছি—কারণ কোথায় পড়িব ঠিক করিতে পারি নাই। আগামী মেলে তোমাকে বিস্তৃত পত্র দিব। আমার বড় দাদাও এই বাড়ীতে আছেন। আমি ২০শে অক্টোবর লণ্ডনে এসে পঁহুছিয়াছি। প্রমথকে খবর দিও যে যুগলদা এখনও Marseilles-এ আছেন। তিনি November or December মাসে তাঁর regiment-এর সহিত India যাবেন। সেখানে তাঁহারা বোধ হয় April 1920তে demobilised হইবেন। ধীরেনের পিতা Mr. M. M. Dhar-এর নিকট হইতে আমি এই সংবাদ পাইলাম। আমি নিজে যুগলদাকে লিখিয়া খবর আনাইব এবং তোমাদের জানাইব।

Bharat Ch. Dhar মহাশয়ের পুত্রও এই বাড়ীতে আছেন। তিনি London-এ B' Com. পড়িবার জন্য আসিয়াছেন। এখন এখানে বড় শীত লাগিতেছে। এখন তবে আসি।...তাড়াতাড়িতে আর লিখিতে পারিলাম না।

ইতি—

তোমার সুভাষ

Fitz William Hall
Cambridge
১২।১১।১৯

যাহাদের নিকট হইতে পত্র আশা করিতে পারি নাই, তাহারা পত্র দিয়াছে অথচ তোমার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না। যাহা হউক, আশা করি ভবিষ্যতে পত্র দিবে।

শেষ পত্রে তোমাকে লিখেছিলাম যে আমি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছি এবং সেখানে আসিয়াছি। জনৈক বন্ধুর সাহায্যে কতকটা বি. এ-র result-এর দরুন এবং কতকটা I.D. F. Service-এর দরুন স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি। থাকিবার স্থানের অভাব সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশতঃ বাসস্থানও পাইয়াছি।

আমার মতলব আগামী বৎসর Civil Service পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি ১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos-এর পরীক্ষা দেওয়া।

এখানকার degree আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।

এখানে ভারতবাসীদের একটা সমিতি আছে—নাম "Indian Majlis". সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বক্তারা আসেন। Mrs. Sarojini Naidu একবার বক্তৃতা করিয়াছেন—"Kingdom of youth" সম্বন্ধে।—Mr. Andrews বক্তৃতা করেন Indentured Labour System সম্বন্ধে এবং Fiji Island বাসী ভারতীয়দের কি কি অভাব বর্ত্তমান আছে। আমার আসিবার পূর্ব্বে তিলক মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল বাধা দিতে, কিন্তু পারে নাই। এখানকার ভারতবাসীদের সুরটা বড় চড়া এবং তাঁহার নরম বক্তৃতা শুনিয়া সকলে প্রতিবাদ করিয়াছিল।

গত দুই দিন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক এখানকার জলবায়ু লোকদের উদ্যমশীল করে তোলে। এখানকার activity দেখে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক লোকের ভিতরে সময়জ্ঞানটা বড় আছে এবং সব কাজে method আছে। আমার সব চেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা চামড়ায় আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে। এখানকার ছাত্রদের একটা status আছে—এবং Professorদের ব্যবহার অন্য রকম। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক দোষ আছে—কিন্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণাবলী থেকে মাথা নত হয়। তুমি কেমন আছ? পরীক্ষার ফল কি হইল? অতঃপর কি করিবে জানিবার জন্য চিন্তিত আছি। বিস্তৃত পত্র দিও। সুনীতিবাবু লণ্ডনে research করিতেছেন। আমি ভাল আছি। যুগলদা France-এ আছেন।

৪৯

Fitz William Hall
Cambridge
7. 1. 20

হেমন্ত,

তোমার পত্র (২৭শে নভেম্বরের) কয়েকদিন হ'ল পাইলাম। এতদিন পত্র দাও নাই কেন?

* * *

আমার কেম্ব্রিজে আসার সংবাদ আমার পত্রেই এতদিনে পেয়েছ। এইখানেই পড়াশুনার সুবিধা দেখিলাম—সেইজন্য আসা স্থির করিলাম। স্থান পাওয়াটা সৌভাগ্যবশতঃ ঘটিয়াছে—কতকটা

আমার University result-এর জন্য—এবং সর্ব্বোপরি জনৈক বন্ধুর সাহায্যের জন্য।

* * *

প্রফুল্ল এখন কি করিবে? ভারতবর্ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আমাকে পাঠাইও।

প্রফুল্লদা এখন প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করছেন না অন্যত্র বদলী হয়েছেন? সুরেশদার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সমস্ত লিখিও। উনি যে স্কুল করবেন বলেছেন তা চাকুরি হইতে রেহাই পাইলে ত। যুগলদা মাসখানেক পূর্ব্বে লিখেছিলেন যে শীঘ্র ছাড়ান পাবেন। কিন্তু সে শীঘ্রতার কোন লক্ষণ দেখছি না।

সুরেশদা ত আমাকে একরকম পরিত্যাগই করেছেন। আমি যদি চাকরিতে না প্রবেশ করি তাহা হইলে তাঁদের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন হইতে পারে। আমি চাকরি করি বা না করি তাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি করে ঘুচিতে পারে তাহা আমি বুঝি না। এইরূপ দোকানদারী ভাব কি প্রকৃত ভাব? যাহা হউক—আমার ইচ্ছা কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না—নিজের কর্ত্তব্য করে যাব—তাহাতে পাঁচজনের সঙ্গলাভ করিব—খুবই ভাল—না করি কোন ক্ষতি নাই।

সুনীতিবাবুকে লণ্ডনে দেখিলাম।

বেণীবাবুর খবর কি? দেশের বিস্তৃত খবর লিখিও—এবং তোমার চিন্তারাশি কিছু২ জানাইও।

তোমার পত্রের মধ্যে অন্তশ্চারিণী বেদনার করুণধ্বনি উপলব্ধি করিলাম। কেন এ বেদনা?

আমি ভালই আছি। প্রমথ, হেমেন্দু কি চারুর সঙ্গে দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হইলে বলিও তার পত্র পেয়েছি। আগামী মেলে উত্তর দিব। ইতি—

তোমার

সুভাষ

৫০

Cambridge

সোমবার

১৯শে জানুয়ারী (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। আমার মনে হয় তুমি একসঙ্গে বড় বেশী কাজ হাতে নিয়েছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজে মানুষের যথেষ্ট শক্তি ব্যয় হয়—তার উপরে দোকান এবং তার উপরে আরও কত কি! তুমি যখন বুঝিতে পারিতেছ যে শরীর দিন ২ খারাপ হচ্ছে—তখন এইরূপ আচরণের কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ যে যাহারা কোন কাজ করে না তাহারা কিছুই করে না আর যাহারা করে তাহারা বড় বেশী করিতে চেষ্টা করে এবং একদিনের ভিতরে সব কাজ করিতে গিয়া শরীর এবং সব হারাইয়া বসে। তোমার যখন পূর্ব্বেকার প্রস্তাব ছিল P. R. S.-এর জন্য চেষ্টা করা এবং তৎসঙ্গে শিক্ষকতা করা তখন বোধ হয় দোকানের ব্যাপারে হাত না দিলেই ভাল করিতে। মানুষ যদি কোন স্থায়ী কাজ করিতে বাসনা করে তাহা হইলে তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—২।১ বৎসরে তাহা সম্ভবপর নয়। অতএব তোমার যদি কোন বাসনা থাকে দেশের জন্য কোন স্থায়ী কাজ করিতে—তবে তোমার এরূপ ভাবে কাজ করা উচিত—যাহাতে বহু বৎসর ধরিয়া কাজ করিবার শক্তি থাকিবে। অবশ্য কোন্ দিন কাহার যাবার ডাক আসিবে কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু তা বলে আগে থেকে গলায় ছুরি দিয়ে কোন লাভ নাই বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করে কোন লাভ নাই। আমার লেখা বড় কড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না। দুঃখের বিষয় তুমি বড় বেশী কাজ হাতে নাও এবং সময়ে ২ শরীর সমর্থ না

হইলেও মনের জোরের দ্বারা সম্পন্ন কর। এরূপ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বুধবার, ২১শে জানুয়ারী

তোমার পরীক্ষার বিস্তৃত খবর পেয়ে সুখী হইলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজ পেয়েছ শুনে আরও আনন্দিত হইলাম। তুমি ঐ সব কাজে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবে আমার বিশ্বাস—তবে আমার একমাত্র আশঙ্কা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য।

এ দেশের "নেটিভদের" কতগুলি গুণ আছে যার জন্য এত বড় হতে পেরেছে। প্রথমতঃ—এরা ঘড়ির মত ঠিক সময়ে সব কাজ করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ এদের একটা robust optimism আছে—আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশী ভাবি, এরা জীবনের সুখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে। তারপর এদের strong common sense আছে—এবং নিজের জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল বুঝে। এখন মোটের উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের জলবায়ুর দোষ—আমাদের দেশের হাওয়াটা বদলাইতে হইবে।

তোমার নিজের বিষয় এবং শরীরের বিষয় অযত্নের প্রধান কারণ দাঁড়িয়েছে—ঐ প্রাচ্যদেশের ঔদাসীন্য। "কি হবে শরীরের যত্ন নিয়ে, দু দিনের শরীর দু দিন পরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে!" এরূপ ঔদাসীন্য কর্ম্মবীরের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তোমার একটু প্রতীচ্যের হাওয়া দরকার তবে যদি robust optimism আসে।

বেণীবাবুকে একখানা পত্র দিয়েছি। দত্তগুপ্ত মহাশয়কে এখনও দিই নাই।

* * *

আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই। নিজ অবহেলার জন্য যদি অল্প বয়সে তোমার শরীর নষ্ট হয়—সে অপরাধ তোমারই। অনেক ঘটনার উপর মানুষের হাত থাকে না—কিন্তু তাহা ছাড়া

শরীরের অযত্ন করা একটা অপরাধ—সে অপরাধ শুধু নিজের কাছে নয়—পাঁচ জনের কাছে এবং সর্ব্বোপরি দেশের কাছে। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের শারীরিক সামর্থ্য যদি অল্প বয়সে নষ্ট হয়—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহাদের আদর্শের ভিতরে একটা গলদ বা সঙ্কীর্ণতা রয়ে গেছে। তোমার শরীর তোমার নয়—তুমি trustee মাত্র। এইজন্য আমি এত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছি। আমার বিশ্বাস তুমি সে trust অবহেলা করিবে না।

আমার বিস্তৃত পত্র লেখা হয়ে উঠে নাই—বোধ হয় হয়ে উঠ্‌বে না। আমার ভুল হয়েছে যে জাহাজে মনে করেছিলাম যে বিলাতে পঁহুছিয়া সময়মত বিস্তৃত পত্র লিখিব। সে সময় আজকাল পাওয়া বড় মুস্কিল।

এখনও বুঝিতে পারি নাই—আমি আদর্শভ্রষ্ট হয়েছি কি না। আমি আত্মপ্রতারণা করিয়া নিজেকে বুঝাইতে চাহি না যে Civil Service-এর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিষটাকে ঘৃণা করিতাম—এখনও বোধ হয় করি—এ অবস্থায় Civil Service-এর জন্য চেষ্টা করা আমার দুর্ব্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবর্ত্তী মঙ্গলের সূচক তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন।

অনেক ঘটনার শেষে এসে না পৌঁছালে তার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমার সম্বন্ধেও কি তাহা হইতে পারে না?

ইতি—

সুভাষ

৩১

কেম্ব্রিজ

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২০

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। দেশের প্রায় সব কাগজ এবং প্রধান মাসিকপত্র এখানে আসে। তবে পড়িবার সময় নাই—বন্ধুদের মুখে দেশের সব খবর শুনিতে পাই।

প্রফুল্লের কথা শুনে সুখী হইলাম। সুহৃৎ nomination পেয়েছে—এটা কি পাকা খবর?

* * *

তোমার বিস্তৃত পত্র মনের মধ্যে আছে—কতকটা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল কতকটা ভ্রমণ বৃত্তান্তের মত করিতে। সময়াভাবে আর আপাততঃ হয়ে উঠবে না।

তুমি কত কাজ এক সঙ্গে ঘাড়ে নেবে? দোকান, শিক্ষকতা, অধ্যয়ন, নৈশবিদ্যালয়—আর কত কি। পরিণাম কি? অল্প সময়ের মধ্যে শরীর নষ্ট করে অকর্ম্মণ্য হওয়া। আমাদের দেশের জলবায়ুর এমন দোষ যে moderation এবং enthusiasm-এর মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারি না। যেখানে enthusiasm আছে সেখানে moderation নাই আর যেখানে moderation আছে সেখানে enthusiasm নাই—এবং প্রাণ নাই। তুমি নিজেকে হাজারই practical মনে কর—এ বিষয়ে practical হওয়ার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত করিতে পার নাই।

এখন কেমন আছ? আমি ভালই আছি। দত্তগুপ্তকে এখনও পত্র দিই নাই—বোধ হয় আসছে মেলে দিব। ইতি—

সুভাষ

৩২

Fitz William Hall
Cambridge
২রা মার্চ্চ, ১৯২০

হেমন্ত,

কয়েকদিন হইল তোমার পত্র পাই নাই বা তোমাকে পত্র দিই নাই। যখন সময় কম থাকে তখন শুধু তাদেরই লেখা যায়, যাহাদিগকে দুই লাইনে লেখা যাইতে পারে।

সেদিন "ভারতীয় মজলিসের" বাৎসরিক ভোজ হইয়া গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি (Guest) হয়ে এসেছিলেন। ওখানকার বিদেশী বন্ধুরাও কেহ কেহ এসেছিলেন। মিসেস রায় গত রবিবারের মজলিসের সভায় Rights of the Indian mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাস্তবিক কবে আবার ভারত রমণীবৃন্দ সমাজের শিক্ষাদাত্রীরূপে আসন গ্রহণ করিবেন? না জাগিলে ভারত মহিলা, ভারত কভু জাগিবে না। যেদিন Mrs. Sarojini Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠেছিল—সেদিন দেখিলাম, ভারত রমণীর আজও এমন শিক্ষা-দীক্ষা, গুণ, চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্ত্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন। তারপর লণ্ডনে ডাক্তার মৃগেন মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। দেখলাম ডাক্তার মিত্র moderate in politics কিন্তু মিসেস মিত্র extremist. আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠল। তারপর "গিরীশদার মা"—মিসেস্ ধরের সঙ্গে আলাপ হয়—তিনিও extremist. এসব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চে সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারে না। এদেশে যে সকল ভারতীয় মহিলারা আসেন—আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে গভীর স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক হয়, কারণ, মাতৃহৃদয় বড় কোমল ও গভীর।

যাক্, বাজে বক্‌ছি। গিরীশদার সঙ্গে দেখা হয়? তিনি কোথায় ও কেমন আছেন? দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও। দোকানের অন্যান্য খবর কি? জগদীশবাবু F. R. S. হয়েছেন শুনছি। তাঁহাকে labour leader-রা বলেছিলেন—"The country which can tolerate Amritsar massacres deserves it". Horniman বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। তিনি তাঁর Land of adoption-এ ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। passage পাচ্ছেন না।

* * *

কোন্‌দিকে ভেসে যাচ্ছি জানি না। কোন্ তীরে গিয়ে উঠব তাও জানি না। তবে বিশ্বাস করি তোমাদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ না হারাইলে পথভ্রষ্ট হইব না।

হাতের লেখা বোধ হয় দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আজ এই পর্য্যন্ত, যাক্, ওখানকার খবর লিখিও।

৫৩

Cambridge
১০ই মার্চ্চ (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার বিস্তৃত পত্র পেয়েছি। কয়েকবার না পড়ে এর উত্তর দিতে পারিব না। সেই জন্য এই মেলে এর উত্তর দিলাম না—শুধু কাজের কথা লিখিলাম।

১। খরচের কথা

প্রথম চোটে কাপড়-জামা এবং জিনিষপত্রের জন্য যে খরচ হবে সেটা বাদ দিলে আমার বোধ হয় £250/-তে চলিতে পারে। তুমি

বোধ হয় ordinary student হইয়া ভর্ত্তি হইবে না—সুতরাং lecture fees১টা বাদ যাবে। Ordinary student-এর পক্ষে চালান বড় শক্ত—কিন্তু আমার বোধ হয় research student-এর কোন কষ্ট হইবে না। এখানে বৎসরে তিনটা term—term এর মধ্যে।

অনেক ভাবিয়া মনে হইতেছে যে বলা বড় শক্ত £250/-তে চলিবে কি না। এখানে boarding lodging ইত্যাদির জন্য চারি সপ্তাহে (একমাস বলিতে পার) ১৫ থেকে ১৬ পাউণ্ডের কম হওয়া অসম্ভব। কোনও কোনও কলেজে অনেক বেশী খরচ পড়ে। তারপর University fees এবং বই কেনা, তোমার একটা সুবিধা হইবে যে ordinary student-এর অপেক্ষা lecture fees কম পড়িবে। এখানে সব University Charges,—term-এর শেষে bill রূপে আসে। বৎসরে তিনটা term, terminal billটা বেশ মোটা রকম আসে এবং কোন ২ কলেজের bill বেশী রকম মোটা। term-এর মধ্যে তোমার মাসিক ২১ পাউণ্ডে চলা অসম্ভব। তবে একটা ভরসা যে term-এ মাত্র ছয় মাস যায়। বাকী ছয় মাসে খাওয়া-পরা ছাড়া অন্য কোন খরচ নাই। সুতরাং ঐ সময়ে মাসে ১৫ পাউণ্ডের বেশী খরচ হওয়া উচিত নয়। অতএব বৎসরের শেষে হয়ত £250/-তে কুলাইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার নিজের বোধ হয় যে তোমার আরও কিছু টাকার সংস্থান করা উচিত—যাহাতে দরকারের সময়ে কাজে লাগিতে পারে। হয়ত হেমবাবু (দত্তগুপ্ত) তোমাকে কিছু ধার দিতে রাজী হইবেন। ঐ টাকাটা fixed deposit-এ তোমার নামে থাকিবে। যদি দরকার না হয়, উনি interest শুদ্ধ টাকাটা ফেরৎ পাইবেন—আর যদি খরচ হয় তাহা হইলে তুমি পরে উপার্জ্জন করে শোধ দিবে।

তুমি বৃত্তি থেকে initial outfit-এর জন্য যাহা পাইবে তাহাতে বোধ হয় সব খরচ কুলাইবে না।

২। পড়া সম্বন্ধে

বিলাতে পড়া বিষয়ে তিনটা উপায় আছে—London D. Litt. কিংবা Oxford degree কিংবা Cambridge. Oxford-এর কথা আমি বিশেষ জানি না—খোঁজ করিয়া জানাইব। Cambridge-এ এখন শুধু B. A. Degree আছে, সে Degree তুমি ordinary student রূপে পরীক্ষা দিয়া পাইতে পার কিংবা research student রূপে thesis submit করিয়া পাইতে পার। তুমি অবশ্য research student হইবে। এই বৎসর থেকে একটা নূতন প্রস্তাব হচ্ছে Cambridge-এ Ph. D. খোলা। বোধ হয়, October term-এর পূর্ব্বে এর সব বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। Dr. Taraporewalla বোধ হয় তোমাকে বলিতে পারিবেন—London, Oxford এবং Cambridge-এর মধ্যে কোন্ স্থান তোমার কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। খরচ হিসাবে লণ্ডন সব চেয়ে সুবিধা তবে London Universityতে অনেক সময়ে M. A. Examination থেকে exempt করে না এবং M. A. Examination দেওয়া একটা হাঙ্গামের বিষয়। সুনীতিবাবুকে exempt করেছিল কিন্তু সুশীল দেকে exempt করিতে চাহে নাই। London-এর atmosphere লেখাপড়ার পক্ষে মোটেই ভাল নয়। আমার নিজের মনে হয় Cambridge কিংবা Oxford-এর Ph.D.-র জন্য পড়া সবচেয়ে ভাল এবং আশা করি October-এর পূর্ব্বে Ph. D.-র বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।

তুমি যখন Govt. Scholar তখন Prof. Cczajee-র দ্বারা তিন জায়গায়ই দরখাস্ত করিবে। Oxford এবং Cambridge-এ আজকাল admission পাওয়া শক্ত তবে আশা করি research student-এর পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। সুনীতিবাবু তোমাকে বলিতে পারিবেন—লণ্ডনে থেকে ওঁর কি সুবিধা এবং কি ২ অসুবিধা হইয়াছে।

Michaelmas term যখন October-এর গোড়ায় আরম্ভ হচ্ছে তখন বেশী আগে এসে বিশেষ লাভ নাই। এখানে June-এর পরে Long vacation—সুতরাং যখন April term-এ তোমার আসা সম্ভব নয় তখন একেবারে October term-এর জন্য আসাই ভাল। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। ইতি—

সুভাষ

৫৪

কেম্ব্রিজ

২৩।৩।২০

তুমি ষ্টেট্ স্কলারসিপ পেয়ে এখানে আসছ, শুনে সুখী হলাম। কোথায় ভর্ত্তি হইবে সে সম্বন্ধে যা হউক শীঘ্র একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তোমার এখানে দরখাস্ত করা উচিত। তারপর টাকার সম্বন্ধে। তোমাকে Scholarship বাদে বাৎসরিক £50-এর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হয়ত দরকার না হইতে পারে—কিন্তু খুব সম্ভব দরকার হইবে। তারপর outfits-এর কথা। শুনিলাম Govt. Scholarship-এ outfits-এর জন্য কিছু দেয় না। আমার মনে হয় সবশুদ্ধ outfits-এ প্রায় ১০০০্ টাকা পড়িবে—অবশ্য সমস্ত জিনিষ পত্র নিয়ে।

তোমার প্রেরিত এম. এর তালিকা যথা সময়ে পেয়েছিলাম।

তোমার দীর্ঘ পত্রে অনেক সত্য কথা আছে। তবে দুইটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। আমাকে সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও চটি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখন পূর্ব্বের ন্যায় গৌরব অনুভব করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি কাহাকেও বলি নাই, I. C. S. পাশ করিয়া বাংলা দেশে ফিরিব না।

তোমার পত্রের মোটের উপর সবই অনুমোদন করি। উত্তর দিতে গেলে প্রকাণ্ড উত্তর হয়ে যায়। তুমি যখন আসছ, তখন সাক্ষাতে সব কথা এবং বুঝাপড়া হইবে। এখন থাক।

আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি—

৩৩

(শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত)

কেম্‌ব্রিজ

২৩শে মার্চ্চ (১৯২০)

চারু,

তোমার পত্র পেয়ে এবং পরীক্ষার ফল জেনে সুখী হলাম। তুমি এখন জীবনের পরীক্ষার ভিতরে প্রবেশ করিতেছ—আশা করি তুমি সব পরীক্ষাতেও সমানভাবে কৃতকার্য্য হইবে।

আমি এ পর্য্যন্ত বেশী লোকের সঙ্গে মিশিবার অবসর পাই নাই—আশা করি "আগষ্টের" পরীক্ষার পর যথেষ্ট সময় পাইব।

নীলমণি, সত্যেন ধর প্রভৃতি ভাল আছে, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা এখানে বেশ ভাল research করছে—Botany সম্বন্ধে।

তোমার কি বিদেশে আসবার কোন আশা নাই?

ভারতবর্ষের সব খবরই আমরা এখানে পাই—এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হয়। যে নিজের দেশের কথা কখনও ভাবে নাই—সেও এখানে এসে না ভেবে পারে না।

আমার একটা নালিশ আছে। তুমি আমার সব পত্রের উত্তর দাও নাই। আর আমার পত্র না পেলেও কি তোমার পত্র দেওয়া উচিত নয়?

তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে। Dr. Ward-এর Psychology সম্বন্ধে Dr. P. K. Roy যে-সব Pamphlets লিখেছেন আমার সেগুলি চাই। তাছাড়া তোমার M. A.-র Psychology-র Note চাই। আমার এখন বই পড়িবার সময় নাই—সুতরাং নোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও কার্য্য-প্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে দুইটা জিনিষ খুব বেশী রকম ভাবে চাই—(১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—(২) Labour Movement.

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচি, মেথরের দ্বারাই হইবে। কথাগুলি বড় ঠিক। পাশ্চাত্য জগৎ দেখাইয়াছে—"Power of the people" কি করিতে পারে। তার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—The first socialist republic in the world অর্থাৎ Russia। ভারতের উন্নতি যদি কোনদিন হয়—সেটা আসবে ঐ "Power of the People"-এর ভিতর দিয়া।

আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে সে সব দেশে ঐ Power of the People-এর জাগরণ হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ "বর্ত্তমান ভারতে' বলিযাছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাশ্চাত্য জাতের বৈশ্য বর্ণ হচ্ছে—Capitalists and Industrialists, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। Labour Party হচ্ছে ভারতের শূদ্র বা অস্পৃশ্য জাতি। এরা এতদিন ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে। তাদের শক্তি এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে সেইজন্য আমাদের এখন চাই Mass Education and Labour Organisation.

আজ এই পর্য্যন্ত থাক, সময় নাই। বইগুলি অবশ্য অবশ্য পাঠাইও, ভালই আছি। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি—

তোমাদের

সুভাষ

৫৬

(পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

লে-অন্-সী

এসেক্স

২২।৯।২০

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার অভিনন্দনসূচক পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। জানি না আই. সি. এস. পরীক্ষা পাশ করিয়া আমার কী তেমন লাভ হইয়াছে, কিন্তু এই খবরে যে সকলে খুসী হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ বাবা ও মায়ের মন এই দুর্দ্দিনে যে একটু হাল্কা হইয়াছে ইহাতেই আমার আনন্দ।

আমি এখানে বেট্স্ পরিবারের অতিথিরূপে বাস করিতেছি। শ্রীমতী বেট্স্-এর মধ্যে ইংরাজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই। ভদ্রলোক মার্জ্জিত, মতামতে উদার এবং ভাবে সর্ব্বদেশিক।...রুশ, পোল্যাণ্ডবাসী, লিথুয়ানীয়, আয়র্লণ্ডীয় ও অন্যান্য বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব। রাশিয়ান, আইরিশ ও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহার প্রচুর উৎসাহ, রমেশ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার গভীর অনুরাগ।...পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করায় আমি রাশিকৃত অভিনন্দন পাইতেছি। তবে আই. সি. এস. গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার চিন্তায় যে কিছুমাত্র আনন্দ পাইতেছি একথা বলা চলে না। যদি

এই চাকুরিতে যোগ দিতে হয় তবে এ পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করিতে যেরূপ অনিচ্ছা লইয়া বসিয়াছিলাম সেরূপ অনিচ্ছার সঙ্গেই তাহা করিতে হইবে।

চাকুরি জীবনে মোটা মাহিনা এবং তাহার পর মোটা পেন্‌সন্ আমার বরাদ্দ থাকিবে তাহা জানি। দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা অর্জ্জন করি তাহা হইলে একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশা আছে। যোগ্যতা থাকিলে, গোলামিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে হয়ত, কোন প্রদেশ সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চাকুরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? চাকুরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাইবে, কিন্তু সেটা কি আত্মার মূল্য দিয়াই ক্রয় করিব? আমার মনে হয় আই. সি. এস. গোষ্ঠীর কোন লোককে চাকুরির আইন-কানুনকে যে ভাবে মাথা নিচু করিয়া মানিয়া লইতে হয় তাহার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা ভণ্ডামি ভিন্ন কিছু নয়।

সাধারণ লোকের কথায় যাহাকে বলে জীবনে উন্নতি করা তাহার তোরণে দাঁড়াইয়া আমার মনের অবস্থা কী হইয়াছে তাহা আপনি নিশ্চয় বোঝেন। এ চাকুরির স্বপক্ষে বলিবার অনেক কিছু আছে। প্রত্যহ অগণ্য লোকে যে অন্নের চিন্তায় হাবুডুবু খাইতেছে সেই অন্নচিন্তা ইহাতে চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইবে। জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাফল্য অসাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। কিন্তু আমার মত মনোবৃত্তির লোক যে চিরকাল "উদ্ভট" জিনিসেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে স্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নহে। সংগ্রাম ভিন্ন বিপদ ভিন্ন জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহার অন্তরের মধ্যে সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দংশন নাই তাহার নিকট জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নহে। উপরন্তু, একথা ঠিক যে সিভিল সার্ভিসের শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া

দেশের সত্যকারের কাজ করা চলে না। এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইনকানুনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না।

আমি বুঝিতেছি যে এসব কথা বলিয়া কোনো ফল হইবে না, কারণ আমার ইচ্ছায় কিছু হইবে না। সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে আপনার কোন মোহ নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার চাকুরি ছাড়ার কথাতে বাবা যে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।....

........সুতরাং দেখিতেছি যে অর্থনৈতিক কারণে ও স্নেহের বন্ধনের ফলে আমার ইচ্ছাকে আদৌ আমার বলিয়া দাবী করিতে পারি না। কিন্তু একথা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে আমার ইচ্ছাই যদি চূড়ান্ত হইত তাহা হইলে সিভিল সার্ভিসে আমি কখনই যোগ দিতাম না।

আপনি হয়ত বলিবেন যে এ চাকুরি এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহার পাপকে দূর করাই উচিত এবং সে কথা বলিলে অবশ্যই অন্যায় বলা হইবে না। কিন্তু যদি তাহাই করি তাহা হইলেও যে কোনোদিন অবস্থা এমন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে যে ইস্তফা দেওয়া ভিন্ন আমার গত্যন্তর থাকিবে না। এখন হইতে পাঁচ দশ বৎসর পরে যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা হইলে জীবনে নূতন করিয়া পথ করিয়া লইবার উপায় থাকিবে না। সেক্ষেত্রে আজ আমার সম্মুখে অন্য পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

সন্দেহবাদী লোকে বলিবে যে চাকুরির প্রশস্ত কোলে একবার ঠাঁই করিয়া লইবার পর আমার সমস্ত তেজ উবিয়া যাইবে। কিন্তু এই ক্ষয়কারী প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়িতে দিব না, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি বিবাহ করিব না, সুতরাং যখন যাহা সত্য বুঝিব তাহাকে পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে না।

আমার মনের গঠন যেরূপ তাহাতে আমার সত্যই সন্দেহ হয় যে সিভিল সার্ভিসের পক্ষে আমার যোগ্যতা আছে কি না। বরঞ্চ আমার ধারণা, যেটুকু ক্ষমতা আমার আছে তাহা অন্যভাবে আমার নিজের এবং আমার দেশের উপকারে লাগাইতে পারিব।

এবিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব। বাবাকে এ বিষয়ে কিছু লিখি নাই—কেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তাঁহার মতও জানিতে পারিলে সুবিধা হইত।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৩৭

২৬।১।২১

........আপনি বলিতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে পরিহার না করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহার সহিত সংগ্রাম করাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করিতে হইবে একাকী কর্তৃপক্ষের হুমকির মধ্য দিয়া, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলি সহ্য করিয়া, উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। চাকুরির মধ্যে থাকিয়া এইভাবে যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু বাহিরে পুরাপুরি কাজে লাগার তুলনায় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সার্ভিসের আওতায় অনেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তবু আমার মনে হয় আমলাতন্ত্রের বাহিরে থাকিলে তাঁহার কাজ দেশের পক্ষে অনেক অধিক মঙ্গলজনক হইত। তাহা ছাড়া এখানে আসল প্রশ্ন নীতির। নীতি অনুসারেই আমি এই শাসন-যন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারি না। গোঁড়ামিতে, স্বার্থান্ধ শক্তিতে, হৃদয়-হীনতায়, সরকারী মারপ্যাঁচের জটিলতায় এই শাসন-যন্ত্র বিকল, ইহার প্রয়োজনের দিন বিগত।

আমি এখন দুই পথের সংযোগস্থলে উপস্থিত, এবং কোন মধ্যপথ আশ্রয় করিবার কোনো উপায় নাই। হয় আমাকে এই গলিত চাকুরির মায়া ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে হইবে।....আমি জানি আমার এই বিপজ্জনক হঠকারিতায় আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে তুমুল সোরগোল তুলিবেন।...কিন্তু তাঁহাদের মতামতে, নিন্দায় অথবা প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে তাই আপনার নিকট আবেদন করিতেছি। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই সময়ে আমার আর এক বিপজ্জনক প্রচেষ্টায় আপনার নৈতিক সমর্থন পাইয়াছিলাম। এক বৎসরের জন্য সেই সময় আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বোধ হইয়াছিল, তবু আমি তাহার সমস্ত পরিণাম নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া নিয়াছিলাম, কখনো নিজের নিকট অভিযোগ করি নাই, সে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আজও গর্ব্ব অনুভব করি। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়া মনে বল পাইতেছি, আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আত্মত্যাগের যে কোনও আহ্বানকে আমি সাহস এবং ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করিব। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আপনি স্বেচ্ছায় এবং মহৎভাবে আমাকে যে নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন আজও তাহা পাইব এ আশা করিতে পারি না কী ?....

এবার বাবাকে তাঁহার সম্মতি ভিক্ষা করিয়া পৃথক ভাবে লিখিলাম। আশা করি আপনি যদি আমার সহিত একমত হন তাহা হইলে বাবাকেও তাহাতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিবেন। আমার স্থির বিশ্বাস এ বিষয়ে আপনার মতের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৬।২।২১

...আমার "বিস্ফোরক" পত্র এতদিনে আপনি বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। ঐ পত্রে আমার যে কার্য্যক্রমের উল্লেখ করিয়াছি পরবর্ত্তী চিন্তার দ্বারা তাহাই দৃঢ়তর হইয়াছে...যদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সবকিছু ছাড়িয়া জীবনের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে পারেন তবে আমার সাংসারিক সমস্যাবিহীন তরুণ জীবনে এ ক্ষমতা আরও অধিক। চাকুরি ছাড়লেও আমার কাজের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটিবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, সাংবাদিকতা, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাদি বহু কাজ রহিয়াছে—যাহাতে সহস্র সহস্র কর্ম্মঠ তরুণকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বর্ত্তমানে শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হইতেছি। ন্যাশানাল কলেজ এবং নূতন সংবাদপত্র "স্বরাজ" লইয়াই আমি এখন কিছুদিন কাটাইতে পারিব। আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাহা ছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে চাকুরি করা অতি ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা কন্টকাকীর্ণ।

দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করিয়া বাবা ও মার নিকট পত্র দিয়াছি। এই পথে ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে এই চিন্তায় তাঁহারা হয়ত আকুল হইবেন। আমি নিজে দুঃখ-ক্লেশের ভয় করি না, সেদিন আসিলে দুঃখ হইতে সরিয়া আসিবার চেষ্টা না করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিব।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৫৯

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society
Cambridge
১৬ই ফেব্রুয়ারী। (১৯২১)

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

আপনি আমাকে বোধ হয় চিনেন না—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমাকে নিজের sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেই জন্য প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টের barrister। আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং Honours-এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাশ করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B. A. Degree পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়ীতে লিখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি tangible কাজ করিতে ইচ্ছা করি—তাহা হইলে বোধ হয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া চাকুরী ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সব চেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় "স্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আরও শুনিলাম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছে।

আমি জানিতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে। আমি অবিবাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophyটা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার কৃপায় সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics, Political Science, English and European

History, English Law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব। কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, ততক্ষণ কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বঝিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা—Clear-Cut Plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে হইবে না এবং আমি চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙ্গলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবরকাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মান্দ্রাজী ছাত্র তাঁর লেখাপড়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge-এ এ-পর্য্যন্ত কাজ কিছু হয় নাই যদিও "অসহযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকম চলিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাঙ্গলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎ-

সামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবা যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়ীতে—বাবাকে এবং দাদাকে সেইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব।

আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I. C. S. Probationer। আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি Censored হয়। আমার জনৈক বিশ্বাসী বন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতেছি—তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব—তখন এই ভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি Censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আমি কাহাকেও জানাই নাই—শুধু বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি। আমি এখন সরকারী চাকর—সুতরাং আশা করি যে আমি যে পর্য্যন্ত চাকুরী না ছাড়িতেছি সে-পর্য্যন্ত আপনি কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিবেন না। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্ম্মের আদেশ দিন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি "স্বরাজ" পত্রিকা ইংরাজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Sub-editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি। তা ছাড়া "জাতীয় কলেজের" নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা

বাড়ী করা চাই। সেখানে একদল research Student থাকিবেন—যাঁহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। আমি যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite Policy নাই। তারপর Native Statesদের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই। Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তারপর Depressed Classesদের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে (অর্থাৎ Depressed Classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার দরুন মাদ্রাজে আজ সব Non-Brahmin-এরা Pro-Government এবং anti-nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congress-এর একটা Permanent Staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্যা (Problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে up-to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব facts and figures সংগৃহীত হইলে Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে (Problem এ) একটা Policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় Problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite Policy নাই। আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ী চাই এবং স্থায়ী Staff of research Students চাই।

তা ছাড়া Congress-এর একটা Intelligence Department খোলা দরকার। Intelligence Department-এ দেশের সম্বন্ধে up-to-date সব খবর facts and fgures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত

জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া Propaganda Department থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের Policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ Policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে। আমি অনেক লিখিয়া ফেলিলাম। আপনার কাছে এই সব কথা পুরাতন। আমার কাছে খুব নূতন বলিয়া মনেহইতেছে বলিয়া আমিনা লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও বোধ হয় কিছু করিতে পারিব।

আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র আছি। যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে কাহাকেও বিলাতে পাঠাইতে Journalism শিখিতে তাহা হইলে আমি সে কাজের ভার লইতে পারি। আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে passage এবং outfit-এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এ কাজের ভার লইবার পূর্ব্বে আমি চাকুরী ত্যাগ করিব, অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন—কারণ চাকুরী ছাড়ার পর বাড়ী থেকে টাকা লওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

আমার নিজের ইচ্ছা যে যদি চাকুরী ছাড়ি তাহা হইলে জুন মাসেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে আমি নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করিবেন। আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

প্রণত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

আমার ঠিকানা—
Fitz William Hall
Cambridge.

৬০

১৩।২।২১

....যেদিন আই. সি. এস পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে সেইদিন হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে : যদি চাকুরিতে থাকি তাহাতে দেশের অধিক উপকারে আসিব, না চাকুরি ছাড়াটাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে। এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি যে জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়াই আমি দেশের অধিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিব, আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নহে। চাকুরিতে থাকিয়া দেশের কোনো উপকার করা যায় না ইহা আমার বক্তব্য নহে। আমি বলিতে চাহি যে তাহাতে যেটুকু মঙ্গল হইতে পারে আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশসেবার তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। নীতির দিকটাও এখানে দেখিতে হইবে সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতাকে মানিয়া লওয়া আমার নীতিতে অসম্ভব। জনসেবার প্রথম প্রয়োজন সমস্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব। আমার মনশ্চক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা উজ্জ্বল রহিয়াছে। ক্রমেই বোধ করিতেছি—এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দৃষ্টান্তের দাবী মিটাইতে পারিব। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাহার অনুকূল।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬১

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society
Cambridge
২রা মার্চ্চ, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তাহা পাইয়াছেন।

আপনি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে এক রকম কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্য উপযুক্ত হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্ব্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে এখন কি রকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন—সুতরাং আপনারা খুব ভাল রকম জানেন কি রকম কাজের সুবিধা এখন আছে এবং এখন কি রকম কর্ম্মী লোকের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে

যে পর্য্যন্ত আমার চাকুরী ছাড়ার খবর না পাইতেছেন, সে পর্য্যন্ত যেন এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলেন। চাকুরী ছাড়িলে আমি জুন মাসের শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি অবশ্য যদি সময় মত Passage পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম কাজে হাত দিতে পারিব তাহা জানিবার জন্য উৎসুক আছি—কারণ মনটাকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে রকম কাজ আরম্ভ করিব, তদুপযোগী লেখাপড়া এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আশা করি, আপনি যতশীঘ্র পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

(১) "জাতীয় কলেজে" আমি শিক্ষকতা করিতে পারি।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যৎকিঞ্চিৎ পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি।

(৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেসের' সংক্রান্ত একটা research department খোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পত্রে আমি এ সম্বন্ধে খানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল research students আমাদের চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। কংগ্রেস তারপর একটা Committee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটা policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress-এর কোন বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর Labour and factory legislation সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই। তারপর Vagrancy and Poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট policy নাই, তারপর 'স্বরাজ' পাইলে আমাদের Constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই। আমার নিজের মনে হয় যে, Congress-League Scheme একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের Constitution তৈয়ারী করিতে হইবে।

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙ্গিতে ব্যস্ত। সুতরাং ভাঙ্গার কার্য্য সম্পূর্ণ না হইলে Constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা Policy

ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি Complete Programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন Policyর জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই Department থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকিবে—যথা গত দশ বৎসরের মধ্যে কত জন্ম এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা—আয় ও ব্যয় (Revenue and Expenditure) কত হইয়াছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় হইয়াছে—এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক।

(৫) Social Service.

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয় বিষয়ে কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন্ বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা এবং Journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি, তারপর সুবিধা মত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকুরী ছাড়া মানে দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা

সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওয়া-পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বদ্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আমি আমার সঙ্গে এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশ সেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গ দেশের প্রধান পুরোহিত। আমার যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি—এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাকরী ছাড়িলেই এখানে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিরিয়া কি কাজ করিব। সুতরাং নিজের সন্তোষের জন্য এবং পাঁচজনের কাছে Self-justification-এর জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আশা করি আপনি এসব কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

৬২

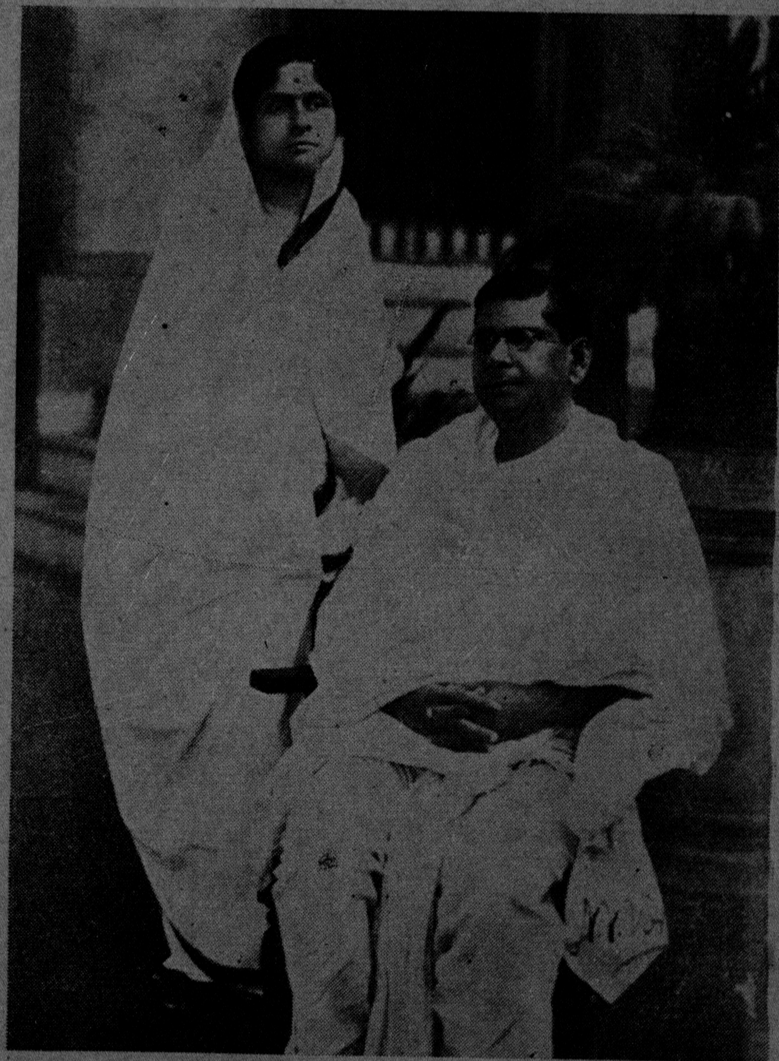
শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

অক্‌স্‌ফোর্ড

৬।৪।২১

....বাবার ধারণা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস চাকুরিয়ার পক্ষে নূতন শাসন ব্যবস্থায় জীবন মোটেই দুর্ব্বিষহ হইবে না। দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে স্বায়ত্তশাসন অনিবার্য্য। কিন্তু আমার জীবন নূতন শাসন ব্যবস্থায় সহনীয় হইবে কিনা ইহা আমার প্রশ্ন নহে। পরন্তু আমার ধারণা যে চাকুরিতে বহাল থাকিয়াও আমি দেশের কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারিব। আমার প্রধান প্রশ্ন নীতিগত। বর্ত্তমান অবস্থায় কি আমাদের এক বিদেশী আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এক কাঁড়ি টাকার জন্য আত্মবিক্রয় করা সমীচীন? যাহারা ইতিমধ্যেই চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা চাকুরি গ্রহণ করা ভিন্ন যাহাদের গত্যন্তর নাই তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার অবস্থা অনেক দিক দিয়া সুবিধাজনক থাকিতে আমার কি এত শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? যেদিন আমি চাকুরির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিব সেদিন হইতে আমি আর স্বাধীন মানুষ থাকিব না ইহাই আমার বিশ্বাস।

যদি আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি তবে দশ বৎসরে কেন তাহার পূর্ব্বেই স্বায়ত্তশাসন আমরা অর্জ্জন করিতে পারিব। সেই মূল্য আত্মত্যাগ এবং ক্লেশ স্বীকার। কেবল এই আত্মত্যাগ এবং দুঃখ বরণের ভিত্তিতেই জাতীয় সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যদি আমরা সকলে নিজের নিজের চাকুরির খুঁটি আকড়াইয়া বসিয়া থাকি, নিজের স্বার্থের অন্বেষণেই প্রবৃত্ত থাকি, তবে পঞ্চাশ বৎসরেও আমাদের স্বায়ত্তশাসন মিলিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব যদি না হয়, অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবারকে আজ দেশমাতার চরণে অর্ঘ্য আনিয়া দিতে হইবে। বাবা আমাকে এই আত্মত্যাগ হইতে রক্ষা



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী [১৯২৩

করিতে চাহেন। আমাকে আমারই স্বার্থে এই দুঃখকষ্ট হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে যে স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল্য বুঝিব না এমন হৃদয়হীন আমি নহি। তাঁহার স্বভাবতই আশঙ্কা হয় বুঝিবা আমি তরুণ-সুলভ উত্তেজনার ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস এই ত্যাগ কাহাকে না কাহাকেও করিতেই হইবে।

যদি অন্য কেহ অগ্রসর হইত, তবে আমার পিছপা হইবার, অন্ততঃ আরও খানিকটা ভাবিয়া দেখিবার কারণ বুঝিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লক্ষণ মোটেই দেখা যাইতেছে না, অথচ অমূল্য সময় বহিয়া যাইতেছে। সমস্ত আলোড়ন সত্ত্বেও এটুকু ঠিক যে এখন পর্য্যন্ত একজন সিভিলিয়ানও চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া আন্দোলনে নামিতে সাহস করে নাই। ভারতবর্ষের সম্মুখে যুদ্ধের আহ্বান আসিয়াছে—অথচ কেহ তাহার সমুচিত জবাব দেয় নাই। আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি সমগ্র বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে একজনও ভারতীয় স্বেচ্ছায় দেশ সেবার জন্য সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে নাই। দেশের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীদের নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সময় আসিয়াছে। সরকারী উচ্চ চাকুরিয়ারা যদি বশ্যতার প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এমন কি তাহার ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করেন তাহা হইলেই আমলাতন্ত্রের যন্ত্র ধসিয়া পড়ে।

সুতরাং এই ত্যাগ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার কোনও পথ দেখিতে পাইতেছি না। এই ত্যাগের অর্থ আমি ভালরূপে জানি। দারিদ্র্য, দুঃখ, ক্লেশ, কঠিন পরিশ্রম ত আছেই, আরও নানা ভোগ আছে যাহার কথা স্পষ্টভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনার পক্ষে বুঝিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু এ ত্যাগ করিতেই হইবে, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করিতে হইবে। দেশে ফিরিয়া পদত্যাগ করিবার যে পরামর্শ আপনি দিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ গোলামির প্রতীক

স্বরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করা আমার পক্ষে অতি কঠিন কাজ হইবে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানের জন্য যদি চাকুরিতে প্রবেশ করি তাহা হইলে প্রথা অনুসারে আমি ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারীর পূর্ব্বে দেশে ফিরিতে পারিব না। এখন যদি পদত্যাগ করি তবে জুলাই মাসেই ফিরিতে পারিব। ছয় মাসের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ঠিক মুহূর্ত্তে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ার ফলে আন্দোলন দমিয়া যাইতে পারে, দেরীতে সাড়া মিলিলে তাহা হয়ত ফলপ্রসূ হইবে না। আমার বিশ্বাস আরেকটি এ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিতে বহু বৎসর লাগিয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান আন্দোলনের ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করাই সমীচীন। যদি আমাকে পদত্যাগ করিতে হয় তবে তাহা দুদিন পরে অথবা এক বৎসর পরে করিলেও আমার বা অন্য কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু দেরি করিলে আন্দোলনের পক্ষে হয়ত ক্ষতি হইতে পারে। আমি জানি যে আন্দোলনকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা আমার হাতে অল্পই, তবু যদি নিজের কর্ত্তব্য পালনের সন্তোষ লাভ করিতে পারি তাহাও এক বৃহৎ লাভ বলিতে হইবে।...যদি কোনও কারণে পদত্যাগ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করি তবে বাবার নিকট তৎক্ষণাৎ তার পাঠাইব, তাহাতে তাঁহার আশঙ্কা ঘুচিবে।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৩

(শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত)

ফিটজ্ উইলিয়াম হল, কেম্ব্রিজ

২২শে এপ্রিল, ১৯২১

ভাই চারু,

তুমি জান কর্ত্তব্যের আহ্বানে একবার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সেই তরী এখন রম্যকাননে উপনীত হয়েছে যেখানে Power, Property, Wealth আমার করতলগত। কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সাড়া আসছে—"তোমার এতে আনন্দ নাই। তোমার একমাত্র আনন্দ-সাগরের উর্ম্মিমালার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ানো।" ·

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ তাঁরই হাতে জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম। তিনি জানেন, এ তরী কোথায় পৌঁছবে।

কি করব এখনও ঠিক করতে পারি নি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো। একবার ইচ্ছা হচ্ছে—বোলপুরে যাব। আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাংবাদিক হব। দেখা যাক কি হয়।

ইতি—

তোমার সুভাষ।

৬৪

(পরবর্ত্তী সাতখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

কেম্ব্রিজ

২৮।৪।২১

আমার পদত্যাগ সম্বন্ধে ফিটজ্ উইলিয়াম হলের সেন্সর রেডাওয়ে সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা হইল। আমি তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল—তিনি আমার চিন্তাধারার প্রতি সোৎসাহে সমর্থন জানাইলেন। আমি মত

পরিবর্ত্তন করিয়াছি শুনিয়া তিনি নাকি আশ্চর্য্য এমন কি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, কারণ তিনি এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয়কে এরূপ করিতে দেখেন নাই। আমি তাঁহাকে বলি যে পরে আমি সাংবাদিকতাকেই আশ্রয় করিব। তাঁহার মতে সাংবাদিক-জীবন একঘেয়ে সিভিল সার্ভিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি তিন সপ্তাহ অক্সফোর্ডে ছিলাম এবং সেইখানেই আমি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শেষ কয় মাস যে চিন্তায় আমাকে অহরহ পীড়া করিয়াছে তাহা শুধু এই যে বহু ব্যক্তির বিশেষ করিয়া বাবা ও মার দুঃখ ও ক্লেশ হয় সেরূপ কার্য্য নীতিগতভাবে আমার করা উচিত কিনা।...সুতরাং নূতন পথের কিনারায় দাঁড়াইয়া আজ আমাকে বাবা-মার সুস্পষ্ট ইচ্ছা ও আপনার উপদেশের বিরোধিতা করিতে হইতেছে—অবশ্য আপনি যে কোনও পথে আমি চলি না কেন আপনার "সাদর অভিনন্দন" জানাইয়া রাখিয়াছেন। সার্ভিসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার প্রধানতম যুক্তির ভিত্তি এই ছিল যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া আমাকে এমন এক বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে যাহার এদেশে থাকিবার নৈতিক অধিকার আমি বিন্দুমাত্র স্বীকার করি না। একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলে আমি তিন বৎসর অথবা তিন দিন কাজ করি তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি বুঝিয়াছি যে আপোষহীন বস্তু—ইহাতে মানুষের অধঃপতন এবং আদর্শের হানি হয়।...সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী উপাধির মুকুট পরিয়া মন্ত্রিত্বের গদিতে আসীন হইতেছেন তাহার কারণ তিনি এড্‌মণ্ড বার্ক বর্ণিত সুবিধাবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। সুবিধাবাদীর নীতি গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাই। আমাদের এক জাতি গঠন করিতে হইবে এবং হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে।...আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বৃটিশ

সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবার সময় আজ উপস্থিত। প্রতি সরকারী কর্ম্মচারী, সে তুচ্ছ চাপরাশী অথবা প্রাদেশিক গভর্ণরই হউক, নিজের কাজের দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল বৃটিশ সরকারের বুনিয়াদকে পাকা করিতেছে। সরকারের অবসান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসা। আমি টলষ্টয়ের নীতির কথা শুনিয়া অথবা গান্ধীর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া একথা বলিতেছি না, নিজে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছি।....কয়েকদিন হইল আমার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছি। গৃহীত হওয়ার সংবাদ এখনও পাই নাই।

আমার পত্রের উত্তরে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্প্রতি দেশে যে কাজ চলিতেছে তাহার বিষয়ে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে আন্তরিকতাপূর্ণ কর্ম্মীদের অভাব সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। সুতরাং দেশে ফিরিবার পর অনেক প্রীতিপ্রদ কাজ আমি পাইব।…আর কিছু আমার বলিবার নাই। ফিরিবার সব পথ রুদ্ধ করিয়া আমি ঝাঁপ দিলাম,—আশা করি ইহার ফল শুভই হইবে।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৫

কেম্ব্রিজ

১৮।৫।২১

স্যর উইলিয়াম ডিউক আমাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে রাজী করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে বড়দাদার সহিত পত্রালাপও করিয়াছেন। কেম্ব্রিজের সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারী রবার্টস সাহেবও আমাকে আমার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং আমাকে জানাইয়াছেন যে ইণ্ডিয়া অফিসের নির্দ্দেশ অনুসারেই তাঁহার এই হস্তক্ষেপ। আমি স্যর

উইলিয়ামকে জানাইয়া দিয়াছি যে পূর্ণ বিবেচনার পরই আমি আমার পথ বাছিয়া লইয়াছি।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৬

বহরমপুর জেল

সোমবার

৮।১২।২৪

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গত বুধবার আমি এখানে পৌঁছিয়াছি—অথবা বলা যায় আমাকে এখানে লইয়া আসা হইয়াছে। এখানে আমি ভালই আছি।

ইংলিশম্যান ও ক্যাথলিক হেরাল্ডের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার বিষয়ে আমার সলিসিটরদের কোনও নির্দ্দেশ পাঠাইতে বা মামলার অগ্রগতি সম্বন্ধে কোনও খবরাখবর করিতে আমি অসমর্থ বলিয়া দুঃখিত। আমাকে এখানে বদলি করার উদ্দেশ্য আমার নিকট দিবালোকের মতই স্পষ্ট।

অনুগ্রহ করিয়া রামিয়াকে বলিবেন যে, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমি যে সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও চেয়ার ব্যবহার করিতাম উহা যেন তিনি সরাইয়া লইয়া যান। পূর্ব্বেকার ইচ্ছানুযায়ী উহা আমি সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসি নাই। পৌরশাসন সংক্রান্ত কিছু কিছু বইও আমাকে পাঠাইতে বলিবেন। কর্পোরেশনের লাই-ব্রেরীতে বইগুলি হয়ত থাকিতে পারে।

*　　　　*　　　　*

এখন কিছুদিন আপনাদের কাহারও সহিত বোধ হয় সাক্ষাৎ হইবে না। সপ্তাহে মাত্র ২ খানা পত্র আমাকে লিখিতে

দেওয়া হয় তবে আমার নিকট যত খুশী পত্র লেখা যাইতে পারে।

মা এখন কোথায় আছেন? বাবা কটকেই আছেন বোধহয়। আপনারা সকলে কেমন আছেন?

Statesman-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি সম্পর্কে উকিলদের অভিমত জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের চতুর্থ সংখ্যা আমি পাই নাই। উহা যেন আমাকে অবশ্যই নিয়মিত পাঠানো হয়।

আমি এখানে ভালই আছি।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(এস. সি. বোস)

শ্রীযুক্ত এস. সি. বসু

(বার-এট-ল)

ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৩৭

বহরমপুর জেল

১৬।১২।২৪

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ৫।১২।২৪ তারিখের পত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে ও ১২।১২।২৪ তারিখের পত্র কাল পাইয়াছি।

গরম পোষাকের বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট আমাকে জানাইয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দের কোনও পরিবর্ত্তন তাঁহারা করিবেন না। বন্দীদের প্রতি তাহাদের মর্য্যাদার অনুরূপ আচরণের ইহাই নমুনা।

* * *

আমিও খরচের একটি কপি পাঠাইবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে লিখিতেছি। খরচের কথা তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন উহার একটা কপি পাঠাইতে তাঁহাদের কি আপত্তি থাকিতে পারে জানি না।

আমার অনুপস্থিতি কালে একজন অস্থায়ী C. E. O. নিয়োগ করা হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। কর্পোরেশনের কাজ কোনও ক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করিবেন এবং আমার সহিত মৌখিক যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল উহা অনুমোদিত করাইয়া লইবেন।

আপনি আমার বাগানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আমি আনন্দিত বোধ করিতেছি। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি ব্যাডমিণ্টন কোর্ট করিবার আমার ইচ্ছা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত জমিটা কাজে লাগাইয়াছেন; তবে ইহাতে কোনও অসুবিধা হইবে না কারণ ৩৮।২ নং বাড়ীর পিছনে যে খালি জায়গাটুকু পড়িয়া আছে উহা ঠিকমত পরিষ্কার করাইয়া লইতে পারিলে সেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য একটি ব্যাডমিণ্টন কোর্ট করা যাইতে পারে।

মাদক বর্জ্জন সংক্রান্ত আপনার প্রস্তাবটি বার বার মুলতুবী রাখা হইতেছে বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন এজন্য আমি দুঃখিত। আলিপুর হইতে আমার চলিয়া আসার পর কর্পোরেশনের অবস্থা জানিবার জন্য খুব উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি; এবং "কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা"-র বিবরণ পাঠ করিতে সত্যই আনন্দ পাই।

* * *

গভর্ণমেণ্ট এখানকার সমস্ত বন্দীদের বই ইত্যাদি কিনিবার জন্য মাসিক সর্ব্বোচ্চ ৩০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। জানি না এতগুলি প্রাণীর মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এই সামান্য টাকায় কি বই কেনা যাইতে পারে—বিশেষতঃ যখন ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ * * আরও অসুবিধা এই যে, এই জেলের নিজস্ব কোনও লাইব্রেরীও নাই * *

আমি এখানে ভালই আছি। "পাথরের প্রাচীর তুলিয়া কারাগার তৈরী করা যায় না ; লোহার গরাদে হয় না খাঁচা"—কবির এ কথাগুলি বাস্তবিকই সত্য।

সমসাময়িক ইংরাজী ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কিছু কিছু বই (অনুবাদ অবশ্য) আমার দরকার।

*　　　*　　　*

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(এস. সি. বোস)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৮

মান্দালয় জেল

১২।২।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৯।১।২৫ তারিখের পত্র গতকাল মাত্র পাইয়াছি।

এখানে আসার পর কর্পোরেশনের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ নাই। সভার কার্য্যবিবরণী বা মিউনিসিপ্যাল গেজেট কিছুই আমি পাইতেছি না। * * যদি আপনি মাদক বর্জ্জন বিলটি উত্থাপন করেন তাহা হইলে আনন্দিত হইব। ইহা দরকার এবং দেশবাসী ইহা সমর্থনও করিবে।

*　　　*　　　*

কর্পোরেশনের পাম্পিং স্টেশনে অথবা জল সরবরাহের যে কোনও কেন্দ্রে ইঞ্জিন ড্রাইভারের পদের জন্য এন্তাজ আলি নামে একটি লোক দরখাস্ত করিয়াছিল। বাঁশের মত গোলাকৃতি একটি টিন

কেসের মধ্যে পুরিয়া সে তাহার দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্রগুলি আমাকে দিয়াছিল। উহা আমার অফিসে হয় টেবিলের উপর নতুবা আমার চেয়ারের বাঁ দিকে Whatnot-এর মধ্যে আছে। টিন কেসটি দেখিতে এত অদ্ভুত যে, উহা ভুল হইবার নয়। লোকটি আমাকে ঐ প্রশংসাপত্রগুলির কথা লিখিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব উহা তাহাকে ফেরৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন; কারণ উহা না পাইলে সে অন্য কোথাও চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিতেছে না * * *

এখানকার পত্রিকাগুলিতে ঘাটতি বাজেটের খবর প্রকাশিত হইয়াছে; উহা দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইয়াছি। আপাততঃ নূতন কোনও উন্নয়নমূলক কাজ সুরু না করিলে খরচ অনায়াসে কমানো যাইতে পারে; তাহা হইলে আয়-ব্যয়ের সমতাও রক্ষা হইবে। আশা করি উহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই কর্পোরেশন "ব্যয় সঙ্কোচের" নীতিটি ঠিকমত কাজে লাগাইবে।

আমার মনে হয় আপনারা কেহ কেহ ৩৮।১ নং বাড়ীতে গিয়া বাস করিলে ভাল হয় নতুবা উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে না।

* * *

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের একটা কপি আমার দরকার; উহাতে জেলা বোর্ডের গঠনতন্ত্র লিখিত আছে।

বিজয় কাকার সঙ্গে আমি একমত যে, লোকাল বোর্ডের প্রার্থিরূপে নির্ব্বাচিত হওয়াই অনেক সুবিধাজনক * *

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আমি বলিতে চাই, তাহা এই যে, যদি আমার জেলে থাকাকালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে আমি কলিকাতার উত্তর অথবা দক্ষিণ যে কোনও অঞ্চল হইতে উহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাই * * বাস্তব অসুবিধা কিছু কিছু থাকিলেও আমার মনে হয় না যে,

কারাবন্দী হিসাবে জেলা বোর্ড বা আইন সভার নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় আইনগত কোনও বাধা আছে।

* * *

কলিকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য কর্পোরেশন যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছে তাহার সদস্য কে কে হইয়াছেন? এ বিষয়ে আমি নিজে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি সে সম্বন্ধে একটি নোট কমিটির নিকট পেশ করিবার জন্য তৈরী করিতেছি; আশা করি আগামী ডাকেই উহা পাঠাইতে পারিব।

[* * সেন্সর কর্ত্তৃক কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে * *]

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, জেলে আসার পর এই প্রথম আমি অসুস্থ বোধ করিতেছি। এখানে আসার দিন হইতেই আমার শরীর ভাল যাইতেছে না এবং ক্রমাগত হজমের গোলমালে ভুগিতেছি। আমাদের প্রায় সকলেরই এখানে ঐ একই অবস্থা। এখানকার জলহাওয়া আমার সহ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট বদলির জন্য লিখিবার কোনও ইচ্ছা আমার নাই; কারণ আমি জানি উহা নিরর্থক। মান্দালয় জেলকে বর্মা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর জেল বলিয়া ধরা হয়, তবে আমি শুনিয়াছি যে, প্লেগ ও বসন্তে এখানে প্রতি বছর অনেক লোক মরিয়া থাকে। প্লেগেই নাকি মৃত্যু বেশী হয়। গত বছর প্রায় ত্রিশ হাজার লোক প্লেগে মারা গিয়াছে, অবশ্য আমাকে যে খবর দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয়।

এই মাত্র গভর্ণমেন্ট আমাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা আমাকে কোনও family allowance দিবেন না। ইহার অর্থ, আমার বাড়ীঘর দেখা শোনার কোনও খরচ তাঁহারা বোধহয় বহন করিতে চান না। মাসিক চাঁদার কথা বাদ দিলেও বাড়ীঘর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার কি পরিমাণ খরচ হইত তাহা আপনি জানেন।

অনুগ্রহ করিয়া বাবা কিংবা মাকে বলিবেন না যে, আমার শরীর ভাল নাই।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(এস. সি. বোস)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৯

মান্দালয় জেল

. ১৪।৩।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

কাহাকেও পত্র লেখা এখন আমার পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রায় একটা দুঃস্বপ্নের মত। দুঃস্বপ্ন বলিতেছি এই কারণে যে, ডেমোক্লিসের তরবারির মত মাথার উপরে সর্ব্বদাই পুলিসের সেন্সর ঝুলিতেছে, যাহার স্বেচ্ছাচারিতা ভূতপূর্ব্ব জার-কেও সহজেই হার মানায়। জানি না এ পত্রও সেন্সরের দৃষ্টি এড়াইয়া আপনার নিকট পৌঁছিবে কিনা—তবু আমাকে লিখিতেই হইবে।

অনেক কষ্টে এ পত্র লিখিবার জন্য তৈরী হইয়াছি। শুধু যে দুঃস্বপ্নের ভয়টাকেই জয় করিতে হইয়াছে তাহা নয়, ডিস্‌পেপসিয়া ও ফ্লু-র যুগপৎ আক্রমণে যে ভয়ানক আলস্য আমাকে পাইয়া বসিয়াছে তাহাও আমাকে কাটাইয়া উঠিতে হইয়াছে। আজ সপ্তাহের শেষ দিন এবং আমার হাতে পত্র লিখিবার আর যে সামান্য সময়টুকু অবশিষ্ট আছে তাহা নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রতি সংখ্যা এখন আমি পাইতেছি ; কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিতেছি না কেন কর্পোরেশনের সভার কার্য্য-

বিবরণী আটক করিয়া রাখা হইতেছে। পুলিসের কর্ত্তাদের যুক্তি বড় অদ্ভুত। রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে দেখিলাম যে, আমার ছুটি আরও ৩ মাস বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

*　　*　　*　　*

যে সব ভাউচার, রসিদ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া উহা রাখিয়া দিতে ভুলিবেন না। কেননা কারামুক্তির পর আমি এ বিষয়ে লড়িতে চাই। চরম দুঃসময়েরও একটা শেষ আছে; অতএব লড়িতে একদিন পারিবই। ইহা আমার বিশ্বাস যে, আমি ভাতা পাইবার অধিকারী এবং এ ব্যাপারে আমার যুক্তিও দুর্ব্বল নয়।

আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, Regulation III-র পরিবর্ত্তে অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে এখানে আমার প্রতি অন্য কোনও রকম ব্যবহার করা হইতেছে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ কারণ আমি অনুভব করিতে পারিতেছি যে, দুঃস্বপ্নটা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া আঙ্গুলগুলিকে পর্য্যন্ত অবশ করিয়া ফেলিতেছে। দৈহিক কষ্ট, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তরও ঐ একই কারণে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। জানি না পুলিসের সেন্সর আমাকে একথা বলিতে দিবেন কিনা যে, এখানে আমাদের বইপত্র কিছু দেওয়া হয় না এবং মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির কোনও উপায়ও আমাদের নাই। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত একখানি বইও আমি পাই নাই। বন্দীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে উহা তাহাদের মর্য্যাদার অনুরূপই বটে।

অনুগ্রহ করিয়া রামিয়াকে বলিবেন যে কর্পোরেশনের ছুটি, পেন্সন ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত নিয়মাবলী যেন তিনি আমাকে পাঠান। বিদ্যাধরী সমস্যার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কর্পোরেশনের অফিসের জন্য আমি দুই তিনখানা বই কিনিয়াছিলাম।

বাঙ্গলা দেশের নদনদীর উপরে লেখা Adams Williams-এরও একখানা বই আছে যাহা আমার পড়িবার ইচ্ছা আছে।

* * * *

বাঙ্গলা দেশে আমাকে বদলি করিবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিব স্থির করিয়াছি; কারণ এ জায়গাটা আমার ঠিক সহ্য হইতেছে না। এখানে আসিবার পর হইতে ডিস্‌পেপসিয়া আমার নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্দ্দিকাশিও লাগিয়াই আছে। সর্দ্দিকাশি না বলিয়া বরং স্থানীয় ভাষায় বলা যায় ফ্লু, তবে পার্থক্য এই যে, ইহাতে জ্বর খুব বেশী হয় না। কিন্তু সাধারণতঃ ফ্লু যেরূপ কষ্ট দিয়া থাকে এখানকার ফ্লু-ও ঠিক তাহাই।

বাবু জিতেন্দ্রিয় বসু একদা তাঁহার সাধের কাশীপুরের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা নাকি "ধূলার রাজ্য।" আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তিনি সত্যিকারের ধূলার রাজ্য এখনও দেখেন নাই, আর সেটা হইল মান্দালয়। জনৈক কবি একবার বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর কাছে বছরের সব ঋতুই সমান; মান্দালয়ের ধূলাও তেমনি বছরের ১২ মাসই দেখা যায়। কারণ পৃথিবীর এ প্রান্তে বর্ষা ঋতু বলিয়া কিছু নাই। মান্দালয়ে বাতাসে ধূলা উড়িয়া বেড়ায়; ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে উহা শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্যের সঙ্গেও উহা গ্রহণ করিতে হয়। টেবিলে, চেয়ারে, বিছানায় সর্ব্বত্র ধূলার কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়। মাঝে মাঝে ধূলার ঝড়ও উঠে, তখন দূরের গাছপালা আর পাহাড় ঢাকা পড়িয়া যায়; অতএব ইহার সকল সৌন্দর্য্য না দেখিয়া কোনও উপায় নাই। বাস্তবিক মান্দালয়ের চারিদিকেই ধূলা ছড়াইয়া আছে—সর্ব্বত্র ইহা ব্যাপ্ত অতএব এক অর্থে ইহাকে দ্বিতীয় বিধাতাও বলা যায়। ঈশ্বর আমাদিগকে এই নূতন বিধাতার হাত হইতে রক্ষা করুন!

কোনও কোনও দার্শনিক মনে করেন যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহটি মানুষের আনন্দোপভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, পৃথিবীর আর সকল দেশ অপেক্ষা বর্মা দেশেই তাঁহারা তাঁহাদের অনুগামীদের অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাইবেন। যদি এই জগৎ—বিশেষতঃ প্রাণিজগৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে অখাদ্য বলিয়া কিছু এখানে থাকিতে পারে না; এবং আপনি জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, বর্মী বিধানে অখাদ্য মাংস বলিয়া কিছু নাই। কাক, বিড়াল, কুকুর—এমন কি সাপ পর্য্যন্ত সাদরে রান্নাঘরে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল প্রাণী মানুষের পেটে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে। এদেশে খাদ্যের ব্যাপারে কোনও পক্ষপাতিত্ব চলে না; এমন কি কীটপতঙ্গাদিও বলিতে পারে না যে এ ব্যাপারে তাহারা উপেক্ষিত।

এখানকার জলহাওয়া আমাকে ক্রমেই যেন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। গাঁটে গাঁটে খিল ধরিয়া যাওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বর্মীরা অনেক বিষয়েই একটা আশ্চর্য্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা এই রোগের প্রতিকারের জন্য ম্যাসাজ্‌ও আবিষ্কার করিয়াছে যাহা আশ্চর্য্য ফলদায়ক।

ভয় হইতেছে বোধহয় আমার পত্র দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে; অতএব আজ এখানেই শেষ করি।

* * *

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(এস. সি. বোস)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

মান্দালয় জেল

২৮।৩।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি আপনি আমার পত্র নিয়মিত পাইতেছেন।

* * *

একটি নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে। চিড়িয়াখানার প্রাণীদের আমি দেখিতে গিয়াছি ; কিন্তু ইহা একবারও খেয়াল হয় নাই যে, আমি নিজেও ঐরূপ একটি প্রাণী হইতে পারি। ইহা শুনিয়া আপনি হয়তো অবাক হইতে পারেন, তবু একথা সত্য যে, আমরা চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতই এখন দিন কাটাইতেছি। এই জেলের ওয়ার্ডগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত নয় : কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া বেড়ার আকারে তৈরী। রাত্রিতে যখন আমাদের তালাবন্ধ করিয়া রাখা হয় তখন যে কোনও বাহিরের লোক নিশ্চয়ই আমাদের দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, কতকগুলি মনুষ্যাকৃতি প্রাণী আলোকিত খাঁচার মধ্যে শিকারের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগায়, উপরন্তু যাহার কিছুমাত্র রসবোধ আছে সে-ই এ অবস্থা উপভোগ না করিয়া পারে না। ঈশ্বর জানেন আমাদের এ রূপান্তর কত দিনে শেষ হইবে। সে যাই হোক, যে লেজ ও থাবা মানুষ একবার বহু পূর্ব্বেই ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, অবস্থার এই সাদৃশ্যের ফলে উহা নিশ্চয়ই পুনরায় আমাদের গজাইবে না।

* * *

আমি একপ্রকার আছি।

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৭১

(শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত)

মান্দালয় জেল

২।৫।২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation"-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে কিন্তু এবার তা হয়নি সেজন্য খুবই খুশী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন, এ চিঠিখানিকে যে আবার "censor"-এর হাত অতিক্রম ক'রে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা ; কেন না, এটা কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাব্‌ছি ও যা অনুভব কর্‌ছি, তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জ্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আমি বলতে পারি না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেননা, সেটা নিছক ভণ্ডামী হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল

জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্ত্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বল, একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধমূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারা-শাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা' হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকৃত তাহলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত্ত ব্যাপে এই

ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তা হলে দুঃখে কষ্টে আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই ক'রে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হ'লেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেও কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

৺লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার সমালোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ' বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

একথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জ্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জ্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, আমার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হ'লেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' ব'লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' ও 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্তত আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে 'Martyr' বলে মনে করবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। স্পর্দ্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিষটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom' জিনিষটা আমার কাছে বড়জোর একটা আদর্শই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস বেশীদিনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে সুতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্য দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্ত্তির অভাব, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা একটা অধীনতার শৃঙ্খল-ভার, বন্ধুজনের অভাব, এবং সঙ্গীতের অভাব যাহা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল-বার্দ্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্‌, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীত-চর্চ্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলা-ধূলা করা, মনোমত কাব্য-সাহিত্যের চর্চ্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর

ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়েই অবনতির কেন্দ্র থাকবে।

এ কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ ক'রে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয়নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার বেশী উদ্যম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমার জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কম আসে, সেখানে বন্দী জীবনটা তত যন্ত্রণাদায়ক হয় না, এই সমস্ত সূক্ষ্ম ধরনের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্ত্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষেব মনকে আরও বিরূপ করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়। তুমি বলেছ যে মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটীকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোটখাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না বরং আমার মনে হয় দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৭২

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল

১৩।৬।২৫

আপনাকে পত্র দিবার পর গভর্ণমেণ্ট আমাকে জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশে আমাকে বদলি করার জন্য যে আবেদন আমি পাঠাইয়াছিলাম উহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বর্মা দেশে আসার পর আমার ওজন ১০ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।

৭৩

(শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত)

মান্দালয় জেল

১৫।৬।২৫

প্রিয় দিলীপ,

আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্ব্বসমেত তিনখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলির তারিখ—৮ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন।

তোমার প্রেরিত বইয়ের শেষ পার্শ্বেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের 'Smoke' বইটা পাইনি। আফিসে পার্শ্বেলটা খোলা হয়েছিল, সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হলে কলকাতায় C. I. D. আফিসে তিনি খোঁজ করবেন, তুমিও D. I. G. C. I. D.-কে লিখে এ-বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russell-এর "Prospects of Industrial Civilisation" খানি বহরমপুর জেলে কয়েকজন কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যখন স্থানান্তরিত করা হয়, তখন অনেকেই সেই বইখানি কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তবিক একজন

তখনও বইটা পড়ছিল। বইখানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত বেশী যে, একখানা পেলে কেউ শীঘ্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজ লিখিলাম তিনি যেন তোমার কাছে বইখানা পাঠিয়ে দেন। তুমি তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটা তাগাদা হবে। তোমার এত দরকারের সময় বইটা আটকে রাখবার জন্যে দায়ী বলে বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ এত অসুবিধার কথা আগে আমি ভেবে উঠতে পারিনি। "Free thought and official propaganda" ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি?

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা করি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভালভাবেই চলবে। তোমার লেখাগুলি যে আমি সসম্মানে পাঠ করব সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখো। এইমাত্র একখানা হালের "বঙ্গবাণী"তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলাম, আমি এখনও সেটা পড়িনি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু হায়! সংবাদটা নিতান্তই নির্ম্মম সত্য। আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিন্তা-গুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও আমায় কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা আজ মনে উদয়

হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না--censor-দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পারি না। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাঙ্গালার যুবকদের পক্ষে এ একটা সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ—সত্যই এটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব করছি যে, তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্ত্তগুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারব আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তাঁরা পারলেও আজ কিছু বল্‌তে সাহস করছেন না, আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাটাই বল যে, দুঃখ কষ্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে--সেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এতবড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয় যে, কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয়ত তারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান—যারা সকল রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যই যেন নির্দ্দিষ্ট আছে। বেশী কম যাই হোক, যদি কাউকে পাত্রভরে দুঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভাল। এমনি একটা আত্ম-নিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভাব চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিতে নাও পারে। কিন্তু এতে

নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russell যখন বলছেন যে, জীবনে এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি খাঁটী সংসারী লোকের অভিমতই প্রকাশ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস যে কেবল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভাণ করে যে ভণ্ড, সে-ই এ কথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন মনে করাটা হয়ত তোমার ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদের (abstract point of view থেকে আমি তাদের তত্ত্বজ্ঞানহীনই বলি) নিজেদেরও একটা idealism আছে। তারা যাকে পূজার সামগ্রী মনে করে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা ভাবুক বা দার্শনিক নয়, তবুও তারা শান্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সহ্য করে। Technical অর্থে তারা দার্শনিক না হতে পারে, কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাব-বিবর্জ্জিত মনে করতে পারি না। সম্ভবতঃ জগতের সর্ব্বত্র যারা কর্ম্মী তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ একথা খাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধীদের যখন ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের একটা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসে এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণ দেয় তারাই শুধু বীরের মত মরতে পারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয়, এবং ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসাবার আগে ভগবানের পায়েই আত্মনিবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুষড়ে পড়তে বড় একটা

দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে একজন ফাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্যে অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল যে, তার মোটেই অনুতাপ হয়নি, কারণ হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ন্যায্য অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্পে ফাঁসিকাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটি পেশীর সঙ্কোচনও তার বুঝতে পারা যায়নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম, তখন একটা কয়েদী আমাদের yard-এ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরানো পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরানো সহকারীদের ছায়া না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজী হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরানো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ তাহা নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে এবং আজ, এই ক্ষতি যাদের সবচেয়ে বেশী বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন! অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্ত্বের বিচার করা উচিত—একথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের

কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকবে, সুতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব।

ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৭৪

(শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল

২।৭।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

অনেকদিন আপনার পত্র না পাইয়া চিন্তিত আছি।

* * * *

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল যে, ২নং ওয়ার্ড হইতে ডালের গোলা অপসারণ করিয়া মাণিকতলা এলাকায় কোনও নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে উহা স্থাপন করা উচিত। কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণের প্রশ্ন লইয়া আমি কিছু চিন্তা করিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মাণিকতলাকে একটি বসতিপূর্ণ অঞ্চল হিসাবেই গড়িয়া উঠিতে দেওয়া উচিত। একবার এখানে ঠিকমত পাকা নর্দ্দমার ব্যবস্থা হইলে এবং বর্ত্তমানে যে ধরনের

সেতু আছে উহার পরিবর্ত্তে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট বড় ও যাতায়াতের সুবিধাযুক্ত কয়েকটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিলে এখানকার জনবসতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে * * * এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ১০ বৎসরের মধ্যেই মাণিকতলায় একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়িয়া উঠিতে পারিবে। কাজে কাজেই ডালের গোলা অপসারিত না হইলে উহা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হইবে না এবং সহরের উন্নতির পথেও একটা প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হইয়া দেখা দিবে। * * * অতএব ঐ গোলাগুলি ভবিষ্যতে কোথায় স্থাপিত হইবে সে সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। * * *

আর একটি মারাত্মক সমস্যা ৮নং ওয়ার্ডের চামড়ার গুদামগুলি। * * * যদি ঐগুলিকেও অপসারিত করিতে হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহা কোথায় স্থাপিত হইবে এ প্রশ্নও সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সহরের উন্নতি ও ভবিষ্যতের কলিকাতা সহর কিরূপ হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণার উপরই এ সব সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

* * * *

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স্ কয়েকদিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, অতিরিক্ত ভোজনের ফলেই আমার যে ডিস্পেপসিয়া হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত কিনা। আমি বলিলাম, আমার খাদ্য-ভাতা অর্দ্ধেক পরিমাণ কমাইয়া দিবার পর এ প্রশ্ন অবান্তর। তাঁহার সম্বন্ধে যে যা-ই ভাবুক না কেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত খুবই স্বাভাবিক; কেননা Administration Report-এর বার্ষিক সংখ্যায় সম্প্রতি তাঁহার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি এ কথাই বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়। যখন উহা পড়ি তখন নিজের

চোখকেই আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ইহার পর আর কোনও মন্তব্য করা চলে কি ?

আই জি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রতিকারের জন্য আমার মাঝে মাঝে অনশন করা উচিত। (তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য আছে দেখা যাইতেছে!) আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, সে চেষ্টা আমি করিয়া দেখিয়াছি; উহা আমাকে শুধু দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। [* * * সেন্সর কর্ত্তৃক কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে * * *]

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করিতেছি। আপনি পরবর্ত্তী পত্রে আরও কিছু কিছু খবর দিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন; আমি ঐ পত্রের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। মিসেস দাশকে এখনও পত্র দিই নাই, শোকের প্রথম আঘাত কাটিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি। তবে ভোম্বলকে পত্র দিয়াছি এবং আজকের ডাকে উহার জবাবও পাইয়াছি।

* * * *

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৭৫

শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ

মান্দালয় জেল

৩-৭-২৫

তোমার তিনখানা পত্র আমি যথা সময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার সুযোগ পাই নাই; তা ছাড়া শরীর ভাল নাই। কোনও

প্রকার কাজ করিতে (এমন কি লেখাপড়া করিতে) মন লাগে না। পূর্ব্বে মাত্র দুইখানি পত্র সপ্তাহে লিখিতে পারিতাম—এখন একখানা লিখিতে পারি। ফলে দু'তিন মাসের চিঠি জমা হইয়া থাকে—উত্তর দিবার সুযোগ পাই না বলিয়া।

Social Service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য—গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করানো, শুধু দান করা Organised Charity-র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ করা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—এই ভাবটা গরীব সাহায্য-প্রার্থীদের মনে জাগান উচিত। সুতরাং যদি কেহ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হয়—তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা ভাল। তবে এ-ক্ষেত্রে দু' একটি কথা বিবেচনা করা উচিত—

(১) যে সাহায্য গ্রহণ করে তার কাজ করিবার অবসর থাকা উচিত। অর্থাৎ যদি কোনও বিধবা সাহায্য গ্রহণ করে এবং গৃহস্থালী কাজ করিয়া তাহার যদি অন্য কাজ করিবার অবসর না থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়। আমাদের শুধু দেখা চাই যে, সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেহ আলস্যে সময় কাটাইতেছে কি না। এই জন্য inspection বা স্থানীয় তদন্ত করিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। সময় বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাহারা কাজ করে না তাহাদের সাহায্য করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

(১) যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য নাই ও যাহাদের সংসারে অন্য কোন কার্য্যক্ষম লোক নাই তাহাদের কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়।

(৩) কাজকরাইতে হইলে Variety of Choice থাকা চাই; কারণ সব লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লইয়া আরম্ভ করিবে, যেমন পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঙা প্রস্তুত করান—তারপর কঠিন কাজ শিখাইবে।

(৪) যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা চাই। অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে—না শেখা পর্য্যন্ত সে ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শিখিলে তাহারা ক্রমশঃ কাজে মন দিবে।

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হইয়াছি, সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্ত্তিত হইবে না। যদি তোমরা আশা কর যে, একদিনে ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি বদলাইবে তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে। Social Service-এ অসীম ধৈর্য্য দরকার।

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই—raw materials (যেমন খবরের কাগজ, তুলা অথবা ঝিনুক) তোমরা যোগাইবে, যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা সাহায্যের বিনিময়ে raw materials হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার ভার তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সঙ্গে তোমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত যাহাতে তোমাদের জিনিষ তাহারা ক্রয় করিয়া লয়। এই সব জিনিষ তাহারা বিক্রয় করিয়া খরচ খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে সাহায্য দানে (অন্ততঃ আংশিক ভাবে) খরচ উঠিয়া যাইবে। Public Charity-র উপর চিরকাল নির্ভর না করিয়া সমিতির একটা স্বতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য।

লাইব্রেরীর জন্য টাকা খরচ করিয়া বই না কিনিয়া author এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও।

অনিলবাবুকে বলিও যে, লাইব্রেরীর জন্য haphazardly কতকগুলো বই সংগ্রহ না করিয়া একটা method অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব বই পাইবে—

সেগুলিও গ্রহণ করিবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলা ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (Continental) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। তারপর ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বই সংগ্রহ করিবে। তারপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ করিও। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও রাজনীতি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বই সংগ্রহের চেষ্টা করিও। যদি একসঙ্গে সব রকম বই সংগ্রহ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। মোট কথা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্ততঃ কতকগুলি বই রাখা চাই—যাহাতে যে কোনও রুচির লোক আসুক না কেন সে পড়িবার বই পাইবে। বাজে উপন্যাস রাখার প্রয়োজন নাই—তবে ভাল ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। অল্পের মধ্যে একটা আদর্শ লাইব্রেরী করা চাই।

* * *

দূরদেশে যদি সূতা কিনিতে হয় তাহা হইলে তোমরা weaving depot বেশীদিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে তাহাদের ঘরে এবং সমিতির সভ্যদের ঘরে সূতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই, যদি অন্ততঃ খানিকটা সূতা ভবানীপুরে কিংবা তার আশে পাশে তৈয়ারী না হয় তবে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত। যদি স্থানীয় লোকেদের মধ্যে সূতা প্রস্তুত হয়—তবে জানিবে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে। স্থানীয় সহানুভূতির অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশী দিন চলিতে পারে না।

স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা সূতা কাটিবে অথচ সূতা বিক্রয় করিবে না। তাহাদের সূতায় যদি ধুতি বা শাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে পার—তবে তাহারা সূতা কাটিতে পারে। পূর্ব্বে অনেক লোক এইভাবে সমিতিতে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করাইত। এখানকার অবস্থা আমি জানি না, তবে আমার মনে হয়

যে, সমিতিতে সূতা লইয়া ধুতি শাড়ী প্রস্তুত করিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে সূতা প্রস্তুত হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবে। ইতি—

৭৬

পরবর্তী দুইখানি পত্র বাসন্তী দেবীকে লিখিত

শ্রীচরণেষু মা,

আজ আপনার এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন প্রবাসী কারারুদ্ধ বাঙ্গালী আপনার নিকট সান্ত্বনার বাণী প্রেরণ করিতেছি, যে বিপদ আজ আপনাকে অভিভূত করিয়াছে তদপেক্ষা মহান বিপদ কোন মহিলার জীবনে ঘটিতে পারে না। যে শোক আজ আপনার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, তদপেক্ষা গভীর শোক কোনও হিন্দু নারীর জীবনে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার এই দুর্দ্দিনে আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। বিপদের ঘন কুজ্ঝটিকায় শোকের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ের বাণী যদি আপনার চরণে পৌছায় তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব।

যিনি গিয়াছেন তিনি আমাদেরও খুব আপনার জন ছিলেন। আজ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকল ভারতবাসীই কাঁদিতেছে—কিন্তু সব চেয়ে বেশী কাঁদিতেছে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়।

তাঁহার আত্মীয়-স্বজন—তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের বন্ধুরা—আজ তাঁহার জন্য কাঁদিতেছেন। সাহিত্য ও কলা জগতের মহারথীরা—এমন কি সকল ক্ষেত্রের ভাবুক সম্প্রদায়—আজ তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। অভাগা তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা আজ তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। যাহাদের জন্য তিনি তাঁহার সঞ্চিত ধন ও যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—যাহাদের সেবার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ, মান, স্বাস্থ্য ও

আয়ু উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—সেই দেশবাসীরা আজ তাঁহার শোকে অবসন্ন। কিন্তু বাঙ্গলার যে সব তরুণ প্রাণ তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উদ্ধৃত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল—যাহারা সুখে দুঃখে আঁধারে আলোয় তাঁহার আদেশ-বাণী অনুসরণ করিয়াছে—সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা কখনও বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে, কখনও বা কারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে—নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা কখনও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়ে নাই—যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা সখা ও গুরুর অপূর্ব্ব সমাবেশ পাইয়াছিল—আজ সেই সব তরুণ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়?

দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্মিমণ্ডিত পূর্ণরবির ন্যায় তিনি জীবন-মধ্যাহ্নেই অস্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি বিজয়-মুকুট পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দিব্যালোকে যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; সে তিমির-প্রাচীরের মধ্যে আলোক প্রবেশের তিলার্দ্ধ স্থানও নাই।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে—যেদিন বাঙ্গলার আকাশ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন, বাঙ্গলার বীরকেশরী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত। সেদিন নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ করিয়া এক অপূর্ব্ব মোহনীয় মূর্ত্তি বরাভয়হস্তা মহাশক্তিরূপে বাঙ্গলার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালী আপনার স্বরূপ চিনিয়াছিল; সেদিন বাঙ্গালী আপনাকে শুধু দেশ-নায়িকা নয়—দেশমাতৃকার আসনে বসাইয়াছিল। সেই গৌরবের, সেই আনন্দের, সেই উন্মাদনার দিন বাঙ্গলা ভুলে নাই, ভুলিতে পারে না। সেদিন বাঙ্গালী আপনাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও মানের সিংহাসনে বসাইয়া-ছিল, আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে আপনার সেই সিংহাসন অটুট রহিয়াছে। সেদিন হইতে আপনি শুধু চিররঞ্জন মাতা নন,—আপনি বঙ্গমাতা।

তাই বলি আমাদের এই বিপদের দিনে আপনিই আমাদের শক্তি সাহস ও সান্ত্বনা দিন, যে নিবিড় নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আজ সমগ্র দেশ নিমগ্ন—যে বিষাদ ও হাহাকারে আজ সোনার বাঙ্গলা শ্মশান-প্রায়—তার মধ্যে, নূতন আলোক বিকিরণ, নব শক্তির উন্মেষ ও নূতন উৎসাহ সঞ্চার—আপনি ভিন্ন আর কে করিতে পারে? যে আহ্বানে আপনি একদিন বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই আহ্বানে আপনি আর একবার বাঙ্গালীকে জাগান। যে মন্ত্র-বলে আপনি একদিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—সেই মন্ত্র লইয়া, মহাশক্তিরূপে, আপনি আর একবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউন। মুহূর্ত্তের মধ্যে অবসাদ ঘুচিবে—প্রাণে নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ আসিবে—আশার অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া দশদিক আবার সুখে হাসিয়া উঠিবে। বাঙ্গলার সকল তরুণ-প্রাণ আপনার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিবে, আপনার আশীষ লভিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবে এবং অর্জ্জিত জয়মাল্য আপনাকে ভূষিত করিয়া গাহিবে "বন্দে মাতরম্"।

ইতি—আপনার সেবকবৃন্দ
শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমদনমোহন ভৌমিক
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী

ম্যাণ্ডেলে সেণ্ট্রাল জেল
ইং ৬।৭।২৫

To
Mrs. C. R. Das
148, Russa Road South
Calcutta

৭৭

Mandalay Central Jail
10.7.25

মা,

এত দিন পত্র দিবার চেষ্টা করি নাই, কলমে ভাষা আসছিল না—হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে যখন খবর কাগজে দেখি—তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তারপর যখন সমস্ত কাগজে একই কথা দেখলাম—তখন বাস্তবের কাছে মাথা নোয়াতে হ'ল। তিনি নিজে আমাকে লিখেছিলেন যে ২।৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে আবার কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন। সকলেই আশা করেছিল যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ তিনি সমাপ্ত করবেনই। কিন্তু এর মধ্যেই বজ্রপাত! বজ্রপাতে লোকের শরীর-মন অল্পক্ষণের জন্য অবসন্ন থাকে—কিন্তু এ হেন অশনিপাতে অবসন্নতা সহজে দূর হয় না।

প্রথম কথা মনে হ'ল—আজ আমি যে সুদূর ব্রহ্মদেশে! হৃদয়ের প্রেরণা অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। এ দুঃখ আমার পক্ষে ভোলবার নয়। কারাগৃহ—কারার লৌহকপাট—কারার অসংখ্য গারদগুলি ইহার পূর্ব্বে কখনও এত বিষময় বলিয়া বোধ হয় নাই। ইচ্ছা হ'ল টেলিগ্রাম করে প্রাণের একটা কথা অন্ততঃ বলে পাঠাই—কিন্তু Conventional হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তাহা করলাম না।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে বহরমপুরে বদলি হ'ব। বিদায়ের সময়ে আমি তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে বললাম, "আপনার সঙ্গে বোধ হয় অনেকদিন দেখা হবে না।" তিনি উত্তরে হেসে বললেন, "না আমি তোমাদের বেশীদিন জেলে থাক্‌তে দিচ্ছি না।" হায়! তখন কি আমি

জানি যে আমার কথা এত বেশী সত্য হয়ে দাঁড়াবে—অদৃষ্টের কি পরিহাস!

আমি ৬ই জুনে তাঁর নিকট একখানি পত্র দিই—সে পত্র কি তিনি পেয়েছিলেন? তাঁর শেষ পত্র আমি এইখানেই পাই। সেই চিঠি এবং সেই চিঠির ভাষা তাঁহার ভালবাসার শেষ নিদর্শন। আমি সেই চিঠির উত্তরে ৬ই জুনে দার্জ্জিলিং-এর ঠিকানায় পত্র দিই।

কয়েকদিন হ'ল আপনার নিকট ১৪৮নং ঠিকানায় আমরা সকলে মিলে একটা Joint চিঠি দিয়েছি। সে চিঠি পেলেন কিনা তা' জানবার জন্য আমরা একটু উদ্বিগ্ন আছি। আপনার মনের অবস্থা যদি সে রকম না হয়—তা' হলে লৌকিকতার দরুন কোনও উত্তর দেবার প্রয়োজন নাই। প্রাপ্তি সংবাদ পেলেই আমাদের যথেষ্ট হবে।

তাঁর বন্ধুবান্ধব ও followerদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার appreciation লিখেছেন বা লিখিতেছেন। কিন্তু appreciation লিখবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা তাঁর এত নিকটে বাস করেছি এবং তাঁহার প্রাণের গভীরতা ও বিস্তৃতি এতটা অনুভব করেছি যেসেই অনুভূতি-জনিত বিহ্বলতার মধ্যে কিছু লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সান্ত্বনা দিবার ভার যাঁদের উপর—আশা করি তাঁহারা সে-কর্ত্তব্য পালন করেছেন। আমার কি সান্ত্বনা দিবার শক্তি আছে? আমারই যে সান্ত্বনার প্রয়োজন। তাই বলি আপনাকে ভগবানই শক্তি ও সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

ভোম্বলকে পত্র দিয়েছিলাম—তার উত্তর পেয়েছি। প্রত্যুত্তর আগামী সপ্তাহে দিব।

আমি বাহিরে থাকিলে আমার সেবার কোনও ফল হত কিনা জানি না। আমার সেবার প্রয়োজন হ'ত কিনা—তা'ও জানি না। কিন্তু

সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আজ যে সেবার সুযোগ আমার নাই—এই কথা যেন ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। এবং ব্যর্থ বাসনা ও ততোধিক ব্যর্থ প্রয়াস যেন বারে বারে বদ্ধ দুয়ারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। যেখানে মানুষ সামর্থ্য-হীন—সেখানে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আমি আবার প্রার্থনা করি তিনিই আপনাকে সান্ত্বনা ও শক্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমায় ধন্য করুন।

ইতি—

আপনার সেবক

শ্রীসুভাষ

(C/o D.I.G., I B, C.I.D.
13, Elysium Row
Calcutta)

Mrs. C. R.Das
2, Beltala Road
Calcutta.

৭৮

পরবর্তী দুইখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল

১৭.৭।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দীর্ঘদিন আপনার পত্র না পাইয়া উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। * * আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনার পত্র এখানে আটক করা হইতেছে। * * * *

প্রায় ১০ দিন পূর্ব্বে মিসেস দাশের নিকট একটি যুক্ত শোকবার্ত্তা আমরা পাঠাইয়াছিলাম। এ অবস্থায় উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে এ আশা আমি করি না, আর উত্তর দিবার মত মানসিক অবস্থা না থাকিলে ঐ কষ্ট করারও এখন কোনও প্রয়োজন নাই। শুধু একটি কথা জানিতে ইচ্ছা হয়, উহা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে কিনা। * * *

স্যার তামানি ব্যানার্জ্জীর বই "A Nation in Making" সবে মাত্র পাইয়াছি। ইহা পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে বোধ হইতেছে।

* * *

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৭৯

মান্দালয় সেণ্ট্রাল জেল

২২।৭।২৫

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দীর্ঘদিন পরে আপনার পত্র পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের সকলের সংবাদ জানিবার জন্য আপনার নিকট একটি তার করিব ঠিক করিয়াছিলাম।

আপনাকে কিরূপ ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহা আমি জানি; তাই আমার মনে হয় আপনার সময়াভাব হইলে আর কাহাকেও আমার কাছে পত্র দিবার জন্য আপনার বলা উচিত।

* * *

না, দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ সংক্রান্ত কোনও তার আমি পাই নাই। আপনার ১৫।৭।২৫ তারিখের যে পত্রে আপনি ঐ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন উহা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি জানিতেই পারি নাই যে এরূপ কোনও তার আমার নামে আসিয়াছিল। * *

* * *

* * হোমিওপ্যাথির উপর দেশবন্ধুর এরূপ গভীর বিশ্বাস ছিল যে অন্য কোনও চিকিৎসায় তাঁহাকে রাজী করানো যাইত না। যাহা হউক, শ্যামাদাস কবিরাজের ধারণা এই যে, তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং হিতৈষীরাই তাঁহাকে কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে দেন নাই।

ফরোয়ার্ডের দেশবন্ধু সংখ্যা খুব ভাল হইয়াছে, এ সংবাদ আমি রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে পড়িয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া চীফ সেক্রেটারীর নিকট এক কপি পাঠাইবেন যাহাতে উহা আমার নিকট পৌঁছে। এখানে আমাকে "ফরোয়ার্ড" দেওয়ার হুকুম নাই; তাই ঐ সংখ্যাটির জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

ফরোয়ার্ডের সম্পাদকমণ্ডলীতে দেশবন্ধুর স্থলে কাহাকে মনোনীত করা হইয়াছে? আপনি উহাতে নূতন কোনও পদ গ্রহণ করিয়াছেন কি?

* * *

ভাল কথা, ফরোয়ার্ডের নূতন সম্পাদক কে হইয়াছেন—মিঃ পি. কে. চক্রবর্ত্তী কি?

মেয়রের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলিতে চাই না। এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তই লওয়া হউক না কেন, ভোট দানের সময় ভারতীয় সদস্যগণ যে সত্য সত্যই একমত হইয়াছিলেন এজন্য আমি আনন্দিত।

হ্যাঁ, আই. জি. অব প্রিজন্স্‌ও তাঁহার নিজস্ব বিষয়ে গবেষণা চালাইতেছেন। Administration Report-এর বার্ষিক সংখ্যায় সম্প্রতি তাঁহার যে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা

এই যে, দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা মৌলিক গবেষণা আর কি হইতে পারে ?

*　　*　　*

আশা করি নানা কাজের চাপের মধ্যেও আপনি স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে ভুলিবেন না। * * * অসুখ হওয়ার পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া অনেক ভাল এবং শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই আপনি সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। * *

*　　*　　*

আমি এবার বাঙ্গলা সাহিত্য লইয়া কিছু কিছু পড়াশুনা করিব ভাবিতেছি; কিন্তু বইপত্র এখানে কিছু নাই। গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াও কোনও ফল হইতেছে না, কেননা তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক বই-ই মঞ্জুর করিয়া থাকেন। আমি বুক কোম্পানীতে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলিতে চাই যাহাতে সরাসরি তাঁহাদের নিকট অর্ডার দিয়া বই আনাইয়া লইতে পারি। কারামুক্তির পর আমি তাঁহাদের সব টাকা শোধ করিয়া দিব। দরকার হইলে সুদ দিতেও আমি প্রস্তুত আছি।

এখানে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে এবং আগের চাইতে আমি একটু ভাল বোধ করিতেছি। আগস্ট মাস নাগাদ পরিষ্কার আবহাওয়ার মুখ দেখা যাইতে পারে। যদি শীত আসা পর্য্যন্ত এরূপ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব থাকে তাহা হইলে পড়াশুনায় অধিক মনোনিবেশ করিতে পারিব আশা করি। আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না।

*　　*　　*

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৮০

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

৭।৮।২৫

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আমি অনেকদিন হ'ল আপনাকে কোন পত্র দিই নাই। এ সপ্তাহে মেজদাদাকে লেখবার মত কিছু নাই, তাই আপনাকে লিখতে বসেছি। আপনাকে কাজের সম্বন্ধে লেখবার প্রয়োজন নাই, তাই ঘরকন্না সম্বন্ধে লিখিব।

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। অর্থাৎ যেখানে মধুর অভাব, সেখানে গুড় দিয়ে মধুর কাজ সারা উচিত, তাই ছোট ছেলেপুলের অভাব এখানে বেরালছানা দিয়ে মেটান হয়। আমি ছোট ছেলেমেয়ে খুব পছন্দ করি কিন্তু বেরালছানা আমার ভাল লাগে না—বিশেষতঃ যেখানে সব কয়টা বেরালই বদরঙের। তা' আমার কথা কেহ শুনতে চায় না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বেরাল ভালবাসে—আর যে সব গরীব কয়েদীরা আমাদের গৃহস্থালীর কাজ করে তারাও বেরাল ও বেরালছানাকে আদর করে। এইসব লোকের বেরাল প্রীতির ফলে এখানে বেরালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখানে বেরাল সবচেয়ে ভালবাসে যে লোকটি মেথরের কাজ করে—তাকে সবাই "ময়লা-লু" বলে, তার আসল নাম "লবানা"। আর ময়লা সাফা করে বলে তার নাম সবাই রেখেছে "ময়লালু"—বর্ম্মা ভাষায় "লু" মানে "লোক" বা "মানুষ"। সে ময়লা সাফা করে অতএব তার নাম "ময়লালু"। "ময়লালু" কথাটা ভাল লাগে না বলে "মলয়ালু"—তার থেকে ভাল নাম দাঁড়িয়ে গেছে "মলয়"। আমাদের "মলয়" যখন শোয়—তখন তার মাথার কাছে বেরাল, বুকের উপর বেরাল, পায়ের কাছে বেরাল। চতুর্দ্দিকে বেরালের পরিবারের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সে

ঘুমোয়। নিজের খাবারের অংশ থেকে সে খাবার বাঁচিয়ে বেরালকে খাওয়ায়—আর আমাদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে বেরালছানাকে দুধ খাওয়ায়। আর সে যখন একবার তু বলে ডাক দেয় রাজ্যের বেরাল তার কাছে ছুটে আসে। ইতি বেরাল কাহিনী সমাপ্ত।

আমাদের গৃহস্থালী নেহাৎ ছোট নয়। পরিবারের সংখ্যা ৯ জন। তবে বলা বাহুল্য যে সকলেই পুরুষ। চাকরটাকর নিয়ে মোট২০ জনের বেশী বই কম নয়। জেলের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র জেলে আমরা বাস করি। এখানকার লোকেরা কি বাবু কি চাকর—জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে পায় না। আমাদের সংসারের মধ্যে বাবুর্চী, মশালচী, মেথর, ঝাড়ুদার ইত্যাদি সবরকম লোক আছে। বসতবাটী ছাড়া এই ক্ষুদ্র জেলের মধ্যে রান্নাঘর,পুখুর,খেলবার জন্য টেনিসকোর্ট প্রভৃতি আছে। স্নানের ঘর গত ৬ মাস ধরে তৈয়ারী হচ্ছে। কবে তৈয়ারী শেষ হবে তা শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বলতে পারে না।

বুঝতেই পারছেন যে এই বৃহৎ সংসারে সকলেই কয়েদী—কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী আর কেহ আমার মত বিনাবিচারে সরকারের হুকুমে কয়েদী। আপনারা চোর-ডাকাতের নাম শুনে বোধ হয় নাক সিঁটকোবেন, কিন্তু এখন জেলের কয়েদীদের উপর আমার আর ঘৃণার ভাব নাই। এদের মধ্যে অনেকেই বিপদে পড়ে অথবা বাধ্য হয়ে অন্যায় করে এবং অনেকেই বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আছে এবং ভাল অবস্থায় পড়লে তারা যে ভাল হতে পারে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে বলে—"গৃহিণী গৃহং উচ্যতে" অর্থাৎ গৃহিণী না থাকলে গৃহ নাকি গৃহই নয়। আমাদের এখানে গৃহ আছে কিন্তু গৃহিণী নাই। গৃহিণীর অভাবে আমাদের একজন ম্যানেজার বাবু নিযুক্ত করা হয়েছে—বলা বাহুল্য যে ম্যানেজার বাবু আমাদের মত একজন বিনা-বিচারে কয়েদী। তিনি হিসাবপত্র রাখেন; দৈনিক বাজারের ফর্দ্দ তৈয়ারী করে দেন এবং গৃহস্থালীর কাজ সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা,

আমাদের এই বিশাল সংসার তাঁর অঙ্গুলি চালনায় চলে। খাওয়া-পরার জন্য তাঁকে আমরা দায়ী করি এবং খাওয়া খারাপ হলে তাঁকে গালাগালি দিতে ছাড়ি না। আমাদের এই সংসারের নাম রাখা হয়েছে—অমুক বাবুর হোটেল।

এখানকার খাওয়াদাওয়া সাধারণতঃ মন্দ নয়—তবে আজ কয়েকদিন হ'ল খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোল বেঁধেছে। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তা এখন বুঝতে পারছি না। বাঙ্গালীর মিষ্টান্ন বাদে এখানে জিনিষপত্র মন্দ পাওয়া যায় না—তবে জিনিষপত্রের দাম বড় বেশী। ম্যানেজার বাবুর কৃপায় এখানে আমাদের উঠানের এককোণে মুরগীশালা খোলা হয়েছে—সেই ঘরের মধ্যে কতকগু'ল মোরগ ও মুরগী স্থান পেয়েছে। সকাল সন্ধ্যা এই সব পক্ষবিশিষ্ট জীবের "কক্কর কোঁ" শব্দে আমি অস্থির হয়ে উঠি—কিন্তু এই মধুর রব না শুনলে ম্যানেজার বাবুর নাকি ঘুম হয় না।

উঠানের মধ্যে একটা ছোট পুখুর আছে। তাতে আমাদের নাক পর্য্যন্ত জল ধরে। সেই পুকুরের জল পরিষ্কার থাকলে আমরা লম্ফঝম্ফ করে, একটু সাঁতার কাটবার চেষ্টা করি। অবশ্য যেখানে ডোববার ভয় নাই—সেখানে সাঁতার ভাল হয় না। কিন্তু আমি গোড়ায় বলেছি মধুর অভাবে লোকে গুড় খায়—আমরাও নদীর অভাবে বড় চৌবাচ্চায় সাঁতার দিয়ে মনকে প্রবোধ দিই।

ম্যানেজার বাবুর চেষ্টায় এই উঠানের মধ্যে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হয়েছে। তবে তার মধ্যে গন্ধহীন সূর্য্যমুখী ফুলই বেশী, এ রাজ্যে সুগন্ধি ফুল পাওয়া সহজ নয়। জানি না এটা দেশের গুণ কি জেলের গুণ। জেলের মধ্যে যে সব রজনীগন্ধা ফুল ফোটে সেগুলোর সুগন্ধি নাই বলে মনে হয়।

আমার কাহিনী আজ এখানেই অসমাপ্ত রাখতে হবে—তা না হলে এ সপ্তাহের ডাক যাবে না। কাহিনী সকলকে পড়ে শোনাবেন, মেজদাদাকেও। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ীতে পত্র দিই। যদি

কোনও সপ্তাহে আমার পত্র না পান তবে এখানকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়ে আমার খবর নেবেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন—এবং আমার কাহিনী ভাল লাগল কিনা জানাবেন। যদি ভাল লাগে তা হলে আমি আরও লিখতে পারি। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

সুভাষ

৮১

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

মান্দালয় জেল

১২।৮।২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার "স্মৃতিকথা" তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্‌কা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশী।" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তার অনুগ্রহ, কর্ম্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল—"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।" বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে তা' হলে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয়, "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে!...."আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যারা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মতনির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্য-চরিত্র বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত--এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বলিতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো মা'র (বাসন্তী দেবীর)

মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচে গেছে।"

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন—"লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্দ্ধ সত্যে বাঙ্গলার সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তৃতাটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণ-ধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ণ গৌরব ঘুরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা বাহিরের লোক জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্ম্মভার—এই দুয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এবং অনেকটা

সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খৃঃ ধরপাকড়ের সময়ে স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন যে একে একে তাঁর পরিবারে প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এ রকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্ত্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক চলে, কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারিনি। শেষে তিনি বলেন, "এটা আমার আদেশ—পালন করতে হবে।" তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কিনা—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল, তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থ, তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব্ব প্রথমে ভোম্বল যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও ঊর্মিলা দেবী যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে মুহূর্ত্তে আসবে তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোক-চক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে। আমার মনে হয় যে, মহাপুরুষের

মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বসুমতী'তে আমি দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ও অনুগত কর্ম্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ, কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা বলিতে পারি না।... দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্ম্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকাল-মৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা ও তার অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা'হলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকলমা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না, অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে কোন সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

"সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

কেন এ পত্র লিখে ফেল্লুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কখনও মনে আসেনি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসতে লিপিবদ্ধ করলুম। যখন লিখে ফেলেছি—তখন

পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখি না, যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C/o D.I.G., I.B., C.I.D
13, Elysium Row
Calcutta.

৮২

শ্রীযুক্ত এন সি কেলকারকে লিখিত এই পত্রখানা সেন্সর কর্তৃক আটক করা হইয়াছিল এই যুক্তিতে যে, ইহাতে "গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করা হইয়াছে"।

—সম্পাদক

মান্দালয় সেণ্ট্রাল জেল

উত্তর বর্মা

২০।৮।২৫

প্রিয় মিঃ কেলকার,

গত কয়েক মাস যাবৎই আপনাকে পত্র লিখিয়া কয়েকটি খবর জানাইব বলিয়া ভাবিতেছিলাম যাহা আপনার কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারে। জানি না আপনি অবগত আছেন কিনা যে গত জানুয়ারী মাস হইতে আমাকে এখানে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। বহরমপুর জেলে (বাঙ্গলা) থাকা কালে যখন জানুয়ারীর শেষাশেষি মান্দালয়ে বদলির হুকুম আসিল তখন আমার মনে হয় নাই যে এই মান্দালয়ে জেলেই স্বর্গতঃ লোকমান্য তিলক তাঁহার দীর্ঘকাল-ব্যাপী কারাবাসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও আমি ভাবিতে পারি নাই যে, এই জেলের চার দেওয়ালের মধ্যেই নানা প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও স্বর্গতঃ লোকমান্য তাঁহার বিখ্যাত গীতা-ভাষ্য লিখিয়াছিলেন যাহা, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁহাকে শঙ্কর ও রামানুজের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত একাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

লোকমান্য যে ওয়ার্ডে বাস করিতেন উহা এখনও আছে ; তবে উহাকে নব পরিকল্পনায় আরও বড় করা হইয়াছে। আমাদের ওয়ার্ডের মতই কাঠের বেড়া দ্বারা ইহা এমনভাবে তৈরী যে, গ্রীষ্মকালে তাপ ও রৌদ্র, বর্ষাকালে বৃষ্টি, শীতকালে শীত—এমন কি সারা বৎসর ধরিয়া যে ধূলার ঝড় বহে উহা হইতে আত্মরক্ষার কোনও উপায়ই নাই। এখানে আসিবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ওয়ার্ডটি আমাকে দেখানো হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে আমার এই নির্ব্বাসনকে খুশী মনে গ্রহণ করিতে পারি নাই ; তবু আমি ঈশ্বরকে এজন্য ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম যে, স্বদেশ ও স্বগৃহ হইতে মান্দালয়ে এই বাধ্যতামূলক নির্ব্বাসনের ফলে স্মৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে যাহা আমার পক্ষে সান্ত্বনা ও প্রেরণাস্বরূপ হইবে। অন্যান্য জেলের মত এই জেলও নোংরা, একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন ; তবু ইহা আমার কাছে এক পবিত্র তীর্থভূমি। কারণ এখানে ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান একাদিক্রমে ছয় বৎসর কারাবাস করিয়া গিয়াছেন।

লোকমান্যের এই ছয় বৎসরব্যাপী কারাবাসের কথা আমরা সকলেই জানি কিন্তু যে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়া তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল সে খবর আমরা খুব কমসংখ্যক লোকই রাখি একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। ভাবের আদানপ্রদান চলিতে পারে এমন কোন সঙ্গী তাঁহার ছিল না—ফলে তাঁহাকে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতে হইত। এ বিষয়ে আমি নি.সন্দেহ যে, তাঁহাকে আর কোনও বন্দীর সঙ্গে মেলামেশা পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হইত না। বই-ই ছিল তাঁহার একমাত্র সঙ্গী এবং একাকী একটি ঘরে তাঁহাকে বাস করিতে হইত। এখানে অবস্থানকালে তাঁহাকে দুই তিনবারের বেশী কাহারও সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এমন কি যে কয়বার তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাতেও পুলিস ও জেল কর্ত্তৃপক্ষ সম্মুখে

উপস্থিত ছিলেন যাহার ফলে সহজ ও খোলাখুলিভাবে তিনি কোনও আলাপ আলোচনা চালাইতে পারেন নাই।

তাঁহাকে পত্রিকা পড়িতে দেওয়া হইত না। তাঁহার মত একজন বিশিষ্ট ও মর্য্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাকে বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখার চেষ্টা নির্য্যাতন ছাড়া আর কিছু নয় এবং এ যন্ত্রণা যে ভোগ করিয়াছে সে-ই শুধু আমার কথার সত্যতা অনুধাবন করিতে পারিবে। উপরন্তু তাঁহার কারাবাসের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি লড়িয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানে উহা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—এমন কোনও সান্ত্বনাও তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণার বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। তিনি পেনাল কোডের ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং এখনকার রাজনৈতিক বন্দীদের অপেক্ষা অনেক বেশী কঠোর বিধিনিষেধ তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইত। ঐ সময়ে তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। এখন মান্দালয়ের জলবায়ু যেরূপ, লোকমান্য যখন এখানে ছিলেন তখনও উহা অবশ্যই সেরূপ ছিল। আর যদি এখনকার যুবকেরাও স্বীকার করেন যে, উহা লোককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, অজীর্ণতা ও বাতরোগ ডাকিয়া আনে এবং প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে ধ্বংস করিয়া দেয় তাহা হইলে লোকমান্যের মত একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিকে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করিতে হইয়াছে!

জেলের মধ্যে লোকমান্য নীরবে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাঁহার কতটুকুই বা আমরা জানি! যে সকল যন্ত্রণা একজন বন্দীর জীবনকে মাঝে মাঝে দুঃসহ করিয়া তোলে সে সম্বন্ধে কয়জনই বা খবর রাখে! গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তিনি হয়তো এ সকল যন্ত্রণার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কখনও তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই।

বার বার আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি যে, কি অবস্থার মধ্যে লোকমান্য তাঁহার মূল্যবান জীবনের দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং বার বার নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছি,—"যদি যুবক বন্দীদেরই এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে লোকমান্যের মত একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাঁহার সময়ে কত বেশী কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছে যাহা তাঁহার দেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত ছিল।" ঈশ্বর এই পৃথিবীর স্রষ্টা কিন্তু জেলগুলি মানুষ তৈরী করিয়াছে। ইহা এক পৃথক জগৎ এবং সভ্য সমাজের ধ্যান-ধারণার দ্বারা ইহা চালিত হয় না। আত্মার মৃত্যু না ঘটাইয়া এই বন্দীজীবনের সহিত মানাইয়া চলা সহজ ব্যাপার নয়। পুরানো অভ্যাস সমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে—অথচ স্বাস্থ্য ও শক্তিও নষ্ট করা চলিবে না; জেলের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হইবে আবার হার স্বীকার না করিয়া মনের প্রফুল্লতা ও শান্তিটুকুও বজায় রাখিতে হইবে। এই যন্ত্রণা ও পরাধীনতার মধ্যেও কারাবাসের অমানুষিক প্রতিক্রিয়া তুচ্ছ করা এবং মানসিক স্থৈর্য্য বজায় রাখিয়া গীতা-ভাষ্যের মত একটি বিরাট যুগসৃষ্টিকারী পুস্তক রচনা করা—এ শুধু লোকমান্যের মত অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন একজন দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব।

যদি কেহ জানিতে ইচ্ছুক হন যে, এরূপ প্রতিকূল, ক্লান্তিকর ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতির মধ্যেও লোকমান্যের গীতা-ভাষ্যের মত একটি বিরাট ও মহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে পাণ্ডিত্য ছাড়াও কি পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি, গভীর সাধনা ও সহনশীলতার প্রয়োজন তাহা হইলে তাহার কিছুদিন জেলে বাস করা উচিত। আমি আমার নিজের কথা বলিতে পারি, এ বিষয়ে যতই আমি চিন্তা করি ততই শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া যাই। আশা করি দেশবাসী লোকমান্যের মহত্ত্বের পরিমাপ করিবার কালে এ সকল বিষয় মনে রাখিবেন। তিনি বহুমূত্রের রোগী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকালব্যাপী

কারাবাসের সেই দুঃসহ মুহূর্ত্তগুলিতে নিজ প্রতিভা ও অবিচল সংগ্রামের আদর্শের দ্বারা মাতৃভূমিকে এরূপ একখানি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সম্মুখের সারিতে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য ; লোকমান্য তাঁহার কারাবাসকালে উহা অস্বীকার করিয়াছিলেনবলিয়াই প্রকৃতি তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইয়াছিল। এবং আমার মনে হয়, সত্য কথা বলিতে গেলে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই যেরূপ দেশবন্ধুর মৃত্যুর সূচনা হইয়াছিল সেরূপ মান্দালয় জেল হইতে মুক্তি পাইবার কালেই লোকমান্যের মৃত্যু আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহে খুবই পরিতাপের বিষয় যে, এভাবেই আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদিগকে হারাইব ; অথচ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, এই শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যদি কোনও প্রকারে রোধ করা যাইত।

গভীর শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

২০।৮।২৫ আপনাদের
শ্রীযুক্ত এন সি কেলকার সুভাষচন্দ্র বসু
পুণা।

(ইংরাজী হইতে অনদিত)



প্রভাবতী বসু

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

১১।৯।২৫

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার চিঠি পেয়ে যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যে রস উপভোগ করেছেন তা' জেনে সুখী হয়েছি—কারণ মধ্যে ২ আশঙ্কা হয় যে হয়তো জেলে থাকতে থাকতে জীবনের সব রস শুকিয়ে যাবে। শাস্ত্রে বলে "রসো বৈ সঃ"—অর্থাৎ ভগবান নাকি রসময়। সুতরাং রস যে লোক হারিয়েছে—সে যে জীবনের সারবস্তু—আনন্দ—হারিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—তার জীবন তখন ব্যর্থ, নিরানন্দ ও দুঃখময়। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যদি আনন্দ পান, তাহলে বুঝতে পারব যে আমি আনন্দ দিবার ক্ষমতা এখনও হারাই নাই। পৃথিবীর বড় বড় লোকেরা—যেমন দেশবন্ধু, রবি ঠাকুর ইত্যাদি—অনেক বয়স পর্য্যন্ত, এমন কি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত—আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি হারান না। সে আদর্শ আমাদের পক্ষে অনুকরণীয়।

যাক্—বক্তৃতা রেখে এখন গল্প করি। এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যা শুনলে আপনারা মনে করবেন বুঝি নাটক অথবা উপন্যাসের কথা বলছি। আমাদের মলয় হঠাৎ খালাস পেয়ে বাড়ী চলে গেছে। তার সাত বৎসর মেয়াদ হয়েছিল এবং প্রায় সাড়ে তিন বৎসর মেয়াদ সে ভোগ করেছিল। গভর্ণমেণ্টের নূতন নিয়ম অনুসারে যাদের বেশী মেয়াদ হয়, তাদের মেয়াদের অর্দ্ধেকটা···ভোগ হয়ে গেলে, তারা খালাস পেতে পারে। সে নিয়মানুসারে হঠাৎ একদিন খবর এলো যে মলয় কালই খালাস পাবে। যার তিন বৎসর মেয়াদ বাকী আছে, সে যদি হঠাৎ খবর

পায় কালই খালাস পাবে, তবে তার মনের অবস্থা কি রকম হবে—তা হয় তো কল্পনা করতে পারেন। বহুদিন যাদের দেখে নাই, বহুদিন যাদের খবর পায় নাই, বহুকাল যাদের দেখা পাবার আশা ছিল না—হঠাৎ তাদের সব কথা সব স্মৃতি যখন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তখন বোধ হয় মানুষের মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আমরা মনে করেছিলাম যে হঠাৎ খালাসের খবর পেয়ে সে আনন্দে নৃত্য করবে—কিন্তু তা যখন করলে না তখন বুঝতে পারলাম যে অত্যন্ত আনন্দের চাপে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। মনের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলছে "কাউণ্ডে কাউণ্ডে" অর্থাৎ "ভাল ভাল।"

তার খালাসের পূর্ব্বদিনে তাকে কাছে বসিয়ে তার বাড়ীর সব খবর জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম তার দুইটি স্ত্রী, এবং দুইটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। এক স্ত্রীর কোন সন্তান হয় নাই। বহুকাল, অর্থাৎ প্রায় চারি বৎসর, এদের সম্বন্ধে কোনও খবর পায় নাই। তাই খালাসের সময়ে তাদের মঙ্গল সম্বন্ধে অমঙ্গল চিন্তা করে মনটা আকুল হয়েছে। তারা সকলে বেঁচে আছে কিনা—তারা কেমন আছে এই সব চিন্তা এতদিন এক রকম চাপা ছিল। কিন্তু খালাসের সময়ে এই কথা মনে আসতে একদিকে আনন্দ হচ্ছে এবং অপর দিকে নানা প্রকার চিন্তা মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই কারণে ও খালাসের খবর পেয়েও বেশী আনন্দ করতে পারে নাই।

তারপর তার বাড়ীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে শুনলাম যে সে গ্রাম্য জমিদার কি রাজা। পূর্ব্বে তারা একেবারে স্বাধীন ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য বর্ম্মীদের রাজাদের সহিত লড়াই করেছিল। তারপর ইংরাজের অধীনে তারা গিয়ে পড়ে। মধ্যে প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে, খাজনা বন্ধ করাতে ইংরাজের সহিত তাদের লড়াই হয়। সেই লড়াইতে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরে। শেষে হার মেনে সে পলায়ন করে। প্রায় তিন বৎসর লুকিয়ে থাকবার পর তার

বৈমাত্রেয় ভাই তাকে এবং তার ভাইকে ধরিয়ে দেয়। তার ভায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং তার অর্থাৎ মলয়ের সাত বৎসর মেয়াদ হয়।

তারপর মলয় তার শরীরের অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন দেখাইল সে সবগুলি যুদ্ধের সময়ে আঘাতের চিহ্ন। তারপর আমরা বর্ম্মাদেশের ইতিহাস শুনে দেখলাম যে তার কথা সত্য বটে। তার খালাসের পরও সেই দেশের অন্যান্য কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে মলয়ের কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

একজন গ্রাম্য রাজাকে আমরা মেথর করে রেখেছি একথা শুনে আমরা লজ্জায় মাথা হেঁট করলাম। শেষে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কেন মেথরের কাজ করতে স্বীকার করল। অত্যন্ত দুঃখের সহিত সে বললে—"কি করব—জেলের হুকুম! এখানে কি আর মানুষ আছি—এখানে কুকুর হয়ে গেছি। আবার বাহিরে গেলে তখন মানুষ হব।"

তার করুণ কাহিনী শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—ভবিষ্যতে সে কি করবে। অনেক চিন্তা করে বললে,—"এখনও কিছু স্থির করতে পারি নাই। আমার বৈমাত্রেয় ভাই আবার শত্রুতা আচরণ করবে কিনা জানি না—কারণ আমার অবর্ত্তমানে সে-ই জমিদারী ভোগ করছিল। ভয় হয়—হয় তো আমার কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে।"

যাবার সময়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বাড়ীতে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবে কিনা। তখন গদগদ কণ্ঠে বল্লে—"বেঁচে থাকতে আপনাদের স্নেহের কথা ভুলব না—এবং আমার ছেলে ও নাতিদের কাছে আপনাদের গল্প করব।"

এখন আপনারা বলুন তো যে এ ঘটনা সত্য বলে মনে হয়, না উপন্যাসের গল্প বলে মনে হয়? ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে সত্য ঘটনা অনেক সময়ে গল্পের চেয়েও অলৌকিক বলে বোধ হয়। এও তাই।

বর্ম্মা ভাষা ভালো রকম শিখতে পারি নাই—তবে সাধারণ কথাবার্ত্তা চালাবার মত কিছু কিছু শিখেছি। বর্ম্মাদের মধ্যেও কেহ কেহ ইংরাজী বা হিন্দুস্থানী জানে তাদের সাহায্য নিয়ে বর্ম্মা কথা আমরা বুঝে থাকি। মোটের উপর একটু অসুবিধা হলেও আমরা কোন রকমে কাজ চালিয়ে নি।

টেনিস কোর্টের দরুন আমরা কতকটা ব্যায়াম করতে পারি। তা না হ'লে বোধ হয় বাতগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতুম। এম্‌নি তো বাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে ব'লে বোধ হয়। পূর্ব্বে আমরা ব্যাড-মিণ্টন খেলতে পেতাম। ব্যাডমিণ্টন আমি চিরকাল মেয়েদের খেলা বলে মনে করতাম এবং সেইজন্য কখনও খেলি নাই। জেলে এসে সব উল্টে যায়—তাই আবার শৈশব ফিরে আসে এবং আমরা ব্যাডমিণ্টন খেলতে আরম্ভ করি। প্রথমে যে একটু লজ্জা হ'ত না তা বলতে পারি না। তবে শাস্ত্রে বলে যে মধু না পাওয়া গেলে গুড় ব্যবহার করা উচিত। তাই অন্য খেলার অভাবে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলা খেলে আশ মেটাতে হ'ত। আমাদের সব সময়ে জেলখানার মধ্যে আর একটা ক্ষুদ্র জেলে বাস করতে হয়—আমাদের ওয়ার্ডের (ward) বাহিরে আর কাহারও সহিত মিশিবার উপায় নাই। অধিকাংশ জেলে আমাদের কপালে এরূপ ward (ওয়ার্ড) জুটতো—যে কোন রকমে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার মত জায়গা করে নেওয়া যায়। এখানে একটু জায়গা বেশী থাকাতে টেনিস খেলা সম্ভব হয়েছে। তাতেও মুস্কিল এই যে বলগুলি প্রায় দেয়াল পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে। আর যে গুলি বাইরে যায় না সেগুলি দেওয়ালের গায়ে আঘাত খেয়ে আবার কোর্টের মধ্যে এসে পড়ে। তবুও—"নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।"

পুখুরের জল বাড়বার উপায় নাই। কারণ বাড়লেই উপছে নর্দ্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর মধ্যে মধ্যে পুখুর খালি করে নূতন জল ভরতে হয়। বস্তুতঃ চৌবাচ্চা না বলে পুখুর বলবার কোনও

কারণ নাই। তবে ব'লে মনকে বোঝান যায় যে পুখুরে স্নান করেছি।

এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করি এখানেই মায়ের পূজা করতে পারব। তবে খরচ নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত ঝগড়া চলছে, দেখা যাক কি হয়। পূজার কাপড় এখানে পাঠাতে যেন ভুল না হয়—বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটবে।

আমাদের হোটেলে সবই পাওয়া যায়। সেদিন ম্যানেজার বাবু আমাদের গরম গরম জিলিপী খাওয়ালেন—আর আমরাও দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলাম তিনি যেন চিরকাল জেলেই থাকেন। তার পূর্ব্বে রসগোল্লা খাইয়েছিলেন যদিও গোল্লা রসে ভাসছিল তবুও ভিতরে রস ছিল না এবং ছুড়ে মারলে রগ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমরা সেই লৌহবৎ রসগোল্লা নিশ্চিন্তমনে গলাধঃকরণ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে ম্যানেজার বাবুর দীর্ঘায়ু কামনা করেছিলাম।

আমরা যখন বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালী রকমের রান্না নিশ্চয় হয়। ম্যানেজার বাবু স্থির করেছেন যে জগতে একমাত্র পেঁপেই সত্য—তাই ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, তরকারীতে, ডালনায়—সর্ব্বত্র পেঁপে পাওয়া যায়। আর যেহেতু আমাদের ম্যানেজার বাবু half-doctor অর্থাৎ আধা-ডাক্তার—তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বেশী পরিমাণে পেঁপে ভক্ষণ করলে পেটের অবস্থা ভাল থাকবে। চলতি কথায় বলে—"খাওয়ার মধ্যে থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।" এখানে থোড়ও পাই না আর বড়িও পাই না। তাই বলতে ইচ্ছা করে নিরামিষ রান্নার মধ্যে পেঁপে, বেগুন, শাক, পেঁপে। ভাগ্যিস পাঁঠা ও মুরগীটা খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাই ম্যানেজারের গুণগান করতে পারছি—তা না হলে কি হোত, বলা শক্ত।

এটা কিন্তু না বললে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে যে এর মধ্যে ম্যানেজার বাবু অনেক অনুরোধের ফলে ধোঁকার

ডাল্‌না, ছানার কালিয়া ও ছানার পোলাও খাইয়েছেন। অতএব তাঁর জয় হ'ক। দুর্মুখেরাও যেন তাঁহার নিন্দা কখনও না করে!

বাগানের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। এখানে বাগানের অবস্থা শোচনীয়। ফুলের বীচি লাগান হয়েছিল পিঁপড়ে ও পোকার উপদ্রবে বেশী গাছ গজায় নি। যে কয়টি হয়েছিল মুরগী কয়টা মিলে সেগুলি ধ্বংস করেছে। ফলে, গাছের মধ্যে এখন দাঁড়িয়েছে সূর্য্যমুখী এবং ঐ জাতীয় দুই এক রকম গাছ। রজনীগন্ধা গাছ কয়েকটা আছে কিন্তু গন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গন্ধ ও গানের অভাব সময় সময় বোধ করি। কিন্তু উপায় কি?

এ মুলুকে ভাল চা পাওয়া যায় না—তাই কলিকাতা থেকে ভাল চা আনবার জন্য দোকানে আমরা ফরমাস দিয়েছি। এখানকার লিপ্‌টন ও ব্রুকবণ্ড চা অখাদ্য এবং উভয়ই বিলাতী। আমি গত চিঠিতে খলের কথা লিখেছিলাম। একটা ভাল খল কবিরাজী ঔষুধ খাবার জন্য। এবং খুড়োকে বলবেন ভালো চায়ের দোকানের ঠিকানা আমাকে জানাতে। আমরা দার্জ্জিলিঙের অরেঞ্জ পিকো (Orange Pekoe) চা খাই। এখানকার দোকানে ফরমাস দিয়ে আমরা কলকাতার সেই দোকান থেকে চা আনাবো।

সবচেয়ে সুন্দর এখানকার ইলিশ মাছ। দেখতে ঠিক গঙ্গার ইলিশ। কিন্তু গঙ্গার অথবা বাঙ্গালার ইলিশের মত একটুও স্বাদ নাই। খাবার সময় বলতে পারা যায় না কি মাছ। মাছের মধ্যে রুই ভিন্ন ভাল মাছ পাওয়া যায় না। চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় বটে—কিন্তু আগুন দর।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। কঞ্চি মামা এখন কোথায়? প্রাক্‌টিশ কেমন হচ্ছে? মেজদাদাকে বলবেন যে টাকার কথা যা লিখেছিলাম তা যেন পাঠান। আপনারা কি এবার দেশে যাবেন পূজার সময়? আমার Financial Secretary-র খবর কি? তিনি

এখন বোধ হয় কটকে? অরুণার ও গোরার বিবাহ কি স্থির হল? বড়দিদিরা কেমন আছেন? শরীর কেমন?

কাপড় জামা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনারা কি জানেন না যে আমরা সম্রাটের অতিথি? আমাদের কি কোন অভাব থাকতে পারে? আমাদের অভাব মানে যে সম্রাটের নিন্দা। আর তাও কি হতে পারে?

আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। সুখে দুঃখে দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছে। গরমের সময় বেশ অসুবিধা হয়েছিল আর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়েছিল। বদলী হবার জন্য যে দরখাস্ত করি সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা বোধ হয় মনে করেন যে আমি ছলনা করে বলছি যে—আমার শরীর খারাপ। অথবা মনে করেন যে আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ; সরকার এত কষ্ট করে আমার খোরাক পোষাক বিনা খরচে যোগাচ্ছেন—আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বদলী হবার জন্য ব্যস্ত। যাক্ এখন আর বদলী হবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। গরমটা কমেছে; শরীরটা তাই পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। যদি হজমের গোলমাল না বাড়ে, তবে শীতকালটা ভাল থাকব বলে ভরসা করি। এখান থেকে বর্ম্মারাজার প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়—এবং তাঁরই কেল্লার মধ্যে যে জেলখানা সেই জেলখানার মধ্যে আমরা বাস করি। পূর্ব্ব গৌরবের কথা প্রায় মনে হয় এবং বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে যে চোখে জল আসে না তা বলতে পারি না। ভারত কি ছিল—আর কি হয়েছে।

এখানে এসে অনেক শিখেছি এবং সে হিসেবে অনেক লাভও হয়েছে। ভগবান যা করেন—মঙ্গলের জন্য করেন। দেশকে কত ভালবাসি তা বোধ হয় এখানে এসে ভালরকম বুঝতে পেরেছি।

আপনারা সকলে আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ

৮৪

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

কেয়ার অব ডি আই জি,
আই বি, সি আই ডি, বেঙ্গল
১৩, এলিসিয়াম রো
কলিকাতা

মান্দালয় জেল
১১. ৯. ২৫

প্রিয়বরেষু,

দিলীপ,

আমার পূর্ব্বেকার পত্র শেষ হয়নি। পরের সপ্তাহে তোমাকে আর একটি পত্র পাঠাব ভেবে রেখেছিলাম কিন্তু ইতিমধ্যে যে দারুণ বিপদ ঘটে গেল তা আমাদের সকলকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে। হয়তো আমার মত সকলেই আজ একটা অনিশ্চিত অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে তবু ব্যক্তিগতভাবে এ ক্ষতি আমার পক্ষে অপূরণীয়; তাছাড়া এই বিপদের দিনে আমি জেলে পড়ে আছি—এই চিন্তা আমার মনকে আরও বেশী শোকাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

কালের আবর্ত্তনে ব্যক্তিগত ক্ষতির প্রশ্নটা হয়তো মুছে যাবে কিন্তু দেশের যে ক্ষতি হল তা তাঁর দেশবাসী যতই দিন যাবে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে থাকবে। বাস্তবিক তাঁর প্রতিভা ও কর্ম্মধারা এমনই বহুবিস্তৃত ছিল যে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ এই নিদারুণ আঘাতে বিচলিত বোধ করেছে। কখনও কখনও আমি তাঁর সমালোচনা করে বলেছি যে, অনেক কাজের মধ্যে কেন তিনি নিজেকে এভাবে জড়িয়ে ফেলছেন। কিন্তু সৃজনশীল প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে, কোনও যুক্তিতর্কের সীমার বন্ধনে তা আবদ্ধ হতে চায় না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অখণ্ড জীবনের উপলব্ধি ছিল বলেই তিনি জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

তোমাদের অন্ততঃ একটা সুযোগ ছিল তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার; এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার কর্ম্মপ্রয়াসের মধ্যেও কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পার। কিন্তু এই বিপদের দিনে সুদূর মান্দালয়ে কারাবাসের মুহূর্ত্তগুলিতে এই দুঃসংবাদ আমাদের কয়েকজনকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমরা নিতান্ত অসহায় বোধ করছি—বোধহয় ঈশ্বরের ইচ্ছাই এরূপ। তবু আমি অতি মাত্রায় আশাবাদী বলে নিজেকে কিছুটা সংযত রাখতে পেরেছি। মনের গভীরে যখন অসংখ্য চিন্তা তোলপাড় করতে থাকে তখন তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়; তাই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে এখন অন্য প্রসঙ্গ শুরু করছি।

তোমার বই প্রকাশ হতে আর কত দেরি? এখনও কি প্রেসেই আছে? কবে নাগাদ বেরোবে আশা করছ? ভারতীয় সঙ্গীতে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার ও তার প্রচারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ইংরাজীতে (অন্য প্রদেশের লোকদের সুবিধা হয় তাহলে) কেন বই লেখ না একটা?

কিছুদিন পূর্ব্বে রুদ্রকে তার শোকে সমবেদনা জানিয়ে এক পত্র দিয়েছিলাম। তার কোনও উত্তর পাইনি। তুমি কোনও পত্র পেয়েছ কি?

তোমার মহান্ পিতার রচনাবলীর একটা সম্পূর্ণ সেট পাঠাতে পারবে কি? আমরা আবার ঐ বইগুলো পড়ে ফেলতে চাই। যদি সম্ভব হয় তাহলে এখানকার জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে তা সরাসরি পাঠাতে পার। ঐ বইগুলোর কথা লিখে সঙ্গে একখানি পত্রও (বইগুলোর নাম সহ) পাঠাবে। আমাদের সব পত্র কলিকাতার অফিসে পরীক্ষা করে দেখা হয় কিন্তু এখানকার জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বইগুলো পরীক্ষা করে দেখেন। সুতরাং বই-টই সব তার নামে পাঠানোই ভাল, এতে অনেকখানি সময় বেঁচে যাবে। ভাল কথা, টুর্গেনিভের 'Smoke' বইটি পাওয়া গিয়েছে কি?

কলিকাতার সি আই ডি বিভাগ আমাকে জানিয়েছে যে, এরকম কোনও বই তাদের কাছে পাঠানো হয়নি। বইটি সত্যই হারিয়ে গিয়ে থাকলে দুঃখের ব্যাপার হবে।

যদিও এখানকার আবহাওয়া আমাকে খুশী করতে পারেনি তবু অনেকটা যেন আরাম বোধ হচ্ছে। যে সব জটিল প্রশ্নের উত্তর এতদিন খুঁজে পাইনি সেগুলোরও সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আমাদের জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য যে নিরাসক্ত মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই নির্জ্জনতা ও প্রবাসজীবনের ফলে তা আমি পেয়েছি, এজন্য কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারছি না। যদি আমার শরীর সুস্থ থাকত তাহলে যে নির্ব্বাসন আমাকে বাধ্য হয়ে ভোগ করতে হচ্ছে তার দ্বারা আরও অনেক কিছু লাভ হত। তবে যে রকম বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় আমাকে দীর্ঘকাল এখন এখানেই থাকতে হবে।

নানা দিক থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ; এবং এখানকার জীবন ও সংস্কৃতি পর্য্যালোচনার ফলে অনেক নূতন অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি। কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি এদের আছে—তবু আমার মনে হয়—বর্ম্মীরা চীনাদের মতই সামাজিক দিক থেকে অনেক অগ্রসর। তবে যেটা এদের একান্ত অভাব তা হল কর্ম্মশক্তির প্রেরণা, Bergson যাকে বলতেন 'elan vital'—অর্থাৎ সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রগতির পথে ছুটে চলার যে প্রচণ্ড আবেগ তা এদের নেই। এখানকার সমাজে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, শুধু তাই নয় ইউরোপের যে কোনও দেশ অপেক্ষা এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতাও অনেক বেশী। কিন্তু হায়! প্রকৃতির বৈচিত্র্যহীনতাই বোধ হয় সব উৎসাহ কেড়ে নিয়েছে এদের। সুদূর অতীত কাল থেকে বিরলবসতি এই দেশে প্রচুর শস্য জন্মানোর ফলে এদের জীবনযাত্রা সহজ হয়ে পড়েছিল, যার অবশ্যম্ভাবী ফল দেহ ও মনের দিক থেকে এরা সবাই অলস হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে

কোনও সন্দেহ নেই যে, যদি এরা কোনও দিন কর্ম্মশক্তির প্রেরণা খুঁজে পায় তাহলে সমৃদ্ধির পথে এরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে।

তুমি বোধহয় জান বর্ম্মাতে স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়ে শিক্ষিতের শতকরা হার ভারতবর্ষের যে কোনও প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী। ধর্ম্মীয় সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলো দেশীয় প্রথায় আশ্চর্য্য অল্প খরচে যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে তার ফলেই সম্ভব হয়েছে এটা। বর্ম্মাতে আজও প্রত্যেক ছেলেকে কয়েক বছর না হলেও অন্ততঃ কয়েক মাস ব্রহ্মচর্য্য পালন করে গুরুর কাছে পাঠ নিতে হয়। এ প্রথার শুধু যে একটা শিক্ষাগত ও নৈতিক মূল্য আছে তা নয়, এর আর একটা দিকও আছে—ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সবাই একসঙ্গে মানুষ হবার সুযোগ পায়। সারা দেশ জুড়েই এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু আছে।

তোমার পূর্ব্বেকার পত্রে তুমি এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলে যে, যারা দার্শনিক নয় তারা কারাজীবনের মধ্যে শুধু যন্ত্রণাই খুঁজে পায়। এটা পুরোপুরি সত্য নয়। এমন অনেক লোক আছে যারা দার্শনিক নয় কিন্তু কোনও না কোনও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। গত মহাযুদ্ধের সময় বহু লোক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করেছে, তারা কেউ দার্শনিক ছিল না। যতক্ষণ আদর্শের প্রেরণা থাকে, আমার বিশ্বাস যে-কোনও লোক সেরকম সাহস অবলম্বন করে আনন্দের সঙ্গে দুঃখকে বরণ করে নিতে পারে। একথাও ঠিক যে, দার্শনিকের পক্ষে এ সব দুঃখ-যন্ত্রণার দ্বারা আত্মিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব; এবং একে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের কাজেও লাগাতে পারে সে। সুতরাং একথা কি ঠিক নয় যে, আমাদের মধ্যে দার্শনিকতার বোধ এখনও জন্মায়নি, আর সে বোধকে জাগ্রত করতে হলে এই যন্ত্রণানুভূতির প্রয়োজন আছে?

আজ এখানেই শেষ করছি। আশা করি শীঘ্রই তুমি আমার পত্রের উত্তর দেবে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবে। বন্ধুবান্ধবদেরও আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবে।

ইতি—

তোমার চিরসুহৃদ্

সুভাষ

শ্রীযুক্ত ডি. কে. রায়
৩৪ থিয়েটার রোড
কলিকাতা

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৮৫

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Mandalay Jail
ইং ২৫।৯।২৫

শ্রীচরণেষু—

মা,

অনেকদিন যাবৎ আপনার কোন খবর পাই নাই। আপনি কেমন আছেন? বাড়ীর চিঠিতে আপনার খবর যা পেয়ে থাকি। তা ভিন্ন কোনও খবর আর পাই না। আমি মনে করেছিলাম যে ভোম্বল মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবে—কিন্তু সে তা করে না। কয়েকদিন হইল ভোম্বলকে পত্র দিয়াছি—তার কোনও উত্তর আজও পাইলাম না। পূর্ব্ব পত্রের উত্তর তো দেয়ই নাই। যাহা হউক চোখের সামনে না থাকলে বোধ হয় লোকের অস্তিত্ব থাকে না—তাই সে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। আর এক হিসাবে আমাদের ত অস্তিত্ব নাই-ই। মহাত্মার কথায় আমরা "civilly dead."। বুঝি—

কিন্তু মন বোঝে না বলে বাহিরের খবর পেতে ইচ্ছা করে। এই রকমভাবে কিছুদিন চললে আর "civilly dead" না হয়ে উপায় থাকবে না।

আজ মহাষ্টমী। আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতেছি। মা বোধ হয় আমাদের কথা ভোলেন নাই তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জীবতার মধ্যে—পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এইরূপে কয় বৎসর কাটবে জানি না। তবে মা যদি এসে বৎসরান্তে দেখা দিয়ে যান তবে—কারাবাস দুর্ব্বিষহ হইবে না ভরসা করি।

এ চিঠি যখন আপনার নিকট পৌঁছাবে তখন বিজয়া দশমী হয়ে গেছে। বিজয়ার সময়ে সকলের ভক্তি ও প্রণাম আপনার নিকট পৌঁছবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার যৎকিঞ্চিৎ ভক্তির অর্ঘ্য আপনার নিকট পৌঁছায়—আর প্রতিদানে যদি একটীবার আমি নীরব আশীষ লাভ করি তবে আমি ধন্য হইব।

ইতি—
আপনার সেবক
শ্রীসুভাষ

To
Sjta. Basanti Devi
2, Beltola Road
Calcutta

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

ম্যাণ্ডেলে জেল

৯।১০।২৫

একথা কিছুতেই মনে কোরো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number" এতে আমি যথার্থ-ই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় "productive" নয় "unproductive"; তবে কোন্ কাজ যে "productive," তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হ'য়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করিনে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক ব'লে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট না হতে পারি—আর সত্যি বল্‌তে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করছি, তাহ'লে আমি নাচার। সে যাই হ'ক এ জন্মে যে আর্টিষ্ট হ'লুম না তার কারণ, হতে পারলুম না, আর আমার বিশ্বাস শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না, এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই, আর কোনও কলার সমঝদার হ'তে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে এ আক্ষেপ কোরো না যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্ষপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint". বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও. আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি,

তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব? কার্লাইল বলতেন, সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্য্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হ'তে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্তকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত আনন্দ আর কিসে দিতে পারে।

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চল্‌বে, আর সে রকম চর্চ্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জ্জীব ও খর্ব্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তা হ'লে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদার 'গম্ভীরা' গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙ্গলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও

আছে ব'লেও আমি জানিনে, আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নতুন ক'রে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙ্গলা দেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্র যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই—তার গুণই এই যে সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই বেঁচে আছে, আর সেই হিসাবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জ্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য দেশ। খাঁটি দিশি নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক যোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চ্চা কর ত মন্দ হয় না। সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চ্চা কোন শ্রেণী-বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মার আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুন, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হ'লে এ বিষয়ে আরো কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশী প্রকাশ পায়। দেশ-

বন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতা-রূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম বলে নয়। তাঁর বেশীর ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর সহকর্ম্মী ও অনুচর ছাড়া তাঁর অন্য কোন পরিজন ছিল না বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আটমাস একসঙ্গে ছিলাম—দু'মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাইত তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা' লিখেছ, তার সবটা না হ'লেও বেশীর ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, "নীরব ভাবনা, কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা" সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘ-কালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবন-স্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্ম্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন কিছু একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু'চার জন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কর্ম্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্ম্মের দিকটা শূন্য হ'য়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের—"double dose"। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছাশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায়, তা হলে নির্জ্জনে ধ্যান যতদিনের জন্যে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না। কিন্তু আমার যেন "sicklied o'er with the pale cast of thought" না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত নিস্তেজকারী সকল প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে,—কিন্তু তার

চেলারা? গুরুর সাধনপদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবে না।

আমি এ কথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতায় পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ'ড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্ম্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হ'লে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, তাহ'লে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্ব্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে, সুতরাং আত্ম-বিকাশের সত্য পথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তা হ'লে লোক-মত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়। ইতি—

তোমার স্নেহবদ্ধ—সুভাষ

৮৭

শ্রীসন্তোষকুমার বসুকে লিখিত

মান্দালয়

১৬।১০।২৫

কেয়ার অব ডি আই জি

আই বি, সি আই ডি (বাঙ্গলা)

১৩, এলিসিয়াম রো

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু—

সন্তোষবাবু,

আপনার পত্র না পাওয়ায় আমিও আপনাকে আর কোনও পত্র দিই নাই। বিশেষ গুরুতর একটা কারণ না ঘটিলে এ পত্রও হয়তো লিখিতাম না; এবং লিখিবার পূর্ব্বে আমাকে বেশ কিছুটা ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছে।

আপনি নিশ্চয়ই আয়ুর্ব্বেদ সমন্বয় কমিটির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অবগত আছেন। যখন শ্যামাদাস বাচস্পতির বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে সাহায্য দানের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন জনৈক সদস্য (বাবু নৃপেন্দ্র নাথ বসু বোধহয়) কলেজগুলিকে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করার জন্য পাল্টা প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। আসলে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ই এ প্রস্তাবের পশ্চাতে ছিলেন এবং নৃপেনবাবু, রমাপ্রসাদ ও অন্যান্য সকলে তাঁহার নির্দ্দেশেই চালিত হইতেছিলেন। যামিনী কবিরাজ আশা করিয়াছিলেন যে, যদি তিনটি কলেজ মিলিয়া এক হইয়া যায় তাহা হইলে তিনি স্বভাবতঃই উহার সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করিতে পারিবেন। তাঁহার প্রশংসা করিতে হয় যে, তিনি নিজে এ বিষয়ে কর্পোরেশনের প্রায় প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন এবং কাউন্সিলারদিগকে প্রভাবিত করার জন্য এমন কোনও কৌশল নাই যাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই।

বাবার সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল; এবং তাঁহার মারফৎ আমাকেও বলিয়াছিলেন। আপনি জানেন আমি সোজা কথার লোক এবং প্রচার করিয়া বেড়ানোটা অপছন্দ করি, বিশেষতঃ উহা যদি আবার ঘুরাইয়া করা হয়।

যদি কলেজ তিনটির একত্রীকরণ সম্ভব হয় তাহা হইলে কেহ না কেহ উহার সর্ব্বোচ্চ পদ পাইবেনই। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি কাহাকে দেওয়া হইবে? যামিনী কবিরাজ সম্বন্ধে তিনটি কারণে আমার আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান খুব বেশী নয়। এরূপ অগভীর জ্ঞান লইয়া কাহারও পক্ষে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার পুনরুন্নতি ঘটানো সম্ভব হইতে পারে না। এমন কি আয়ুর্ব্বেদে সত্যই তাঁহার আন্তরিক কোনও বিশ্বাস আছে কিনা সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ, একজন চিকিৎসক হিসাবে তিনি স্পষ্টবাদী নন এবং ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্র স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার মত একজন প্রধান চিকিৎসককে এখনও যখন পসারের জন্য ভাড়াটিয়া লোকদের উপর অধিকাংশ সময় নির্ভর করিতে হয় তখন তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপ্যাথির এক "অদ্ভুত সংমিশ্রণ" ঘটাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তিনি ভণ্ড—যে কৌশল তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে একেবারে ভণ্ড ছাড়া তাহাকে আর কিছু বলা যায় না। তিনি নিজেই একটি চক্রান্তের নায়ক—অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ গোষ্ঠী একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার কর্তৃত্ব দখল করিতে চাহিতেছেন। উহার দ্বারা তাঁহাদের তিন প্রকারে লাভ হইতে পারে। (১) তাঁহারা সহজেই একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, যাহার ব্যয়ভার বেশীর ভাগ কর্পোরেশনকেই বহন করিতে হইবে। (২) তাঁহারা ঐ কলেজটির কর্তৃত্ব দখল করিয়া নিজেদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারিবেন এবং চিকিৎসক হিসাবে তাঁহাদের আয়ও

বৃদ্ধি পাইবে। (৩) কর্পোরেশনের উৎসাহ ও সর্ব্ববিধ আনুকূল্য লাভ করিয়া তাঁহারা যে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের কলেজের সহিত মিশিয়া গিয়া যামিনী এণ্ড কোম্পানীর কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া না লইবে ঐগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদি কর্পোরেশন নূতন কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চায় তাহা হইলে ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতে হইবে; তাহার ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে যামিনী এণ্ড কোম্পানীর দ্বারাই এই একত্রীকরণের প্রস্তাব আনীত হইয়াছে; যাহার উদ্দেশ্য অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিহ্ন করা ও একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করা। এবং এই লোকগুলিই অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ দেশবন্ধুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমার মনে হয়, সংগঠনমূলক কাজের নিদর্শন হিসাবে ইহার মূল্য ও কার্য্যকারিতা অনেকখানি। এই কলেজের অধ্যক্ষ কবিরাজদিগের মধ্যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। নোংরা ব্যবসাবুদ্ধি তাঁহার নাই এবং পসারের জন্য ভাড়াটিয়া লোকদের মুখাপেক্ষী হইয়াও তাঁহাকে থাকিতে হয় না। তিনি একজন 'খাঁটি' কবিরাজ এবং প্রাচীন রীতির চিকিৎসায় পারদর্শী; তবে আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধেও তিনি কম সচেতন নন। ভবিষ্যতের কবিরাজদিগের জন্য তাঁহার মত একজন সরল, ধার্ম্মিক ও নির্ম্মল চরিত্রের শিক্ষক অপেক্ষা আর কোনও ভাল শিক্ষকের কথা আমি চিন্তাও করিতে পারি না। তবে আত্মপ্রচার ও খোসামোদের ধার ধারেন না বলিয়াই যামিনী এণ্ড কোম্পানীর বেশ কিছুটা সুবিধা হইয়া গিয়াছে।

শ্যামাদাস কবিরাজ এখনও পর্য্যন্ত নিজে অর্থসাহায্য করিয়া কলেজটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ অথবা কর্পোরেশন যদি সাহায্যের জন্য না আগাইয়া আসেন তাহা হইলে কলেজটিকে চালানো তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে। স্বভাবতঃই তিনি এই একত্রীকরণের প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে যামিনী এণ্ড কোম্পানীর ক্ষমতা ও আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে। এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন ব্যবস্থায় যদি তাঁহাদের কোনও ক্ষমতাই না থাকে, তবে তিনি উহাতে কিছুতেই রাজী হইবেন না।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা দেশবন্ধুর অনুগত ছিলেন তাঁহাদের উপরই তাঁহার কাজ এবং তিনি যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন উহার দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে। কাউন্সিলারগণ তাঁহাদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন আছেন কি?

যদি সম্মানজনক সর্ত্তে একত্রীকরণ সম্ভব না হয় তাহা হইলে যতদিন না যুক্তি ও ন্যায়াদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন তিনটি কলেজকে আলাদাভাবে অর্থসাহায্য দেওয়াই বরং সঙ্গত হইবে।

যামিনী কবিরাজ বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, তিনি নূতন কলেজের জন্য ৫০০০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ চালাইবার জন্য ইতিমধ্যে শ্যামাদাস কবিরাজকেও তাঁহার নিজের বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে—অবশ্য যদি অর্থের প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে মুখ্য বিবেচ্য হয়। আমার মনে হয় না যে, অর্থসাহায্যের ব্যাপারে তাঁহার দানও খুব সামান্য।

যদি আমার কথায় আপনার কোনও সন্দেহ থাকে, তবে যে কোন দিন বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে গিয়া আপনি দেখিয়া আসিতে পারেন। শ্যামাদাস কবিরাজকে টেলিফোনে খবর দিয়া গেলে তিনি খুশী হইয়া সব কিছু আপনাকে ঘুরাইয়া দেখাইবেন। শ্যামাদাস নিজে যদিও একজন প্রাচীনপন্থী কবিরাজ তবু বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের পাঠ্যসূচীতে তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর-বৃত্ত ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

আমি জানি, আপনি কোনও ব্যাপারে দায়িত্ব লইলে সে সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং উহার একটা ফয়সালা না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্যামাদাসের পত্রগুলি পড়িয়া আমি খুব বেদনা বোধ করিয়াছি এবং আমার ধারণা যে, আপনি যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতেন তাহা হইলে কিছু সুফল হয়তো ফলিত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার খবরও মোটামুটি একপ্রকার। ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন।

ইতি—

আপনার স্নেহবদ্ধ

সুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ—এ বিষয়ে আপনি ব্রজবাবুকে বলিতে পারেন—public health com-র তিনি চেয়ারম্যান।

আমার লেখায় যদি তীব্র সমালোচনা প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহার জন্য অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

(এস. সি. বি.)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৫ ?)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতির খুব বেশী সভ্য সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্য্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারায় অপরের আগ্রহ ও সেবা প্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহানুভূতি না জাগিলে সেবাকার্য্য সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক সেবা ও জনপ্রীতির ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েরও তাদৃশভাব জাগরিত হইবে—ইহাই আমার ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি ?

মাসিক ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় হয় শুনিয়া সুখী হইলাম। বাড়ীভাড়া এখন কত দিতে হয় ? বাড়ী কয় তলা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে ? কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে কয়জন ছাত্র হয় এবং কোন্ জাতির ছাত্র পড়িতে আসে ? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন।

দৈনিক রন্ধন কে করে ? বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে ? কতদিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাই-এর কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্জাবী তৈয়ারী করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করেন ?

বালকদের average intelligence কি রকম ? সেবাশ্রম সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পড়িয়া কিছু পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিব। বালকদের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত বিবরণও পাঠাইবেন। অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা আছে ? চিকিৎসা বা ঔষধের জন্য খরচ লাগে কি না ? ইতি—

৮৯

মান্দালয় জেল

আপনি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশন-ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ টাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না। তবে যে Principle গভর্ণমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বকালে অতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গভর্ণমেণ্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে "এহ বাহ্য"। অর্থাৎ অনশন-ব্রতের সব চেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবী পূরণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভাল-ভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

*　　*　　*　　*

Social Service এর ভিতর দিয়া গৃহ-শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। Commercial Museum, Bengal Home Industries Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের মনে নূতন ভাব আসিতে পারে। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Home Industries) কয়েক বৎসর পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্ব্বোপরি যেখানে গৃহশিল্প চলিতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কার্য্যপ্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীর-শিল্প চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা আমার মনে হয় না। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যে সব কুটীর-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে, তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীর-শিল্প বিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে তখন কর্ম্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। Polytechnic Institute-এ আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। Electroplating প্রভৃতি শিল্প সেখানে শিখিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ সেলাই-এর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা Electroplating-এর কাজ আপাততঃ সমিতির কর্ম্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবে না। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আমি মাত্র একবার Polytechnic-এ গিয়াছি) Polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বেতের কাজ অথবা মাটীর পুতুলের কাজ আমরা কুটীর-শিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান, কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা এ কাজ আমরা করাইতে পারিব কিনা ঠিক বলিতে পারি না। এখন

যদি শেষে মাটির পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে যে-কোনও কর্ম্মী কয়েকদিনের মধ্যেই এ কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। খরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যখন কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিব তখন মাত্র রং-এর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ হইবে। ইহা ব্যতীত আর খুব কম খরচই লাগিবে। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে—He must become mad over it.

আর একটা কথা আমার বার বার মনে আসে—পূর্ব্বেও বোধ হয় এ বিষয়ে লিখিয়াছি—ঝিনুকের বোতাম তৈরী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্ম্মীকে খুব অল্প দিনের মধ্যে এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পারে এমন একজন নূতন কর্ম্মীকে আপনারা নিযুক্ত করিতে পারেন।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্ম্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আমার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘসিয়া বোতাম তৈরী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যন্ত্র একটা থাকিলে গর্ত্ত করা যায় এবং হয় তো গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা ঝিনুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায্য-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার কৃতকার্য্য হইলে দেখিবেন যে, সাধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সস্তা দরে raw materials প্রভৃতি জোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব বেশী সময় দিতে হইবে। ইতি—

আপনি পূর্ব্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, (মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা-পত্র, দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য যে সম্মিলনী হইয়াছিল তাহার কার্য্যসূচী ইত্যাদি) তাহা যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। গতকাল আবার আপনার প্রেরিত লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা (Variety Entertainment-এর কার্য্যসূচী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সমিতির কাজ যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

* * *

আপনার যে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরক সূতা কাটা প্রভৃতি বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এখনও চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবে না। আপনি পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তুলার চাষ করিতে পারিলে এক ভদ্রলোক আশী বিঘা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চাষের বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবে না। দু'একজন মালীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইতে পারি। জমিটা পতিত হইলে চাষোপযোগী করিবার জন্য বেশী খরচ লাগিতে পারে। অবশ্য কৃষি-বিভাগের (Agricultural Department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে কোন্ জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। যে সব কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন (যেমন ঠোঙা তৈরী করা) সেগুলিতে যদি লোকসান না হয়, তবে অল্প লাভ হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা ঐগুলি বর্জ্জন করিব। এখন যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ

যে-কোনও প্রকারের কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা যখন কাজ করিতে শিখিবে তখন লাভজনক শিল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিতে পারিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখনকার কুটীর-শিল্পগুলি যদি financial success না হয় তবে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি এই বিষয় সম্পর্কে তাহার সহিত একবার দেখা করিতে পারেন তাহা হইলে লাভ হইতে পারে।

বড়ী, আচার, চাটনী প্রভৃতি তৈরী করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ বিধবারা এ কাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কি? বাজারে চালাইতে গেলে এই জিনিষগুলি খুব ভাল হওয়া চাই। যদি ভাল জিনিষ প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ বিষয়ে experiment করিতে পারেন। Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারী মাল পাইতে পারেন—(বিক্রি করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই Raw materials কিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দোকানদারদের সহিত কথা বলা প্রয়োজন—তাহারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কিনা, Raw materials ভাল হইলে অবশ্য জিনিষ ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চুরির সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা এই কাজ করিবে তাহারা গরীব সুতরাং আম, লেবু, তেল, লঙ্কা প্রভৃতি পাইলে যে তাহারা সংসারের কাজে লাগাইবে না তা কে বলিতে পারে? অপর দিকে তাহারা যদি Raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারী করিয়া supply করে তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারী হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ সব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। আর একটি কথা, এই সব

বস্তুর বাজারের চাহিদা কি রকম তা জানা দরকার। আমার নিজের মনে হয় যে খুব Conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার ভরসা কম। গরীব ভদ্র পরিবারদের দ্বারা এ কাজ চলিতে পারে। মাল তৈয়ারী হইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত মালগুলি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।

সমিতির পক্ষে আর একটি কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার।

কলিকাতায় দুইটি জেল আছে, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর সেণ্ট্রাল। জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা গেলে আর তার যদি আত্মীয়স্বজন কলিকাতায় কেহ না থাকে তবে তার উচিতমত সৎকার হয় না, পয়সা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীর লোক দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial Association আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের ব্যবস্থা করে। এরূপ একটা Organization হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার কি সেবক-সমিতি লইতে পারে? যদি আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবা-সমিতি এ কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি, সুতরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।

* * *

কুটীর-শিল্প যদি চালাইতে চান তবে একটা কাজ করা দরকার। একটি উপযুক্ত যুবককে কাশীমবাজার Polytechnic অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখিয়া লইতে হইবে। কাশীমবাজারের স্কুলে মাটির পুতুল ও দেবদেবীর মূর্ত্তি খুব সুন্দর তৈয়ারী হয়। এইরূপ শিল্প যদি সমিতির সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে চালাইতে

পারেন তবে তাহাদের প্রস্তুত মাল বাঙ্গলার সর্ব্বত্র (বিশেষতঃ মেলা ও উৎসবের সময়) বিক্রয় হইতে পারে। আর একটি শিল্পের প্রচার এদেশে আছে—রঙীন কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল, তোড়া ও ফুল-সমেত গাছ এবং Chinese lantern তৈয়ারী করা। জিনিষগুলি এত সুন্দর হয় যে, হঠাৎ দেখিলে চিনিবার উপায় থাকে না যে, এগুলি কাগজের তৈয়ারী। ভদ্র ঘরের ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ খুব সুন্দর করিতে পারে।

ঢাকার বোতাম তৈয়ারী কুটীর-শিল্প হিসাবে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে ঢাকার বোতাম বুঝি ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে অবসর সময়ে, এমন কি রান্নার ফাঁকের মধ্যে মেয়েরা এই কাজ করিয়া থাকে—সেইজন্য এত সস্তায় জিনিষ পাওয়া যায়। বোতামের শিল্প কলিকাতায় প্রচার করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। হয় তো কি ভাবে এই শিল্প কুটীরে কুটীরে চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য কাহাকেও ঢাকা জেলায় পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অঞ্চলে করিতে পারিলে ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তী—বক্তৃতা হওয়া বেশী দরকার সেখানে। যদি সম্ভব হয় তবে সেবক-সমিতির জন্য একটা ম্যাজিক লণ্ঠনের আসবাব ও ছবি কিনিবার চেষ্টা করিবেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে। ছবিগুলি না কিনিয়া কোন স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়া আঁকাইয়া লইলে বোধহয় লাভ হইবে। ইতি—

৯১

শ্রীসন্তোষকুমার বসুকে লিখিত

মান্দালয়

৪।১২।২৫

প্রিয়বরেষু—

শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার পত্র পড়িতে ও উহার উত্তর লিখিতে আমি খুব আনন্দ বোধ করিয়া থাকি। আপনার এ পত্রখানি পাইয়া আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কর্পোরেশনে আপনি যে সকল কাজ করিয়া যাইতেছেন যতদূর সম্ভব উহা লক্ষ্য করিয়া যাইতেছি। আশা করি রাস্তার কুকুরের উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য উহাদের মারিয়া ফেলার যে ব্যবস্থা করা হইতেছে উহাতেই কাজ হইবে।

গেজেটের বার্ষিক সংখ্যা খুব সুন্দর হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে তাঁহার এই কৃতিত্বের জন্য আমার অভিনন্দন জানাইবেন। তিনি আমার নিকট একটি বাণী চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাবও করিয়া পাঠাইয়াছি। উহা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইয়াছিল ; তবু আমার মতামত জানাইবার একটি সুযোগের সদ্ব্যবহারের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলাম। সেই কারণেই উহা আমি পাঠাইয়াছি। তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে গেজেট সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়কে আমার মতামত জানাইবার কোনও সুযোগ পাইব এবং প্রস্তাবগুলি পাঠাইবার ইহাই একমাত্র কারণ। আরও কয়েকটি জরুরী বিষয় আপনাকে জানাইতে চাই এই কারণে যে, আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উৎসাহের দ্বারা ঐ সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করিবেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও কোনও সদস্যের নিকট লিখিয়াছি কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

রাস্তার আলো সম্বন্ধে গ্যাস কোম্পানীর সহিত চুক্তি ১৯৩১ সালে শেষ হইবে। উহা শেষ হইবার ৫ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৯২৬ সালে) নূতন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা, যাহাতে ১৯৩১ সালে কাজ সুরু করার জন্য নূতন পার্টি প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের সম্মুখে চারিটি উপায় খোলা আছে ঃ

(১) এই বিভাগকে পৌরসভার অধীনে আনা ও গ্যাস সরবরাহ করা।

(২) এই বিভাগকে পৌরসভার অধীনে আনা ও গ্যাসের পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

(৩) সহরের রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিবার জন্য নূতন কোনও কোম্পানীর সহিত চুক্তি করা।

(৪) গ্যাস কোম্পানীর সহিত নূতন করিয়া চুক্তি করা।

আপনি বোধহয় অনুমান করিতে পারেন, আমি এই বিভাগটিকে পৌরসভার অধীনে আনারই পক্ষপাতী। পৃথিবীর বড় বড় সহরে পৌরসভাগুলিই রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিয়া থাকে ; তবে আমরা কেন পারিব না? যদি আমরা গ্যাসের ব্যবহার চালু রাখিতে চাই তাহা হইলে উহার উপজাত জিনিসগুলিকে শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট বিক্রয় করিয়া কাজে লাগাইতে পারি অথবা পৌরসভাই উহার দ্বারা শিল্প পরিচালনা করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, Phenyle অথবা Phenocol না কিনিয়া আমরা নিজেরাই বীজাণুনাশক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারি। গ্যাস কোম্পানীর সমগ্র কারখানাটি সেলামী দিয়া কিনিয়া লইয়া উহা আমাদের নিজেদের পরিচালনাধীনে আনাও সম্ভব হইতে পারে। ইহা আমি বুঝিতে পারি না যে, কেন উহা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে না।

পৌরসভার অধীনে আসিলে গ্যাসের পরিবর্ত্তে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করিব কিনা উহা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

এ সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আর্থিক সঙ্গতির উপর। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব্বে আমি লাইটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের কারখানা পরিচালনা করিতে কিরূপ খরচ পড়িতে পারে তাহার একটি তুলনামূলক বিবরণ তৈরী করিতে বলিয়াছিলাম। জানি না এ কাজে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন কিনা। মোটের উপর, বিদ্যুতের অনুকূলেই উহা যাইবে বলিয়া বোধহয়। ইহা আপনার অজানা নাই যে, পাম্পিং স্টেশনগুলিতে ও সহরের কয়েকটি রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করিতে বিদ্যুৎ খরচের জন্য আমরা Electric Supply Corporation-কে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া থাকি। যদি আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত পাম্পিং স্টেশন উহার দ্বারাই পরিচালিত হইতে পারিবে এবং খরচের ব্যাপারেও অনেক সাশ্রয় হইবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব্বে সব দিক সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এক বৎসর না লাগিলেও অন্ততঃ ৬ মাস আলোচনা চালাইতে লাগিবে—তাই এখনই অবিলম্বে উহা উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

আমি কিছুদিন যাবৎ Municipal Market-এ একটি ঠাণ্ডা-ঘর প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছি। অবিক্রীত মাছ, মাংস ও ফল ইহার ফলে রক্ষা করা সম্ভব হইবে। বাজারে প্রত্যহ বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়; এবং এই ক্ষতি পোষাইয়া লইবার জন্য সব জিনিষের দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যদি একটি ঠাণ্ডা ঘরের দ্বারা উহা রোধ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং দামও কমিয়া যাইবে। এই বিষয়টি মার্কেট কমিটির নিকট উত্থাপন করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডে Food Preservation Department বলিয়া একটি বিভাগ আছে এবং কেম্ব্রিজে আমার এক বন্ধু (মিঃ পি পারিজা, বোটানীর অধ্যাপক, র‍্যাভেনশ' কলেজ, কটক) ঐ বিভাগে প্রায়

এক বৎসর Paid Research Scholar হিসাবে কাজ করিয়াছেন। তিনি আপেল ও উহার রক্ষার উপায় সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে লণ্ডন টাইমসে একটি প্রবন্ধ পড়িতেছিলাম যাহাতে বলা হইয়াছে, আপেল রক্ষা সম্বন্ধে কোনও পরীক্ষাই এখনও সফল হয় নাই। এ সম্বন্ধে সর্ব্বাধুনিক গবেষণা ও উহার বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে আপনাকে তথ্য সরবরাহের জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা সেক্রেটারী মারফৎ মিঃ পারিজাকে পত্র দিতে পারেন। ইংলণ্ডের Ministry of Health অথবা London County Council-এর সহিতও যোগাযোগ করিতে পারেন তথ্যানুসন্ধানের জন্য। খাদ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবেই এবং দামও কমিবে; তাই এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশ কতদূর কি অগ্রসর হইয়াছে উহার সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের অবশ্য প্রয়োজন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিষয়ে বোম্বাই, দিল্লী ও চট্টগ্রাম আমাদের চাইতে আগাইয়া গিয়াছে। কি লজ্জার কথা! প্রায় ৩ মাস পূর্ব্বে ডেপুটি মেয়রকে এ বিষয়ে পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় না যে, তিনি বিন্দুমাত্র উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৬ সালে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা আমার ছিল—তাহা হইলে বর্ত্তমান কর্পোরেশন যখন বিদায় লইবে তখন এ সম্বন্ধে এক বৎসরের অভিজ্ঞতা তাহাদের সঞ্চয় হইত। আইনে এরূপ কোনও ব্যবস্থা নাই যাহাতে উহা আমরা প্রবর্ত্তন করিতে পারি; এজন্য কর্পোরেশনকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে হইবে। আমাকে জানানো হইয়াছে যে, কাউন্সিলের গত অধিবেশনে বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে,—তাঁহারা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া কোনও স্থানীয় সংস্থাকে বাধ্যতামূলক

প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও এতৎ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

নদীর উৎস, ধারা ও বিলুপ্তি—সব মিলাইয়া ইহা একটি বিজ্ঞান। বিদেশে কিছু সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। ছোট ছোট নদী তৈরী করিয়া বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে উহার সম্ভাব্য গতিপথ সম্বন্ধে পরীক্ষাকার্য্য চালান হয়। বিদ্যাধরী সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক কোনও নদী-বিশেষজ্ঞকে সেখানকার ভূমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং নকল নদী তৈরী করিয়া পরীক্ষা চালাইতে হইবে। ভবিষ্যতে কলিকাতার নর্দ্দমা তৈরী সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনাই কার্য্যকরী হইবে না যতক্ষণ না আপনি বিদ্যাধরী এলাকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী (অথবা ধারণা) করিতে পারিতেছেন। Mr. Wilkinson অথবা যে কোনও পয়ঃপ্রণালী-বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় সমস্যাটির বিষয়ে কিছু করিতে পারেন ; কিন্তু প্রথমোক্তটির সমাধান একমাত্র নদী-বিশেষজ্ঞের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। বিদ্যাধরী কমিটি এতদিনে প্রথম সমস্যাটির কাছাকাছি পৌঁছাইতে পারিয়াছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট নদী-বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর জানিতে চাহিয়া আপনি ডাঃ বেণ্টলীকে ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখিতে পারেন। ঐ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ হইতেও ইংলণ্ডের Institute of Civil Engineers-এর কাছে সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে। আপনি যদি এই বিষয়টির ভারও গ্রহণ করেন তাহা হইলে আনন্দিত হইব।

Markets Committee-র কার্য্যাবলী জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি। ভবিষ্যতে যত ঝড়-ঝাপ্টাই আসুক না কেন—Trial Manshatala Boat উহা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া গভীর আশা পোষণ করি। কার্য্যকরী কোনও প্রস্তাবের কথা ভাবিতে পারিলে মেজদাদাকে মাঝে মাঝে লিখিয়া

জানাইব। আশা করি আপনি আমার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

Workshop Comm. কোনও রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে কি? বর্ত্তমানে Motor Vehicles Dept-এর অবস্থাই বা কিরূপ? অদূর ভবিষ্যতে ইহার পুনর্গঠনের সম্ভাবনা আছে কি? Municipal Railway-র ইঞ্জিনগুলির অবস্থা খারাপ বলিয়া আমার মনে হয় এবং এজন্য আপনাকে E. B. Rly-র সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার নূতন মেশিনের জন্য পরবর্ত্তী বাজেটে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা কর্ত্তব্য। কর্পোরেশনের মধ্যে আরও যে সব অঞ্চল আসিয়াছে সেখানকার জন্য জলের গাড়ীও প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে আমাদের নূতন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। রাস্তাঘাটের অবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানকার্য্য সুরু হইয়াছিল উহা আর অগ্রসর হইয়াছে কি? আমার বিশ্বাস, roads department-কে একজন road engineer-এর অধীনে আনিয়া উহার কেন্দ্রীয়করণ করিতে হইবে; অবশ্য তাঁহার ইউরোপে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া চাই। কর্পোরেশনে সে রকম কোনও যোগ্য road engineer নাই। অন্যান্য দেশে রাস্তাঘাটের এত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে যে, আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। কোনও যোগ্য লোককে ঠিক করিয়া বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানোই বোধহয় ভাল হইবে। আমাদের roads department এরূপ অসংগঠিত যে, নূতন নূতন প্রয়োজনের চাপ সহ্য করা উহার পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষতঃ যখন কলিকাতার আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগামী বৎসর রাস্তার কাজে গুরুতর বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া মনে হয়; ফলে করদাতারা আপনাদের চাপিয়া ধরিবে। সমস্ত Engineering Dept.-এরই পুনর্ব্বিন্যাস প্রয়োজন এবং বিভিন্ন বিভাগের (রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, আবর্জ্জনা) স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতার মত একটি বিরাট সহরের পক্ষে একজন "সব-জান্তা" চীফ ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

প্রতি বৎসরই একটি বিশেষ সময়ে কলিকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে ; এ সম্বন্ধে কোনও তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন কি ?

আরও অনেক বিষয় না লিখিয়া আমাকে এখানেই অকস্মাৎ পত্র শেষ করিতে হইতেছে : কারণ এ পত্র অনেক দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে ডাক ধরিতে হইবে। যাহা লিখিয়াছি উহার উপর পুনরায় চোখ বুলাইতেও পারিলাম না—অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যস্ততার জন্য ক্ষমা করিবেন।

গভীর শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

আপনার সহোদরপ্রতিম

সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

৯২

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

ইং ১৬ই ডিসেম্বর

(১৯২৫)

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ৫ই ডিসেম্বরের পত্র পেয়ে যে কতদূর আনন্দিত হয়েছি তা বলতে পারি না। আপনার দুইখানি পত্রের উত্তর না দেওয়াতে আমি আশা করি নাই যে আপনার পত্র পাব। যাক্ এখন তিনখানা পত্রের উত্তর দিচ্ছি।

আপনাদের প্রেরিত পাঞ্জাবী কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি। পার্শ্বেলটা পেয়েই বুঝতে পারি যে বাড়ীর সূতায় তৈয়ারী—কারণ তা না হলে

একখানা পাঞ্জাবী আস্‌ত না। তবে আমি ঠিক কর্‌তে পারি নাই কার সূতায় তৈয়ারী। একবার মনে হ'ল যে পূর্ব্বে সেজবৌদিদিরা যে সূতা কেটেছিলেন তার দ্বারা তৈয়ারী। তার পর মনে হল যে হয়তো লাল মামীমার সূতায় তৈয়ারী—কারণ গতবার যখন জেলে ছিলুম তখন তিনি তাঁর নিজের সূতায় তৈয়ারী কাপড় ও চাদর আমায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি যে আমার অনুমান ঠিক হয় নাই। আপনারা যে এখন সূতা কাটছেন তা পূর্ব্বে আমি শুনি নাই। আপনারা কে কে সূতা কাটেন এবং কার সূতা কি রকম হয় তা আমাকে অবশ্য ২ লিখবেন। কার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ? দিদি সূতা কাটতে পারে? সূতা দিয়ে আপনারা থান কোথায় বোনান?

পাঞ্জাবীটি খুব সুন্দর হয়েছে এবং আমি পরেই লিখছি। নিজের হাতের রান্না যেমন পরের রান্নার চেয়ে দশগুণ মিষ্ট লাগে নিজের হাতে তৈয়ারী কাপড় পরের তৈয়ারী কাপড়ের চেয়ে দশগুণ সুন্দর বোধ হয়। আশা করি আপনাদের উৎসাহ দিন দিন বেড়েই যাবে। আমরা এখানে এসে কয়েকদিন সূতা কাটি। তারপর চরকাটা ভেঙ্গে যায় এবং যাঁর খুব বেশী উৎসাহ ছিল তিনি এখান থেকে বদলী হয়ে যান। তাই এখন ভাঙ্গা চরকাটা আলমারীর উপর তোলা আছে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল কলকাতায় ডাক্তার পি. সি. রায়কে লিখি একটা চরকা পাঠাতে। তারপর ভাবলুম যে হয়তো পথে আসতে ২ ভেঙ্গে যাবে, তাই লেখা হ'ল না।

সারদার কথা প্রায় মনে হয়। সে এখন কেমন আছে? তার এখন প্রধান অবলম্বন কি? ছাগল, না বেড়াল, না পাখী, না ছেলে-মেয়েরা? কাকে নিয়ে বেশী থাকে?

অনেকদিন পূর্ব্বে শুনেছিলুম যে ছোট বৌদিদির অসুখ করেছিল, তিনি এখন কেমন আছেন?

আমি যে এক বৎসর কাল দেশান্তরে কারারুদ্ধ অবস্থায় রয়েছি তাতে আপনারা সকলে এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত

দুঃখিত। আমারও যে মনে কষ্ট হয় না—তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি প্রায়ই ভেবে দেখি যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভগবানের একটা বড় উদ্দেশ্য আছে। তা যদি না হয় তবে এত রাজবন্দীদের মধ্যে আমি বা আমরা কয়জন কেন এখানে এলুম? তা'ছাড়া, আমি মধ্যে মধ্যে এত আনন্দ অনুভব করি যে তা বলতে পারি না। এ আনন্দ যদি না পেতুম, তবে এতদিনে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম। আমরা ধর্ম্ম পুস্তকে প্রায়ই পড়ে থাকি যে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে। এ কথাটা একশবার সত্যি। কর্ম্মের মধ্যে যদি মানুষ কোন প্রকার সুখ না পেতো, তা হ'লে মানুস কখনও অম্লান মনে কষ্ট সইতে পারত না। অবশ্য যে কষ্টটা মানুষ পরের জন্য ভোগ করে তার মধ্যে যতটা সুখ পায় বোধ হয় অন্য কোন কষ্টের মধ্যে ততটা সুখ পায় না। মা ছেলের জন্য, ভাই ভাইয়ের জন্য, বন্ধু বন্ধুর জন্য অথবা স্বদেশ-সেবী দেশের জন্য, যে দুঃখ ভোগ করে, তার মধ্যে যদি আনন্দ না পেতো, তবে কি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতো? ভক্ত যে বিরহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে থাকে একথা খুব ঠিক। কারণ এক বৎসর কাল দেশান্তরিত হয়ে আমি অনুভব করছি আজ আমার জন্ম-ভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত মধুর, কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে এমন যত ভালবাসি, জীবনে এত ভালবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয়—সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাইরে দেশছাড়া—কিন্তু অন্তরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে দেশকে পেয়ে থাকি। আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?···[ইহার পর পাঁচটি পঙ্‌তি সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ বাদ দিয়াছিল]

১৯।১২।২৫

মেজদাকে গত সপ্তাহে এবং এ সপ্তাহে পত্র দিতে পারি নাই—আগামী সপ্তাহে পত্র দেব।

কনকের প্রেরিত ভাইফোঁটার ধুতি ও চাদর পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। তাকে আলাদা পত্র দেব মনে করেছিলুম—কিন্তু শীঘ্র হয়ে উঠবে কিনা জানি না। সে ওখানে এলে আমার কথা বলবেন।

একটা কথা আমার এখনও বলা হয় নাই। পূজার কাপড় যা পাঠিয়েছিলেন তা পেয়ে আমরা সকলে খুব আনন্দ করেছি। পূজার সময়ে পৌঁছায়নি বটে কিন্তু তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? মাসের মধ্যে আমাদের ৩০ দিনই ছুটি। আপনাকে আলাদা করে বিজয়ার প্রণাম জানাতে পারি নাই। মেজদাদার পত্রে জানিয়েছিলুম। আশা করি রাগ করেন নাই।

৺পূজার কথা বোধ হয় এখন পুরোন হয়ে গেছে। এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কিনা জানি না। আর অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমতি পাই তাই বোধ হয় পূজার মধ্যে বেশী আনন্দ পাই। কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি ৺মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গামূর্ত্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।

হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম। আমি মেজদাদাকে পূর্ব্বে জানিয়েছিলুম যে ৺দুর্গাপূজার খরচের টাকা বোধ হয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম পেয়েছি যে আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। আমরা বলেছিলুম যে ৫০০৲ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হোক—বাকী টাকা আমরা দোব। আমাদের প্রতিশ্রুত অংশ আমরা দিয়ে বসে আছি। কিন্তু ৫০০৲ টাকার এক পয়সা আমরা দিতে পারব না—এবং দোব না।

এখানকার খবর অবশ্য জানতে চান। মুরগীর সংখ্যা বেড়েছে। চারটী ছানা হয়েছে। আরও কয়েকটা হয়েছিল—জন্মাবার পর মারা যায়। মুরগীর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রীতিমত একটা ঘর তৈয়ারী করা হয়েছে। আর নূতন মোরগও কেনা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মোরগের লড়াই হয়। পূর্ব্বে আমি কখনও মোরগের লড়াই দেখি নাই। পায়রা পোষবার প্রস্তাব হয়েছিল—রাখবার ঘরের অভাবের দরুন কেনা হয় নাই। তবে এখানে বেশীদিন থাকলে যে একটা পায়রার আড্ডা করা হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জেলের মধ্যে জীবনটা এত একঘেয়ে এবং নীরস যে এর মধ্যে রসের সৃষ্টি না করতে পারলে মাথা ঠিক রাখা কষ্টকর ব্যাপার।

বেরালের উপদ্রব পূর্ব্ববৎ চলেছে। পূর্ব্বে ৮।৯টা ছিল। প্রত্যহ রাত্রে হুলো বেরালদের ঝগড়ায় ঘুম ভেঙ্গে যেতো। আমাদের তর্জ্জন-গর্জ্জন তারা গ্রাহ্য করত না—কারণ তারা বুঝতে পারত যে আমরা ঘরের মধ্যে বন্ধ। তারপর একদিন আমরা সব কটাকে বস্তা বন্ধ করে দূরদেশে পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে কয়েকটা আবার ফিরে আসে। এখন দাঁড়িয়েছে তিনটা। এদেরও মধ্যে বিদায় করা হয়, আবার ফিরে আসে। এখানে অনেকে খুব বেরালপ্রেমিক। কি করবে--আদর করার বস্তুর অভাবে শেষে বেরালকে আদর ক'রে মনের আশা মেটায়। আমি কিন্তু এখনও বেরাল ভালবাসতে পারলুম না—(আর এগুলো দেখতে এত বিশ্রী)—তবে সারদার বেরালের মত সুন্দর হয় তো ভালবাসা যায়।

বাগান করবার চেষ্টা খুব চলেছে। আমাদের স্থায়ী ম্যানেজার এখন ম্যানেজারী কাজ ছেড়ে বাগানের পেছনে লেগেছেন। কিন্তু জমি রাজী নয় সোনা ফলাতে। ম্যানেজার বাবুও নাছোড়বান্দা। দুই হাত জমির মধ্যে এমন কিছুই নাই তিনি লাগান নাই। শাক, বেগুন, ছোলা, মটর, আখ, আনারস, প্যাঁজ কত কি? তা ছাড়া নানা রকমের ফুলের গাছ। খানিকটা জায়গায় রোদ লাগে না বলে

ফুলের গাছগুলি বাড়ছে না দেখে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছেন। আজ এক সপ্তাহ হ'ল তিনি রোদের মধ্যে একটা বড় আর্শি রেখে ফুলের গাছগুলির উপর সূর্য্যের আলো কয়েক ঘণ্টা করে ফেলছেন। তাঁর মতে এই উপায়ের দরুন ফুলের গাছগুলি খুব তাড়াতাড়ি এখন বাড়ছে। আমরা তাই এখন তাঁকে "দ্বিতীয় জগদীশ বোস্" সাব্যস্ত করেছি।

জেলখানা যে একটা চিড়িয়াখানা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের এখানে একটি লোক আছে তার নাম শ্যামলাল। তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমরা প্রথমে তাকে "পণ্ডিত" উপাধি দিয়েছি। সম্প্রতি আরও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে "উপাধ্যায়" দেওয়া হয়েছে এবং তাকে ভরসা দেওয়া হয়েছে যে ক্রমশঃ "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি পাবে।

শ্যামলাল মহাপ্রভু ডাকাতি করতে গিয়ে পাঁচ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরেন। হাজারের বেশী টাকা তার ডাকাত বন্ধুরা তাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়। পাঁচ টাকার জন্য সে পেল ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। তাকে পাঠান হ'ল রাজসাহী জেলে। সেখানে কয়েদীরা জেল ভেঙ্গে পালাল। যখন সব কয়েদীরা পালাল তখন শ্যামলাল দেখল যে জেলখানা খালি এবং সদর দরজা খোলা। সে গিয়ে জমাদারকে বললে—"জমাদার সাহেব, আমিও কি যেতে পারি?" জমাদার উত্তর দিল, "তুমরা যেযা খুসী করো"। যখন সব কয়েদীরা ধরা পড়ে আবার জেলে এলো—তাদের বিচার আরম্ভ হ'ল। বিচারের সময় শ্যামলাল দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, "হুজুর আমি জমাদারের অনুমতি নিয়ে জেলের বাহিরে গিছলুম।" জজ তার কথা শুনলে না—সে পেলো এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড—জেলভাঙ্গার অপরাধে।

এখানে এসে শ্যামলালকে দেওয়া হ'ল স্নানের ঘরের কাজ। তার কাজ জল ঠিক রাখা—কাপড়, তেল, সাবান ঠিক রাখা ইত্যাদি। পাঁচজন কয়েদী এসে স্নানের জল নষ্ট করে দেখে সে মনে মনে

বুদ্ধি আঁটল কি করলে জল নষ্ট হবে না। অনেক চিন্তার পর সে স্নানের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল। তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে জোরে ধাক্কা দিয়ে জানলা বন্ধ করল। ছিটকিনি পড়ে ভিতর থেকে জানালা বন্ধ হয়ে গেল এবং শ্যামলালও মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হল। স্নানের সময় যখন দরজা খোলা দরকার হল তখন শ্যামলাল মাথা চুলকোতে লাগল। আমরা তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ "পণ্ডিত" উপাধি দিলুম।

শ্যামলালের উপাধির সংখ্যাও বাড়তে লাগল কিন্তু সে পণ্ডিত নামে সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট রইল এবং উপাধিটি পাবার পর তার কাজের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

চুলকানি হয়েছে দেখে শ্যাম পণ্ডিত একদিন স্থির করল তার কুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছে। কি উপায়ে কুষ্ঠ রোগের আরাম হতে পারে তা জানবার জন্য সে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর আর একটি ঘটনায় সে এরূপ বুদ্ধি দেখায় যে তার প্রমোশন হয়ে সে "উপাধ্যায়" উপাধি পায়। যে রকম বেগে তার বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে, সে যে শীঘ্র "মহামহোপাধ্যায়" নাম পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটি মজার লোক এখানে আছে। তার নাম "ইয়াঙ্কায়া"। তার আদি নিবাস মান্দ্রাজ অঞ্চলে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরাজেরা উত্তর বর্ম্মা দখল করে তখন সে ইংরাজদের সহিত এদেশে আসে। এখন তার বয়স মাত্র ৭০ বৎসর এবং জীবনে মাত্র তিনবার বিবাহ করেছে। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, আর পেটটা তার চেয়ে বড়। খেতে খুব ভালবাসে এবং দুনিয়ার মধ্যে পেটটা সব চেয়ে বড় সত্য একথা সে প্রাণে প্রাণে বুঝে। কোন ভাষা সে জানে না। এখন যে ভাষা বলে সেটা কারুঙ্গী (একটা মান্দ্রাজীয় ভাষা) হিন্দুস্থানী ও বর্ম্মা ভাষার একটা খিচুড়ি। সে কোন ভাষা ভাল বলতে পারে না এই গুণের জন্য তাকে প্রথমে বাঙ্গালীদের কাজের

জন্য দেওয়া হয়। এখন তার ভাষার চেয়ে তার ভাবভঙ্গী দেখে বুঝি। তার আর একটা বড় গুণ আছে, সে কোনও নাম ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। "ভোগ সিং" না ব'লে বলে "বুসিং"; কৃপারামের স্থলে সে বলে "ত্রিপদ-রাজু"; সুভাষবাবুর স্থলে সে বলে "সুর্ব্বন বাবু"; "বিপিন বাবু" স্থলে "গোবিন্ বাবু" ইত্যাদি। তার ভাষার একটা নমুনা দিই—"ত্রিপদ-রাজু চলা গয়া সীদে" অর্থাৎ কৃপারাম চলে গেছে। এর মধ্যে "চলা গয়া" হচ্ছে হিন্দুস্থানী এবং "সীদে" হচ্ছে বর্ম্মা কথা। ইয়াঙ্কায়াব সদা সর্ব্বদা আশঙ্কা হয় আমরা কোনদিন চলে যাব। তখন ওর খাওয়াদাওয়ার একটু অসুবিধে হতে পারে।

খবর কাগজ নিয়ে আমরা যদি একত্র বসে পড়তে বসি—অমনি তার অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম। একটু আড়ালে এলেই সে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বাবু বেংলা চলা গয়া?" অর্থাৎ বাবু বাংলা দেশে চলে যাবেন না কি? "না" উত্তর পেলে সে আশ্বস্ত হয়। তবে মুখে বলে, "বাবু, বেংলা চলা গয়া বহুৎ কাউণ্ডে" অর্থাৎ বাবুরা বাংলা দেশে চলে গেলে খুব ভাল হয়। "কাউণ্ডে" হচ্ছে বর্ম্মা কথা, তার মানে "ভাল"।

যাক্ একদিনে কাহিনী শেষ করলে চলবে না। পলি কেমন আছে? কবিরাজী ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার পেয়েছি, কিন্তু উপকারটা স্থায়ী হবে কি না বলতে পারি না। মধ্যে সর্দ্দিজ্বর মত হয়েছিল এখন ভাল আছি। আপনারা সকলে কে কেমন আছেন? আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ

৯৩

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট
1/2/26
for D.I.G., I.B., C.I.D.
Bengal

Mandalay Jail
(C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
(Bengal)
13, Elysium Row
Calcutta)
23.1.26

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন যাবৎ আপনার কোনও খবর পাই নাই। ১।৩ দিন পূর্ব্বে মেজদাদার পত্রে আপনার খবর পেলুম। অনেকদিন থেকে আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হচ্ছে—উত্তর পাবার জন্য নয়—যদিও উত্তর পেলে যার পর নাই সুখী হব। পত্রটা লিখলে হয়তো মনটা হাল্‌কা হবে—এই জন্য। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার খবর পাবার জন্য মিঃ হালদারকে পত্র দিই। তিনি উত্তর দেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে পত্র পুলিশ কর্ত্তৃক আটক হয়। জানি না আপনার খবর পাবার জন্য আমার মন কেন উতলা হয়।

মধ্যে আমার ইচ্ছা হয়েছিল সরকারের নিকট একটা দরখাস্ত দিই আপনার সহিত একবার দেখা করার অনুমতির জন্য। রাজবন্দীদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা করতে দেওয়া হয়—এমন কি ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে থেকে আসতে দিয়েছে আমি জানি। কিন্তু ভেবে দেখলুম দরখাস্ত করে কোনও লাভ নাই, কারণ সে সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটবে বলে ভরসা হয় না। প্রার্থনা করাই সার হবে—আর লাভের মধ্যে মনকে আরও উদ্বিগ্ন করা হবে এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে একটা অর্থহীন

আপত্তি করা হবে। তাই অনেক চিন্তার পর দরখাস্ত করার প্রস্তাব মন থেকে দূর করেছি।

আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ শুনে খুব চিন্তিত হয়েছি। কি করি আমরা এত নিঃসহায় যে কিছুই করিতে পারি না। আমাদের কপালে যে কি আছে তাহাও জানি না। কত কথা বলতে ইচ্ছা করে—কত কথা বলবার আছে—কিন্তু বলবার সময় এখনও আসে নাই। এ পত্রও অনেক দ্বিধার পর লিখতে বসেছি—কারণ এ পত্র অন্যের হাত দিয়ে যাবে।

খবর-কাগজে কংগ্রেসের নিকট আপনার বাণী পাঠ করলুম। ঐ করুণামাখা Pathos-পরিপূর্ণ কথাগুলি আমার হৃদয়তন্ত্রীকে কি ভাবে আঘাত করেছে তা বলতে পারি না। নিজের পর্ব্বত-প্রমাণ বিপদ ও দুঃখরাশি পায়ে ঠেলে যিনি পরের জন্য কাঁদেন তার প্রতি লোকে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। অপর কেহ যদি ঐ বাণী পাঠাতেন তা' হ'লেও আমি কৃতজ্ঞ হতুম এবং কৃতজ্ঞতা জানাতুম—কিন্তু এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত সম্বন্ধ এ নয়। এত বড় হৃদয়ের পরিচয় না পেলে আপনার দেশবাসী আপনাকে "মা" বলে সম্বোধন করবে কেন? যাঁকে মা বলা হয়, তাঁহাকে কি কৃতজ্ঞতা জানান যায়? মার প্রাণ যদি সন্তানের জন্য না কাঁদে, তবে কার প্রাণ কাঁদবে? কৃতজ্ঞতা জানালে কি মাতা-সন্তানের পবিত্র সম্বন্ধকে অপমান করা হয় না? আশা করি আপনার সকল শোক ও বিপদের মধ্যে আপনি ভুলবেন না বাঙ্গলার কত সন্তান আপনাকে "মা" বলে থাকে। হয়তো এ কথা মনে পড়লে আপনি কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন। তারা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হলেও, আপনার বিপদকে তারা নিজেদের বিপদ বলে মনে করে নিয়েছে।

আজ আপনার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আপনার দেশবাসীকে—আমাদের সকলকে—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিচ্ছে। আপনি

যদি এত সহিতে পারেন, আমরা কি তার কিয়দংশও সইতে পারব না? আশীর্ব্বাদ করুন—যত বড় বিপদ আসুক না কেন—যেন সঙ্গে সঙ্গে সহ্য করবার শক্তিও আসে। ভগবানের কৃপায় আজ পর্য্যন্ত এই শক্তি পেয়ে আসছি—চিরকাল যেন এই শক্তি পাই, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার জীবনে আর নাই। আজ তবে আসি মা।

আর কি লিখিব? কি লিখিতে কি লিখেছি জানি না।

ইতি—

আপনার সেবক

শ্রীসুভাষ

Srijukta Basanti Debi
C/o Mr. Justice P. R. Das
Patna

৯৪

পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৬?)

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটি কর্ম্মীর অভাব বড় বেশী তবে যেরূপ উপাদান যোগাড় হয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে। জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারী করাও যায় না।

রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য ও ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ

রাজনীতির ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্য্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনীতির আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ কখনও পঙ্কিল ; সব দেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাঙ্গলা দেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।

* * *

তোমার মনের বর্ত্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কিনা জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি। শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ internal discipline অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরে সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সদ্বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটি :—(১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্ত্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্ত্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে, সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্ত্রী-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

(ভক্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভাল বাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করার দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে) নিজেকে 'দুর্ব্বল পাপী' যে ভাবে, সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্ত্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্ব্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিষ দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ—রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার একদিকে রিপু ধ্বংস করা অপরদিকে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্ব্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে "পত্রাবলী" ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion,' 'Jnanyoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি. এল. রায়ের অনেক বই আছে (যেমন 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস') যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবু ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ, নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার। 'শিখের বলিদান'ও (বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বসু লিখিত) ভাল বই, Victor Hugo-র 'Les Miserables' পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে। তাড়াতাড়ি এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না। আমি অবসরমত চিন্তা করিয়া একটি তালিকা করিয়া পাঠাইব। ইতি—

৯৫

মান্দালয় জেল (১৯২৬ ?)

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তুমি যদি প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম-চর্চ্চা কর, তবে খুব উপকার পাবে। (Muller-এর "My System") বই জোগাড় ক'রে যদি তদনুসারে ব্যায়াম কর তবে ভাল হয়। আমি নিজে মধ্যে মধ্যে Muller-এর ব্যায়াম ক'রে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি। Muller-এর ব্যায়ামের বিশেষত্ব এই :—(১) কোনও

খরচ লাগে না এবং ব্যায়াম করবার জন্য জায়গা খুব কমই লাগে। (২) ব্যায়াম করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। (৩) শুধু অঙ্গ-বিশেষের পরিচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের মাংসপেশীর চালনা হয়। (৪) পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে—বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে—যদি মূলারের ব্যায়ামের বহুল প্রচলন হয় তা হইলে খুব উপকার হবে।

মানুষের দৈনন্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজকর্ম্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আত্মবিকাশ সাধন—সে কথা ভুললে চলবে না। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়; কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুসারে একদিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (specialization) একটা সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্ব্বদা একটা শূন্যতা বা অভাব-বোধ শেষ পর্য্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চাই ঃ—(১) ব্যায়াম-চর্চ্চা (২) নিয়মিত পাঠ (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান। কাজের চাপে মধ্যে মধ্যে এসব দিকে দৃষ্টি থাকে না বা দৃষ্টি থাকলেও সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দৈনিক কাজকর্ম্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না; তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মানুষ যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা বা দু' ঘণ্টা সময় দিতে পারে, তা হলে খুব উপকার হবে। (মূলার বলেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিয়মিতভাবে

প্রতিদিন পনর মিনিট করে তাঁর উপদেশানুসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেষ্ট। তারপর মানুষ যদি প্রতিদিন পনর মিনিট করে নির্জ্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে—তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘণ্টা। এর সঙ্গে যদি আর এক ঘণ্টা লেখাপড়ার জন্য রাখা যায় (খবর-কাগজ পড়া নয়—খবর-কাগজ পড়বার সময় আলাদা ধরতে হবে)—তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘণ্টা। অন্ততঃ পক্ষে এই দেড় ঘণ্টা সময় করে নিতে হবে—তারপর "অধিকন্তু ন দোষায়"—যত বেশী সময় দিতে পার—তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের সুবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে। ধ্যান-ধারণার বিষয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব্ব পত্রে কিছু লিখেছি—তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু লিখিলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাবে তার নাম দিচ্ছি—তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম দিচ্ছি ঃ

(ক) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'; (২) 'ব্রহ্মচর্য্য'—সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য; ঐ—রমেশ চক্রবর্ত্তী; ঐ—ফকির দে; (৩) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—শরৎ চক্রবর্ত্তী; (৪) 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ; (৫) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'—বিবেকানন্দ; (৬) 'বক্তৃতাবলী'—বিবেকানন্দ; (৭) 'ভাববার কথা'—ঐ; (৮) 'ভারতের সাধনা'—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ; (৯) 'চিকাগো (Chicago) বক্তৃতা'—স্বামী বিবেকানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি ঃ—

(১) 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'—(বসুমতী সংস্করণ); (২) 'বাঙ্গলার রূপ'—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী; (৩) 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী'; (৪) নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'রৈবতক' ও 'পলাশীর যুদ্ধ'; (৫) 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ); (৬) রবি ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী', 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা'; (৭) ভূদেব বাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ';

(৮) ডি, এল, রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ'; (৯) 'ছত্রপতি শিবাজী'—সত্যচরণ শাস্ত্রী; (১০) 'শিখের বলিদান'—কুমুদিনী বসু; (১১) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল'; (১২) সত্যেন দত্তের 'কুহু ও কেকা' (কবিতা-গ্রন্থ); (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনচরিত'; (১৪) 'রাজস্থান' (বসুমতী সংস্করণ); (১৫) 'নব্য জাপান'—মন্মথ ঘোষ; (১৬) 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—রজনীকান্ত গুপ্ত; (১৭) উপেনবাবুর 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' ও অন্যান্য পুস্তক; (১৮) 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস'—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে।

এই বই-এর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলি।

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে প্রাথমিক শিক্ষায় নূতন facts শিখাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় নূতন facts যেরূপ শিখাতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে reasoning faculty-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হয়, কারণ তখন চিন্তা করবার বা মনে রাখার শক্তি ভাল রকম জাগে। সেইজন্য কোনও বিষয় শেখাতে গেলে যেমন, গরু, ঘোড়া, ফল, ফুল, সেই জিনিষগুলি চোখের সামনে না ধরলে শেখান মুস্কিল। উচ্চ শিক্ষায় এমন বিষয় বা বস্তু শেখান হয় যা ছাত্র কখনও দেখে নাই এবং ছাত্র সেই বস্তু না দেখেও নিজের চিন্তাশক্তির বলে তা বুঝতে পারে। আর একটা কথা—শেখাবার সময়ে যত বেশী ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেওয়া যায়—তত সহজে শেখান সম্ভব। বাঁশী বা কোনও রকম বাজনা সম্বন্ধে যদি কিছু বোঝাতে চাও—তবে ছাত্র যদি জিনিষটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাজিয়ে তার আওয়াজ কানে শোনে, তবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান

খুব শীঘ্র লাভ হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি এবং শ্রবণ-শক্তি সে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। কোলের শিশু যে-কোন জিনিষ দেখা মাত্র স্পর্শ করিতে চায় এবং মুখে দিতে চায়—তার কারণ এই যে, শিশু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে চায়। অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান জন্মাতে পারি তবে ফললাভ খুব শীঘ্র হবে। পাটীগণিত শেখাবার সময়ে শুধু মুখস্থ না করিয়ে যদি কড়ি, marble অথবা ইটপাথরের টুকরা দিয়ে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পারি তবে সেই সব জিনিষ শিশুরা খুব শীঘ্র শিখতে পারবে।

আর একটা বড় কথা—শুধু মানসিক শিক্ষা না দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। পুতুল তৈয়ারী করা, মাটী দিয়ে মানচিত্র তৈরী করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা—এ সবের ব্যবস্থা করা চাই। ইহার দ্বারা শিক্ষাটা যে শুধু সর্ব্বাঙ্গীণ হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়ারও বিশেষ উন্নতি হবে। পাঁচরকম জিনিষ শেখাতে পারলে ছেলেদের মনটা সজাগ হয়, বুদ্ধি বাড়ে, লেখাপড়ায় মন লাগে—এবং লেখা-পড়ার নাম শুনলে ভীতির উদ্রেক হয় না। পাঁচরকম জিনিষ না শিখে যদি কেবলি মুখস্থ ক'রে লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখা-পড়ার মধ্যে রস পায় না, লেখা-পড়াকে ভয় করতে শেখে এবং তার বুদ্ধি বিকশিত হয় না। শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহ্বা, নাক যদি উপভোগের এবং জানবার বস্তু পায়, তবে এই সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, এর ফলে মনেও বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখা-পড়ায় সে রস পায়। Manual training না হ'লে শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়ে যায়। নিজের হাতে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, সেরূপ আনন্দ পৃথিবীতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। সৃষ্টির মধ্যে

গভীর আনন্দ নিহিত রয়েছে। সেই Joy of Creation শিশুরা অল্প বয়সেই উপভোগ করে যখন তারা নিজের হাতে কোনও বস্তু তৈয়ারী করে। বাগানে বীজ পুঁতে গাছের সৃষ্টির দ্বারাই হোক অথবা নিজের হাতে পুতুল তৈয়ারী করেই হোক, যে কোন বস্তু নূতন ক'রে সৃষ্টি করতে পারলে শিশুরা গভীর আনন্দ উপভোগ করে। যে সব উপায়ে ছাত্রেরা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভোগ করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা চাই। এর দ্বারা তাদের originality বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুবিধা হবে এবং লেখা-পড়াকে ভয় না করে তারা উপভোগ করতে শিখবে। বিলাতে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রেরা বাগানের কাজ শেখে, ব্যায়াম-চর্চ্চা করে, drill করে, পড়ার মাঝখানে খেলাধূলা করে, গান-বাজনা শেখে, route march ক'রে পথে পথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, clay-modelling (মাটি দিয়ে পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারী করা) শেখে, গল্পচ্ছলে নানা বিষয় এবং নানা দেশের কথা শেখে। গল্পচ্ছলে শেখান সব চেয়ে বেশী দরকার। ছাত্রেরা যেন না বুঝতে পারে যে তারা লেখা-পড়া শিখছে, তারা যেন অনুভব করে যে তারা গল্প শুনছে অথবা খেলা করছে। প্রথমাবস্থায় Text-Book-এর আদৌ প্রয়োজন নাই। গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন যেন সামনে গাছ-পালা এবং ফুল থাকে। আকাশ, তারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন মুক্ত আকাশের তলে নিয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা দেবে। যে জিনিষই শেখাবে তা যেন সকল ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে। যখন ভূগোল শেখাবে তখন মানচিত্র, Globe প্রভৃতি যেন থাকে, ইতিহাস যখন শেখাবে তখন সুবিধামত museum প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাবে। খুব গরীব চালেও গানশিক্ষা, Painting, Drawing প্রভৃতি শিক্ষা, Gardening শিক্ষা প্রভৃতি চাই। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বস্তুজ্ঞানই বেশী দরকার। পাঠ মুখস্থের তত বেশী প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার Principles বা নীতি বিষয়ে কিছু বললুম। Text-Book-এর কথা ইচ্ছে করেই বলি নাই। Text-Book-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্য-পুস্তক যেগুলি রাখতে হবে সেগুলির importance কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার Fundamental Principles সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তিনি নূতন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্ত্তন করতে পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক থেকে সব জিনিষ দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থায় যদি শিক্ষক নিজেকে কল্পনা না করতে পারে, তবে সে কি করে ছাত্রের difficulty এবং ভুল-ভ্রান্তি বুঝতে পারবে? সুতরাং Personality of teacher হচ্ছে সব চেয়ে বড়। শিক্ষার প্রধান উপাদান তিনটী:—(১) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, (২) শিক্ষার প্রণালী, (৩) শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সম্ভবপর নয়। চরিত্রবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারিত হয়, তবে যে-কোনও বিষয়ক পুস্তক সহজে শেখান যাইতে পারে।

* * *

আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

৯৬

মান্দালয় জেল

ইং ৬।২।২৬

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আশা করি তুমি সকল প্রকার মানসিক অশান্তি দূর করিয়া প্রফুল্লভাবে সকল কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। Milton বলিয়াছেন—"The mind· is its own place and can

make a hell of heaven and a heaven of hell," অবশ্য এ কথা কার্য্যে পরিণত করা সব সময়ে সম্ভব হয় না, কিন্তু আদর্শ সব সময় চোখের সামনে না রাখিলে জীবনে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। জীবনের কোনও অবস্থাই অশান্তিহীন নহে—এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমার মুক্তির কথা আমি আর ভাবি না—তোমরাও ভাবিও না। ভগবানের কৃপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি—এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার শুভ ইচ্ছার কোনও প্রভাব নাই, কিন্তু বিশ্বজননীর শুভ ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ তোমাকে বর্ম্মের মত সর্ব্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখুক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি কি লিখিব—বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখিও—তুমি তাঁর কৃপায় সকল বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মনের মধ্যে সুখ ও শান্তি না থাকিলে কোনও অবস্থায় (বাহিরের অভাব দুর হইলেও) মানুষ সুখী হইতে পারে না। সুতরাং সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই। ইতি—

৯৭

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

১২-২-২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। অশোক এত ভালো সূতা কাটতে শিখেছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশ্চর্য্য যে হই নাই তা বলতে পারি না। বস্তুতঃ সূতা কাটা এত সহজ যে, আমার মনে হয় অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরাও শিক্ষা পেলে

কাটতে পারে। আসাম অঞ্চলে একটা রীতি প্রচলিত আছে যে বিবাহের সময় কন্যার পক্ষে খুব ভাল সূতা কাটা জানা চাই—আমাদের মধ্যে যেমন এক সময় খুব ভাল রান্না জানার প্রথা ছিল। গোরা, অরুণা প্রভৃতি কেন সূতা কাটে না? তারা অবসর নিশ্চয় যথেষ্ট পায়। আমার মনে হয় যে একবার যদি নিজের হাতে কাটা সূতার কাপড় কেহ চোখে দেখে তা হ'লে তার সূতা কাটার উৎসাহ খুব বেড়ে যাবে। নিজের হাতের রান্না যেমন মিষ্টি লাগবেই লাগবে—নিজের হাতে কাটা সূতার জামাকাপড়ও সেরূপ ভাল লাগবেই লাগবে।

ভগবানের ইচ্ছায় আজকাল আমার প্রায় প্রত্যেকটি চিঠির কয়েক লাইন কাটা হয়ে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। তার অর্থ বোধ হয় আপনারা বুঝতে পারেন।

আপনার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই এখানে পায়রার আড্ডা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর মধ্যে একটি পায়রা এর মধ্যেই একটা হুলো বেরালের উদরস্থ হয়েছে। এখানে কোর্ট বসিয়ে বেরালের বিচার করা হ'ল। খাবার দিয়ে রাত্রে ফাঁদ পেতে বেরালকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে কথা উঠে যে বেরালের ফাঁসি হওয়া উচিত। কারণ মানুষ হত্যা করলে জেলখানায় মানুষের ফাঁসি হয়ে থাকে। তার পর কথা উঠে যে ফাঁসি দিয়ে যখন কাহারও কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন বেরাল ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত। এদেশে কতকগুলো লোক অভাবে পড়লে বেরাল খেতে আপত্তি করে না—সেরূপ কয়েদী জেলের মধ্যে আছে। জেলখানায় কয়েদীদের পক্ষে যখন মৎস্য-মাংস দুষ্প্রাপ্য, তখন তাহারা একটা বেরাল পেলে রান্না করে খেতে প্রস্তুত হতে পারে—এরূপ প্রস্তাব একজন ভদ্রলোক করলেন। সর্ব্বশেষে হঠাৎ সকলের মধ্যে বৈষ্ণব ভাব জেগে উঠল এবং বেরালকে বস্তায় বন্ধ করে বনবাসে পাঠাবার হুকুম জারি করা হয়ে গেল।

প্রায় একমাস কাল মুরগী ডিমে তা দিয়ে, ডিম ফুটে ছানা বাহির হ'ল। ইয়াঙ্কা ছিলেন সেই সব মুরগী দেখা শোনার কাজে। গোড়া থেকেই ইয়াঙ্কা প্রভু ডিম সরাতে আরম্ভ করলেন। যেখানে ডিম হয় ৫।৬টা সেখানে ঘরে উঠে মাত্র ২।৩টা। বাকী কয়টা তার কৃপায় অদৃশ্য হয়। যেদিন ধরা পড়লেন, সেদিন একেবারে নেকা। তার বয়স মাত্র ৭১ বৎসর কিন্তু পেটটা অতিশয় বড়। অনেকে বলেন যে তিনি ভোলানাথের অবতার; কারণ পেটটা একেবারে মহাদেবের মত। ইয়াঙ্কার কৃপায় প্রত্যহ মুরগীর ছানা মরতে আরম্ভ করল। ১০।১২ থেকে দাঁড়াল তিনটা। সেগুলি এখনও পর্য্যন্ত জীবিত আছে। বোধ হয় মরবার আর আপাততঃ আশা নাই। একদিন তার অযত্নের দরুন চিল এসে ছোঁ মেরে একটী মুরগীর ছানা নিয়ে গেল। সকাল বেলা যখন ধরা পড়ল তখন ইয়াঙ্কা সাধু সেজে বল্লেন, "মুসীতু" অর্থাৎ "ছিল না"। অনেক ধম্‌কা-ধম্‌কির পর সত্য কথা স্বীকার করলেন।

কিন্তু আসলে ইয়াঙ্কা লোক মন্দ নয়। সে বুঝেছে যে জগতে সার সত্য হচ্ছে পেট। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং"—পেট ঠাণ্ডা হলেই জগৎ সন্তুষ্ট হয়। এবং পেটের জন্য সে কোনও কাজ করতে পশ্চাৎ-পদ হয় না। বুদ্ধের স্তব বর্ম্মা ভাষায় সে বেশ বলতে পারে—তার কাছ থেকে আমি সে স্তব শুনে শিখেছি। যখন ফিরব তখন আপনাদের সকলকে সে স্তব শোনাব।

বাঙ্গলা দেশ থেকে চারজন কয়েদীকে এ জেলে বদলী করে আনা হয় আমাদের কাজকর্ম্ম করার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কাজের লোক মাত্র একজন। তার উপরেই রান্নাঘরের ভার। এখানে এত রকম লোক দেখতে পাওয়া যায় যে তাতে আনন্দ যেমন পাওয়া যায়—শিক্ষাও সেরূপ হয়।

কবিরাজী ঔষধ খেয়ে প্রায় দুই মাস বেশ উপকার পেয়েছিলাম। এখন বোধ হয় ঔষধ বদলাতে হবে কারণ বিশেষ সুবিধা বোধ

হয় না। গরমও পড়তে আরম্ভ করেছে—শ্রীসকালেই যত গণ্ডগোল। যাক্ দিনগুলি কেটে যাবে তাতে সন্দেহ নাই। আমার চিঠিগুলি আপনি রেখে দেবেন এবং মেজদাকে বলবেন রেখে দিতে।

আশা করি ওখানকার সকল খবর ভাল। আমি মেজদাদাকে লিখছি চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতের জন্য মাষ্টার ছেলেমেয়েদের জন্য রাখতে। তাঁর মত কি হবে জানি না—তবে আমি এই দুই জিনিষের অভাব নিজের জীবনে বোধ করি। সেইজন্য ছেলেমেয়ের সুশিক্ষা হ'লে সুখী হব।

সরস্বতী পূজা আমরা এখানেও করেছিলুম। পূজার খরচ নিয়ে আমাদের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের গণ্ডগোল চলেছে। দুর্গাপূজার টাকা ও সরস্বতী পূজার টাকা এখনও সরকার দেয় নাই। আমি কয়েকটি কাগজ এর সহিত পাঠাচ্ছি—তার থেকে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সংক্রান্ত খরচ মঞ্জুর করবার ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর—বর্ম্মা সরকারের উপর নয়। বর্ম্মা সরকার বলেন যে খরচের ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর এবং বাঙ্গলা কাউন্সিলে সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে সব খরচ মঞ্জুর করে বর্ম্মা সরকার। এই কাগজগুলি হ'তে বুঝতে পারবেন যে পূজার খরচ নামঞ্জুর করেছে বাঙ্গলা সরকার। এই কাগজগুলির মধ্যে দুই দরখাস্তের নকল পাঠাচ্ছি। এই দরখাস্তগুলি আমরা বর্ম্মা সরকারের নিকট পাঠিয়েছি।

ইতি—

শ্রীসুভাষ।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

ইং ৯।৪।২৬

পূজনীয়া বৌদিদি,

আপনার দুইখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নাই।

সেজদাদার চিরুণী ও দেশলাই পাইয়াছি। বেশ ভালই হইয়াছে। আশা করি ক্রমশঃ আরও ভাল হইবে।

এখানে খুব গরম পড়িয়াছে—দিনের বেলায় আমরা চিংড়ি মাছ ভাজার মত হই। তবে এখনও রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়ে; তাই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

আপাততঃ কবিরাজী ঔষুধ খাইতেছি না। প্রয়োজন হইলে কিছুদিন পরে খাইব।

অশোক ও অরুণার সূতাতে বোনা দুইখানি ধুতি পাইয়াছি—বেশ হইয়াছে। সেই পার্শ্বেলে এক বাণ্ডেল পাঁপড়ও পাইয়াছি। যাহারা সূতা কাটে তাহাদের জন্য এই সূতা দিয়া কাপড় অথবা জামা করাইবেন—নিজের সূতায় তৈয়ারী জিনিস পাইলে তাহাদের উৎসাহ আরও বেশী হইবে।

জীবনটা যখন একঘেয়ে বোধ হয় তখন মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যের দরকার হয়। এই নূতনত্বের জন্যেই পাখী ও পায়রা পোষা। কাল আমরা একটা টিয়া পাখী জোগাড় করিয়াছি—আগামী মাসে ময়না পাখী জোগাড় করিব।

আমার শেষ পত্রের সঙ্গে যে কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলাম—তাহা কেন পান নাই বুঝিতে পারিতেছি না। এই রকম গোলমাল মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

গোপালীর পরীক্ষা কেমন হইয়াছে জানাইবেন। অশোক এখন কোন্ ক্লাসে পড়িতেছে ?

এ সপ্তাহে আমি মেজদাদাকে পত্র দিতেছি না। আজকাল মনে হয় যে জেলখানা আমাদের কায়েমী স্বত্ব হইয়া গিয়াছে। জেলখানা হইতে যে সহজে আমাদের কেউ তাড়াইতে পারিবে তাহা মনে হয় না।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। বাবা ও মা কেমন আছেন ? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ।

৯৯

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censored and Passed

স্বাঃ অস্পষ্ট

3/5/26

for D.I.G., I.B., C.I.D.

Bengal.

Mandalay Jail

[C/o D.I.G., I.B., C.I.D.

(Bengal)

13, Elysium Row, Calcutta]

ইং ২৬।৪।২৬

শ্রীচরণেষু—

মা, আপনার ৬ই ফেব্রুয়ারীর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম—নানা কারণে উত্তর দিতে পারি নাই। আপনার নিকট হইতে পত্র

পাইব—এই ভরসায় আমি পত্র দিই নাই। তবে বহুকাল পরে আপনার হাতের লেখা দেখিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু পত্র পড়িতে পড়িতে সে আনন্দ শুকাইয়া গেল। মনে হইল, হয়তো বাহিরে থাকিলে আমরা কিছু সান্ত্বনা দিতে পারিতাম। আজ প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল আমরা সকল রকমে মা-ছাড়া। কবে যে এই দীর্ঘ প্রবাসরজনীর অবসান হইবে তা শুধু ভগবানই জানেন। আমরা ক্রমশঃ যেন এই অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। বাহিরের আলোক যেন দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতেছে। কারাবাসের প্রথমদিকে যে বন্ধনের জ্বালা হৃদয়ে অনুভব করিতাম তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং তার পরিবর্ত্তে এক নির্ব্বিকার ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতেছে, কোন্ দিকে চলিতেছি তা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদিগকে প্রবাসী করিয়া তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সার্থক হইতেছে তাহা মন যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তাই সর্ব্বদা তাঁর নিকট এই প্রার্থনা করি—যেন এই সব বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া আমার এই অসার, অপূর্ণ ও নীরস জীবনকে তিনি তাঁহার পানে টানিয়া তোলেন।

তিনি যে তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে সকল রকমে অবলম্বনহীন করিয়াছেন তা' বুঝিতে পারি। কিন্তু এই দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল অসহায় অবস্থায় থাকিয়াও কি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছি ?

যাক্—কি বলিতে গিয়া কি বলিতেছি। কবে আবার যে আপনার শ্রীচরণের দর্শন পাইব তাহা জানি না। তবে আপনার কথা চিন্তা না করিয়া পারি না, বোধ হয় এমন একদিনও যায় না, যে দিন আপনার কথা না মনে আসে। নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া যদি আপনাদের কিছুমাত্র সান্ত্বনা বা সেবা করিতে পারিতাম তাহা হইলেও ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহা বুঝি হইবার নয়।

আজ যেন কলমে আর কথা আসিতেছে না—তাই আজ এই পর্য্যন্ত থাক। এখন তবে আসি মা। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম জানিবেন।

ইতি

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ

১০০

(শ্রীসন্তোষ কুমার বসুকে লিখিত)

এই পত্রখানি সেন্সর কর্ত্তৃক পরীক্ষা করিয়া ছাড়া হইয়াছে

২৬-৪-২৬

ডি আই জি,

আই বি, সি আই ডি (বাঙ্গলা)

কেয়ার অব ডি আই জি,
আই বি, সি আই ডি
১৩, এলিসিয়াম রো

মান্দালয় জেল

প্রিয়বরেষু—

শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। রাস্তার আলো ইত্যাদি বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন উহা পড়িয়া স্বস্তি বোধ না করিয়া পারি নাই। আমি আনন্দিত হইয়াছি বিশেষ করিয়া আরও এই কারণে যে, আপনি বিষয়টি P. U. Committee-র নিকট পেশ করিতে যাইতেছেন এবং কোনও সন্দেহ নাই যে, উহা আপনার সতর্ক মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে। আশা করি রাস্তার আলো (গ্যাসই হউক আর বিদ্যুৎই হউক) পৌরসভার অধীনে আনার বিষয়টি কর্পোরেশন সহজে ছাড়িবে না যদি না ইহার বিরুদ্ধে জোরালো কোনও যুক্তি উপস্থাপিত হয়।* যদি প্রয়োজন হয়,

* দরকার হইলে লাইটিং সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হিসাব দেখিতে পারেন। তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয় নাই; আলাদা বিশেষজ্ঞের দ্বারা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। স, চ, ব।

গেজেটের পাতায় জনমত আহ্বান করিবেন ; সুযোগ পাওয়া গেলে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এ কাজের দায়িত্ব কোনও বেসরকারী কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দিতে হয় তাহা হইলে শুধু ইংলণ্ডেই নয়, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও টেণ্ডারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হইবে আশা করি। ইহা সময়সাপেক্ষ আর সেইজন্যই যত শীঘ্র সম্ভব একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৌরসভার অধীনে আনার প্রস্তাব আলোচনার কালে উপজাত জিনিসগুলিকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইবার সম্ভাবনার বিষয়টি দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া উচিত নয়।

নূতন সব রাস্তায়—বিশেষতঃ যে সব অঞ্চল কর্পোরেশনের অধীনে আসিয়াছে সেগুলিতে বৈদ্যুতীকরণের নীতি আমি আন্তরিকভাবে অনুমোদন করি। জানি না C. E. S. Corporation-এর নিকট হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় করিয়া Central Office, Market ইত্যাদিতে আলোর ব্যবস্থা করিলে আমাদের বিশেষ কোনও সুবিধা হইবে কিনা। যতক্ষণ না খরচ কমানো যায় বা বৃহত্তর কোনও সুবিধা লাভ হয় ততক্ষণ বিভাগীয় কাজে উহা ব্যবহার করা সঙ্গত নয়; উহার দ্বারা লাইটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বেতন বৃদ্ধির দাবীকেই জোরদার করা হইবে।

রাস্তার কুকুর মারিবার জন্য lethal chamber scheme বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিষয়টি এখন কি অবস্থায় রহিয়াছে ?

আশা করি আপনি ঠাণ্ডাঘর পরিকল্পনাটি সহজে ত্যাগ করিবেন না। যদি দরকার মনে করেন—মাছ, মাংস ও ফল ব্যবসায়ীদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন—যন্ত্রটি বসিলে তাঁহারা লাভবান হইবেন কিনা। যদি তাঁহারা লাভবান হন তাহা হইলে বর্দ্ধিত ব্যয় মিটাইতে উহা ব্যবহারের জন্য ভাড়া খাটাইতে পারি।

জানি না আমাদের Market office* সারা মাসে যে সব খাদ্য দরকার হয় উহার গড় মূল্যহার তৈরী করিয়াছেন কিনা। আমার মনে হয়, মাসিক খরচের গড়হার তৈরী করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী বৎসরের সেই সেই মাসের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। উহার দ্বারা এক নজরেই বুঝা সম্ভব হইবে, মূল্য বাড়িতেছে কি কমিতেছে। এই গড়তালিকা P. U. ও Markets Comm.-র নিকটও পেশ করা যাইতে পারে এবং গেজেটেও প্রকাশ করা চলিবে। বছরের শেষে বাৎসরিক গড়মূল্যও তৈরী করা সম্ভব হইবে। এই মূল্যহার কর্পোরেশনের সমস্ত বাজারে চালু করা উচিত এবং Market Controller উহা হইতে সারা কলিকাতার জন্য সর্ব্বনিম্ন মূল্যতালিকা স্থির করিতে পারিলে ভাল হয়। Market Controller-এর কর্ত্তব্য এই গড়হার মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা ; এবং বিভিন্ন বাজারে দরের কেন তারতম্য হয় ও উহা রোধের উপায় কি—তাহা খুঁজিয়া বাহির করা। জানি না Market Controller খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি বা দ্রব্যমূল্য হ্রাসের জন্য এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা। এ ব্যাপারে প্রথম করণীয় হইবে প্রকৃত মূল্য জানা ও ব্যবসায়ীরা যাহাতে অধিক মুনাফা না করিতে পারেন সেজন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ রাস্তা হইল, যে যে অঞ্চলে যে সব জিনিসের চাহিদা খুব বেশী সেই সব অঞ্চলের বাজারে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের জোগান বৃদ্ধি করা ; তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। এই জোগান ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করা যাইতে পারে অথবা কর্পোরেশনের

* ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের বিষয়টি লইয়া শ্রীযুক্ত এস. সি, রায় (ডেঃ এক্স অফিসার)-এর সঙ্গে আলোচনা করাই সমীচীন হইবে। এই তথ্যগুলি পরে কাজে লাগিবে। কর্পোরেশনের কর্ম্মীদের বেতনবৃদ্ধির দাবীর যাথার্থ্যও উহার দ্বারা বিচার করা যাইবে। বিলাসদ্রব্যের কথা বাদ দিয়া, আমার মনে হয়, নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যতালিকা তৈরী করাই যথেষ্ট হইবে।— স, চ, ব।

পক্ষেও উহার দায়িত্ব লওয়া সম্ভব—যদি না আইনগত কোনও বাধা থাকে।

ইচ্ছা থাকিলেও কলিকাতার জন্য কি একটি আদর্শ Central Market তৈরী করা সম্ভব নয়, যেখানে সব রকমের জিনিস* পাওয়া যাইবে। মাংস ও ফলের জন্য হগ মার্কেট Central Market হইতে পারে। মাছের জন্য—যাহা এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য—কলেজ স্ট্রীট মার্কেটকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৈঠকখানা বাজার দুধের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল Central Market হইতে পারে। এভাবেই কলিকাতার বাজারগুলি গড়িয়া উঠা উচিত। যাহা হউক, কলিকাতার বাজারগুলি‡ গড়িয়া তোলার ব্যাপারে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয় না বলিয়াই আমার আশঙ্কা হইতেছে। যেরূপ বোধ হয় তাহাতে আমরা এখনও পর্য্যন্ত অন্ধকারেই হাতড়াইয়া মরিতেছি।

Education Officer-কে কিরূপ মনে হইতেছে? বিভাগীয় কাজকর্ম্ম ছাড়া তাঁহাকে আরও চারিটি জিনিস করিতে হইবে:—(১) বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দরুন তাঁহার বিভাগের খরচের পরিমাণ এবং এই বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা ইত্যাদিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করিতে হইবে। (২) কিণ্ডারগার্টেন প্রথা ও শিক্ষার সমস্যা, বিশেষতঃ শিশুদের মনস্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে বিশেষভাবে পরিচিত

* জিনিস বলিতে আমি এখানে খাদ্যের কথাই শুধু বুঝাইতে চাহিতেছি, অন্য কোনও জিনিস নয়।

‡ কোনও বাজার চালু থাকার অনুমতি দানের পূর্ব্বে উহা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষে থাকা উচিত। উহা না থাকিলে বাজার লক্ষ্যহীন, এলোমেলোভাবে গড়িয়া উঠিতে বাধ্য এবং উহার কাজ যখন শেষ হইবে তখন দেখা যাইবে কোনও সুব্যবস্থাই সেখানে নাই। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ক্ষেত্রে উহা ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

হইতে হইবে। (৩) বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুদের জন্য আদর্শ পাঠ্যপুস্তক তৈরী করিয়া উপযুক্ত লোকের দ্বারা উহা লিখাইয়া লইতে হইবে। (৪) শিক্ষকদের জন্য একটি Training School প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যেহেতু কাজ অনেক বাড়িয়া যাইবে সেই হেতু Education Officer-এর বেতন যতদিন না অন্যান্য বিভাগের প্রধানদের সমান হয় ততদিন বর্দ্ধিত হারে দিতে হইবে। শিক্ষা বিভাগকে একটি পূর্ণ বিভাগে পরিণত করিতে অবশ্য কয়েক বৎসর সময় লাগিবে কিন্তু উহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কলিকাতার অল্পবয়স্ক গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব যে বিভাগের উপর, গুরুত্বের বিচারে উহা অন্য কোনও বিভাগ হইতে কোনও মতেই কম নয়।

কর্পোরেশনের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমার মনে হয়, আমাদের এখনও আরও কিছুদিন উহা এড়াইয়া যাইতে হইবে এবং এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

ঝাড়ুদারদের স্টোর বিভাগ কিরূপ কাজকর্ম্ম চালাইয়া যাইতেছে? ঐ বিভাগের কোনও সংবাদই আমি পাইতেছি না।

দুইটি বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কর্পোরেশনের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলা উচিত বলিয়া মনে হয়। প্রথমটি হইতেছে কলিকাতার সমস্ত স্কুলকলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনের ব্যাপারে একটি শাখা-বিভাগ খোলা বিষয়ে। ইউরোপ ও আমেরিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত দূর অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনও ধারণাই নাই। বিশেষতঃ, আমেরিকা পৌরশাসনকে আলাদা একটি বিজ্ঞানরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ইহার নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে রাশি রাশি বই সেখানে লেখা হইয়াছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে পৌরশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার মস্ত বড় একটা সুবিধা আছে। ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান দিতে পারিবে এবং পৌরসভার কাজ কিভাবে চলে ও

উহার আর্থিক অবস্থা কিরূপ—সে সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জ্জনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহায্য করিতে পারিব। এ সম্বন্ধে আপনি কাউন্সিলার রমাপ্রসাদবাবুর সহিত আলোচনা করিতে পারেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে আমার মত এই যে, যদি বছরে একবার সম্ভব নাও হয় তাহা হইলে অন্ততঃ ২ অথবা ৩ বৎসর অন্তর একবার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার দ্বারা আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে যে, ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজের শারীরিক উন্নতি হইতেছে কি অবনতি ঘটিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় একাজ সম্ভব হইতে পারে।

১৬—৪—২৬

২ মাসেরও বেশী হইয়া গিয়াছে এ পত্র সুরু করিয়াছিলাম কিন্তু ইহা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইতিমধ্যে গঙ্গা ও ইরাবতীতে অনেক জল বহিয়া গিয়াছে। এবার পত্রখানা শেষ করিয়া ডাকে দিব।

মেজদাদার পত্র হইতে জানিয়া দুঃখিত হইলাম যে, কলিকাতার কোনও কোনও অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে।

সহরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটি সমীক্ষাকার্য্য চালাইবার প্রস্তাব কর্পোরেশন অনুমোদন করিয়াছে—এজন্য আমি আনন্দিত। গত বৎসরই ইহা করা উচিত ছিল তবে একেবারে না করা অপেক্ষা দেরীতে করাও অনেক ভাল।

বিদ্যাধরীর বিষয়টি লইয়া আপনি যেভাবে লড়িয়াছেন উহা আমি গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। আশা করি আপনি বিস্মৃত হইবেন না যে, এ সমস্যা সমাধান করিবার পূর্ব্বে আপনাকে বিদেশ হইতে একজন যোগ্য নদী-বিশেষজ্ঞকে আনাইতে হইবে। এখন হইতেই কেন ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞাপন দিতেছেন না? একজন যোগ্য ইঞ্জিনীয়ার পাইতে হইলে কয়েক বৎসর না লাগিলেও অন্ততঃ কয়েক মাস সময় লাগিবে।

ইতিমধ্যে আমি মডেলের সাহায্যে বিদ্যাধরী সম্বন্ধে পরীক্ষার সম্ভাবনীয়তা বিষয়ে ডাঃ বেণ্টলীর সহিত পত্রালাপ করিব যাহাতে লবণ হ্রদ এলাকায় উহার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্দ্ধারণ বা অনুমান করা সম্ভব হইতে পারে। ইউরোপে (দৃষ্টান্তস্বরূপ Mersey নদীর কথাই বলা যাইতে পারে বোধহয়) এরূপ পরীক্ষাকার্য্য চালান হইয়াছে এবং উহাতে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রধান পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যাধরীর ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের অনুমান ভুল হইতে পারে—কিন্তু ইহার উপরই প্রধান পয়ঃপ্রণালীর পরিকল্পনাটি গড়িয়া উঠিবে।

Mr. Wilkinson কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন, না কি তিনি একেবারেই দেশে চলিয়া যাইতেছেন ? তিনি চলিয়া গেলে আমি দুঃখিত হইব।

Motor Vehicles Dept.-এর নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিরূপ কাজকর্ম্ম চালাইতেছেন ? ওয়াছার সময় হইতে অবস্থার কোনও উন্নতি হইয়াছে কি ?

ভাল কথা, কয়েক মাস পূর্ব্বে ৪নং ডিস্ট্রিক্ট গোখানায় জাব, ছোলা প্রভৃতি চুরির বিষয়ে একটি রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলাম। E. G. P. Committee-র অনুরোধেই উহা পাঠানো হইয়াছিল। কমিটি আমার রিপোর্টটি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা অথবা উহা চাপিয়া রাখা হইয়াছে—এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি ?

Mr. Coats ফিরিয়া আসিয়াছেন কি ?

Roads Dept.-কে আগাগোড়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। যদিও নীতিগতভাবে আমি কেন্দ্রীয়করণের পক্ষপাতী নই, তবু ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আগামী কয়েক বৎসরের জন্য অন্ততঃ Roads Dept.-কে আলাদা একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত Roads Engineer-এর অধীনে কেন্দ্রীভূত করিতেই

হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রশংসনীয় যোগ্যতার মান তৈরী করা সম্ভব নয়। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারগণ ও Mr. Coats এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবেন জানি, কিন্তু কাজ না দেখাইয়া যে অর্থ আদায় করা হইতেছে নূতন পরিকল্পনায় উহা বন্ধ হওয়াই উচিত।

অনুগ্রহপূর্ব্বক বসন্ত মহামারীর কথাও ভুলিবেন না। প্রতি বৎসরই একটা বিশেষ সময়ে উহার প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

Retrenchment Officer-এর পূর্ণ বিবরণ এর মধ্যে পাইয়াছেন কি ?

আমাদের Accounts Dept. আশ্চর্য্য যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করিয়া থাকে। একথা বলিতে আমি গর্ব্ব বোধ করিতেছি যে, কখনও কখনও তাঁহারা অত্যুৎসাহের পরিচয় দেন। আমি যখন কর্পোরেশনে ছিলাম তখন মাঝে মাঝেই আমাকে Chief Accountant-কে সামলাইতে হইয়াছে।

পুনরায় দাঙ্গা হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম—আমাদের দুর্ভাগ্যের পাত্র পূর্ণ হইয়াছে। ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, জাতির অন্তরাত্মা কি চাহিতেছে। দাঙ্গার প্রকৃত কারণ ও যাহারা উহা ঘটাইয়াছে সে সম্বন্ধে জেল হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে কিছু জানিতে পারিব বলিয়া আশা হয় না। ভাবিয়াছিলাম, সাম্প্রদায়িক অশান্তি হইতে বাঙ্গলা দেশ মুক্তি পাইয়াছে কিন্তু উহা হইবার নয়।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আজ এখানেই শেষ করিতে হইতেছে। শুভেচ্ছা জানিবেন। ইতি—

আপনার সহোদরপ্রতিম
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত এস্, কে, বসু
১০এ, গোপাল ঘোষ লেন
খিদিরপুর, কলিকাতা।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১০১

Mandalay
[C/o. D.I.G., I.B., C.I.D
13, Elysium Row
Calcutta]
(১১।৬।২৬ তারিখে প্রাপ্ত)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি হঠাৎ পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। মানুষের এমনই vanity যে লোকে আমাদের অভাব বোধ করে শুনলে একটু যেন আনন্দ হয়। এই দুর্ব্বলতার উল্লেখ প্রবাসী Alexander Selkirk-এর কবিতায় পাওয়া যায়—

"My friends, do they now and then
Send a wish or a thought after me ?"

আপনি যাহা লিখেছেন তাহা খুব সত্য—জেলখানায় এসে সাধনার খুব অবসর পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শারীরিক অসুস্থতার দরুন এই সুযোগের আশানুরূপ সদ্ব্যবহার করতে পারি নাই। করবার মত কাজ এত রয়েছে কিন্তু তদনুরূপ শারীরিক সামর্থ্য আমার এখন নাই। এখানে আসার ফলে অন্য অনেক রকম শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি কিন্তু হজমশক্তি নষ্ট হওয়ার দরুন পরিশ্রম করবার ক্ষমতা কমে গেছে। এখানে থাকতে যে শরীরের বিশেষ উন্নতি হবে সে আশা কম।

কর্ম্মীদের মধ্যে যে সংযম ও শৃঙ্খলার ভাব এখন কমে গেছে তা জেনে দুঃখিত হলুম। খবর কাগজ থেকে আমার ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছিল। এখন বোধ হয় সবাই স্ব ২ প্রধান হয়ে পড়েছে—তাই

কোন নেতাকে মানতে চায় না। বাঙ্গলায় যে এখন নেতা বলে কেহ নাই—সে দোষ কাহার ? নেতাদের না কর্ম্মীদের ?

Sincerity এবং tenacity আছে এইরূপ কর্ম্মীর বড় অভাব একথা ঠিক। এবং এ কথাও সত্য যে যাহারা নিজেদের কর্ম্মকে সাধনার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে না—তাহারা খাঁটি কর্ম্মী হতে পারে না। তবে মানুষ ভিন্ন মানুষ সৃষ্টি আর কে করবে ? Congress Politics এখন এত unreal হয়ে পড়েছে যে কোনও খাঁটি লোক ঐ কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই অবস্থা দেখে যাহারা কিছু কাজ করতে চায় তাহারা বোধ হয় আর কাউন্সিলের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখবে না। আমাদের সামনে এখন তিনটি বড় সমস্যা :—(১) স্বাস্থ্য সমস্যা (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ন সমস্যা (৩) কৃষি সমস্যা।

স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে Caullic-র Physical Efficiency, Macdougall-এর National Welfare and National Decay প্রভৃতি কয়েকখানা বই পড়ে আমি অনেক শিক্ষা পেয়েছি। ইংরাজ জাতির স্বাস্থ্য আমাদের চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু তারাও আজ প্রায় ২০।২৫ বৎসর হ'ল উঠে পড়ে লেগেছে কি করে তাদের Physical and National efficiency আরও বাড়ে। এর মধ্যে কয়েকটা National Health Commission-ও বসেছে—এই তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য যে ইংরাজ জাতির স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছে না খারাপ হয়েছে—এবং খারাপ হয়ে থাকলে কি ২ কারণে খারাপ হয়েছে এবং ঐ সব কারণ কি করিয়া দূর হইতে পারে। এ বিষয় আমাদের দেশে সমবেত ভাবে কোনও গবেষণা হয় নাই বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অথচ দিন ২ আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে Muller's exercise এর বহুল প্রচলন হওয়া উচিত। ইহার দ্বারা বিনা ব্যয়ে শরীর সবল করতে পারা যায় এবং এই প্রণালী বোধ হয়

আমাদের দেশের উপযোগী হবে। আমি নিজে কিছু উপকার পেয়েছি বলে বলতে ভরসা হয়। Muller-এর আর একটা গুণ এই যে পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন-ব্যায়াম প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য প্রণালীগুলি মূলতঃ এক। আপনি এ বিষয় কিছু Propaganda করলে পারেন।

দেশের সব Scientist ও Industrialist-দের একত্র করে, তাহাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ন সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা না করলে অদূর ভবিষ্যতে বোধ হয় আমাদের অনাহারে মরতে হবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোপ পেলে জাতি চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে।

আমাদের কৃষিসমস্যার সমাধান Co-operation-এর দ্বারা হতে পারে—অন্য পথ নাই। Co-operative Bank তো চাই-ই কিন্তু শুধু Bank-এর দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হবে না। সমবায়ের দ্বারা বীজ, সার, লাঙ্গল, চাষের গরু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া চাষীদের Cost of Production কমাইয়া Production বাড়াইতে হইবে। তার পর monopolist-কে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় না করে সমবায়ের দ্বারা বেশী দরে শস্য বিক্রয় করবার চেষ্টা করতে হবে। অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য দেশের জনসাধারণ যদি সহযোগিতা ও একতা অভ্যাস না করে তবে কোনও মহৎ কাজের জন্য তাহারা সহযোগে কাজ করতে পারবে না। এবং পেটের ভাতের জন্য তাহারা যদি সহযোগিতা অভ্যাস করে হাতে ২ ফল পায়—তাহা হলে তাহারা যে-কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে কাজ করতে পারবে। Co-operation-এর দ্বারা যদি কৃষি ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান না হয় তবে দেশের উন্নতি হবে না। আমাদের সব চেয়ে বড় অভাব initiative-এর। সহযোগিতায় কাজ করতে ২ initiative-এর বৃত্তি সকলের মধ্যে স্ফুরিত হয় এবং জাতীয় initiative জাগরূক হ'লে জাতিগঠনের আর বিলম্ব থাকে না। State-এর সাহায্যে

চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে গেলে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না—কারণ তার দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে initiative জাগরূক হবে না। তাহারা কর্ম্মপ্রেরণা লাভ না করে, গভর্ণমেণ্টের উপর আরও বেশী নির্ভর করতে শিখবে. অবশ্য·········হিসাবে এবং সাময়িক প্রয়োজনের নিমিত্ত হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি খুব ভাল, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশবাসীর মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়ে তোলা এবং তাহারই সাহায্যে প্রধানতঃ সমবেত চেষ্টার দ্বারা স্বাস্থ্য, অন্ন ও কৃষি সমস্যার সমাধান করা।

শ্রমজীবী শিক্ষণ পরিষৎ, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতি এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সৎপথে পরিচালিত হয় তবে তাদের দ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বলে আমি ভরসা করি। সুতরাং এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এইসব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হয় তো একদিন বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

কর্পোরেশন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তা সত্য। ওদের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রধানতঃ সরকারী বিভাগের মত ঐ বিভাগকে democratize না করা পর্য্যন্ত কোনও কাজ হবে না। Ward Health Association-কে কেন্দ্র করে কাজ করে যেতে হবে—কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও Ward Health Association আজ পর্য্যন্ত সজীবতা প্রাপ্ত হল না। তার কারণ ঐ—সহযোগিতা ও কর্ম্মপ্রেরণার অভাব।

আমি যখনই খালাস হই না কেন ভবিষ্যৎ কাজ সম্বন্ধে খুব clear-cut ideas নিয়ে যেতে পারব।

খদ্দরের অবস্থা কি? দাম বাড়ছে, না কমছে? এখানে তো দুর্ম্মূল্য।

বিধু ফিরে এসেছে শুনে সুখী হলুম। সে এখন কোথায় কাজ নেবে?

জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পত্রিকা পেয়ে সুখী হয়েছি। পত্রিকাটী বেশ সুন্দর হয়েছে। মেডিকেল বা কারমাইকেল কলেজে এরূপ পত্রিকা আছে বলে কখনও শুনি নাই। কতকগুলি প্রবন্ধ বেশ গবেষণাপূর্ণ বলে মনে হ'ল। ছাপাও ভাল। আশা করি এই পত্রিকা একজনের বা কয়েকজনের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে না—এবং সকলেই ইহাতে যোগদান করবে। ছাত্রদের লিখতে দেওয়াতে খুব ভাল হয়েছে। ছাত্রদের প্রবন্ধ (ভাল হউক অথবা মন্দ হউক) একটা permanent feature হওয়া উচিত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার শরীর একরকম। অবসর মত পত্র পেলে খুব সুখী হব বলা বাহুল্য। আমার শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ

শুনলাম যে জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করে কর্ত্তৃপক্ষদের জানিয়েছে যে তাদের কলেজ affiliate করা উচিত। আমি নিজে affiliation-এর বিরোধী এবং affiliation হলে কলিকাতা কর্পোরেশন যে কেন ঐ কলেজকে এত সাহায্য করবে তার কোনও কারণ দেখছি না। এ বিষয় ছাত্রদের dictate করবার অধিকার নাই। কারণ তাহারা যখন ভর্ত্তি হয়েছিল তখন কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা জেনে শুনে ভর্ত্তি হয়েছিল। তাহারা জানত যে কলেজ affiliated নয় বা affiliated হবার আশা নাই। কলেজের অবস্থা যত ভাল হচ্ছে তত slave mentality দেখা দিচ্ছে। সুন্দরী বাবু ও কুমুদশঙ্কর বাবুকে আমার মত জানাবেন।

ইতি—

সুভাষ

১০২

Censored and Passed

স্বাঃ অস্পষ্ট

28/7/26

for D.I.G , I.B., C.I.D.

(১) Bengal

Mandalay Jail

[C/o D.I.G., I.B., C.I.D.

13, Elysium Row

Calcutta]

ইং ২১।৭।২৬

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন হইল পাটনার ঠিকানায় আপনাকে পত্র দিয়াছি—আশা করি যথা সময়ে তাহা পাইয়াছেন। ১৬ই জুন তারিখে আপনাকে পত্র লিখিতে বসি, কিন্তু কিছু দূর লিখিয়া আর কলম চলিল না। সে পত্র আজও পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারি নাই, তাই নূতন করিয়া লিখিতে বসিয়াছি। ইতিমধ্যে আপনার মাথার উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিলেও বুক কাঁপিয়া ওঠে। ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর? এমনই ভাবে কি মানুষকে পরীক্ষা করিতে হয়? ২৯শে জুন বৈকালের কাগজে যখন দুর্ঘটনার সংবাদ পাই, তখন সকলের ইচ্ছায় একটা টেলিগ্রাম করি আপনার নিকট, তারপর আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হইয়াছে—কিন্তু লিখিতে বসিয়া ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। কি লিখিব? কি বলিব? কি করিয়া সান্ত্বনা দিব? কি করিয়া শোকের গুরুভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিব?

কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবার নয়। জীবনে কখনও হইবে কিনা—তাহা জানি না। আমরা তো এখানে Permanent Settlement-এর জন্য প্রস্তুত। জননী, বঙ্গজননী, বিশ্বজননী—এ সব অত্যন্ত আপনার জিনিষ কারার বন্ধনের মধ্যে আমাদের নিকট সহস্র গুণে পবিত্র, সুন্দর ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে। মানস জগতে তাঁহারা নিত্য বিরাজ করিতেছেন ও করিবেন কিন্তু তাঁহাদের মানস সত্তা বাস্তব জগতের বিচ্ছেদকে আরও তীব্র করিয়া তুলিবে।

আকাশের তারার ন্যায় পুণ্য ও মহিমান্বিত সেই সব মূর্ত্তির দিকে মানস জগতে চাহিয়া চাহিয়া কত দিন, কত মাস, কত বৎসর কাটাইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের আত্মা সত্য, তার জীবন সত্য এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য। এ জীবনের শেষ হইলেও জীবনের শেষ নাই—জীবনের সম্বন্ধগুলিরও শেষ নাই। পার্থিব শক্তি আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিতে পারে, সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে কিন্তু জীবনের শেষ করিতে পারে না—জীবনের নিত্য পবিত্র সম্বন্ধগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আমাদের গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনায় ও ধ্যানে আমরা বর্ত্তমানের সকল দুঃখ ও বন্ধন অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ ও প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ আলোর দর্শনে আমরা বর্ত্তমানের নিবিড় অন্ধকার সহ্য করিতেছি। তাই নিতান্ত অসহায় হইলেও আমরা সুস্থির ভাবে সেই সুপ্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

জগতের মূলে যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এ কথা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদেরও একদিন আসিবে। তখন আমরা বর্ত্তমান শূন্যতা ও অভাবের শোধ কড়ায় গণ্ডায় তুলিয়া লইব। এই বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা বাস্তবের চাপে নিষ্পেষিত হই নাই বা হইব না।

যাক্ অনেক বাজে বকিলাম, আপনার জন্য সর্ব্বদা চিন্তা হয়। আপনি কেমন আছেন? মেজদাদা ও বৌদিদি আপনার সহিত দেখা করিতে যান শুনিয়া সুখী হইলাম। এখানকার নূতন খবর কিছু নাই।

ইতি—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

১০৩

মান্দালয় জেল

২৭।৭।২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৪ই জুলাইর পত্র আজ পেয়েছি, অশোকের পত্র আমি ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি। শীঘ্র উত্তর দিব। ন'দাদা এখন কি চাকরী করছেন? তিনি কি পুরান চাকরী নিয়ে সিজুয়ায় গেছেন, না নূতন চাকরী নিয়ে? সেজদিদি গোরক্ষপুর গেলে কি গোরাকে রেখে যাবেন, না ছেলেমেয়েদের সকলকে নিয়ে যাবেন? মা ও বাবার পত্র অনেকদিন হ'ল পাই নাই। গেজেটে দেখলুম গোপালী পাশ করেছে। সে এখন কি করবে? আপনি মা বাসন্তী দেবীর নিকট মধ্যে মধ্যে যান শুনে আমি সুখী হয়েছি। তিনি এখন কোন্ বাড়ীতে থাকেন? তাঁকে একবার দেখতে আমার বড্ড ইচ্ছা হয়—কিন্তু উপায় নাই। সরকারের খোসামুদী আমার দ্বারা হবে না। তাঁর উপর্য্যুপরি এই রকম বিপদের সময়ে আমি তাঁর কোনও রকম সেবা করতে পারলুম না, ইহাই আমার দুঃখ ও দুর্ভাগ্য।

এখানে বৃষ্টি খুব সামান্য হয়। কিন্তু তবুও গরম এমাসটা কম আছে। এখানকার স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়—অসুখ-বিসুখ জেলখানায় এবং সহরে খুব হচ্ছে। আমাদের মধ্যে একজনের ইনফ্লুয়েঞ্জার মত অসুখ হয়—তার নাম Sandfly fever, একরকম মশা কামড়ালে নাকি হয়। তারপর আর একজনের এ্যাপিণ্ডিসাইটিস (Appendicitis) হয়। তারপর আর একজনের ডেঙ্গুর জ্বর হয়। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল বুঝি টাইফয়েড হবে কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। এ সময়টা কারও স্বাস্থ্য ভাল নয়—কাজ-কর্ম্মে মন লাগে না। গুরুতর অসুখ আমার কিছু হয় নাই।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? পূজার ছুটি কবে আরম্ভ হবে? আপনারা ছুটিতে কি কার্শিয়াং যাবেন না অন্যত্র?

এখানে আপাততঃ গুরুতর অসুখ কাহারও নাই। এখানে আমাদের দলপুষ্টি হবে—এখানকার সব কথাবার্ত্তা ও ব্যবস্থা থেকে মনে হয় আমার প্রণাম জানাবেন।

ইতি—

সুভাষ

১০৪

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

২৮-৭-২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২৭শে এপ্রিলের চিঠির উত্তর আজ পর্য্যন্ত দিই নাই। গোপালীর পরীক্ষার খবর কি বেরিয়েছে? অশোকের ও অরুণার পত্র আমি দেরীতে পাই—তার উত্তরও দিয়েছি। আশা করি তারা যথাসময়ে পেয়েছে। দিদির পত্রে জানলাম যে অরুণা এখন

শ্বশুর বাড়ীতে। বড়দিদিরা এখন কোথায়? বিমল কোথায় ও কেমন পড়ছে?

এবার এখানে জুন জুলাই মাসে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা তবে এর-পর আবার গরম পড়বে কিনা জানি না। কিন্তু এ দুই মাসে এখানকার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। এখানে একে একে সকলে শয্যা গ্রহণ করেছেন। আমি অবশ্য খাড়া আছি, তবে শীত না পড়লে আমার পেটের অবস্থা যে সারবে বা ভাল হবে তা মনে হয় না। গত বৎসরের মত এখন আর কোন কাজে মন লাগে না—কোন রকমে দিন কাটান হচ্ছে। শীতটা যখন আসবে তখন আবার পড়াশুনায় ঝোঁক দিব মনে করছি। কাগজে দেখলুম যে এবার ওখানে খুব গরম; এবং গরমের দরুন লোক মারাও গেছে। এখন গরমটা কি রকম?

আমি মেজদাদাকে লিখেছিলুম যাতে ছেলেমেয়েদের গানবাজনা ও চিত্রাঙ্কন শেখান হয়—বাড়ীতে মাষ্টার রেখে। প্রথমে তারা হয় তো স্বেচ্ছায় শিখতে চাইবে না এবং জোর করে শেখাতে হবে। কিন্তু এর ভাল ফল তারা সারাজীবন ভোগ করবে। আমি যদি গানবাজনা বা চিত্রাঙ্কন জানতুম তাহলে এখানকার দিনগুলি আরও আনন্দে কাটাতুম।

টিয়াপাখী খেয়ে খেয়ে বড় হচ্ছে— কিন্তু কথা কইতে যে শিখবে তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। পায়রার বংশ বেড়েই চলেছে—এখন ছয় জোড়ায় দাঁড়িয়েছে। দুই জোড়া সাদা কালো মেশান, এক জোড়া লাল, এক জোড়া সাদা এবং দুই জোড়া ময়ূরপঙ্খী। ময়ূরপঙ্খী পায়রা দেখতে বেশ সুন্দর। ময়ূরের মত প্যাখম ধরে সর্ব্বদা ঘুরে বেড়ায়। ডিম দুই জোড়া হয়েছে—তা দেওয়া হচ্ছে। এগুলি ফুটলে বংশ আরও বাড়বে। আমাদের এখানে যে ছোট্ট পুকুর বা চৌবাচ্চা আছে তার ধারে যখন সকালবেলা পায়রার পাল সারি দিয়ে বসে তখন বড় সুন্দর বোধ হয়।

মা ও বাবা কোথায় ও কেমন আছেন? আমি অনেকদিন হল তাঁদের কোন পত্র পাই নাই। ছোট মামার পরীক্ষার ফল কি বেরিয়েছে? তিনি ও ছোট দাদা কবে ফিরবেন? মীরার টায়ফয়েডের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই—দিদির পত্রে জানলাম। মীরা এখন কেমন আছে? ন'দাদা এখন কি চাকরী করছেন? চাকরী কি পাকা না অস্থায়ী? লালমামাবাবুর প্রাক্‌টিশ কেমন হচ্ছে? অন্যান্য মামাবাবুরা কোথায় ও কেমন আছেন? লাল-মামাবাবুর শরীর কেমন? গোপালী কোথায় আছে এখন? সে আমায় পত্র লিখলে পারে। দিদি কি ওখানেই থাকবেন, না কটকে যাবেন? পলির শরীর এখন কি রকম? সেজদাদার কারখানার জিনিষপত্র কি বাজারে বেরিয়েছে?

*　　*　　*　　*

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

১০৫

মান্দালয় জেল (১৯২৬)

প্রিয়বরেষু,—

আপনার ২।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন—আমি এখন অনেক বিষয়ে নিজের মালিক নহি—তা ত বুঝিতেই পারিতেছেন। আপনার পত্রে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া একসঙ্গে সুখী ও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী। ভবানীপুরের কাজকর্ম্ম কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া-বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম—তবুও যা আছে তাহাতে নিরপেক্ষ লোক ম্রিয়মাণ না হইয়া পারে নাই। আমি শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্য এত

লোক পাওয়া যায়—কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—এ রকম একজন লোকও কি আজ সারা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায় না? এই দলাদলির জন্য বাঙ্গলা আজ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের মত স্বদেশসেবক হারাইয়াছে—আরও কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ, কলহ-বিবাদে নিমগ্ন, তাই একথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না। অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল; আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকও নিবিল, বাঙ্গালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্ম্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই?

নিজেদের intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা করিয়া যাহারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলহবিবাদে সকলকে মত্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিজেদের মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জনহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে তাহারা কি শেষে এই ক্ষুদ্র ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে? জনসেবার আশায় নিরাশ হইলে তাহারা যদি পুনরায় নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি

যে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাঙ্গলার বহু নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গলার অনেক কর্ম্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারীতে, Contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—তাহা আর বিচিত্র কি?

দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময় ভাবি—চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিই পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। দেশের নামে এতবড় একটা প্রহসনের অভিনয় দেখিব—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে 'Nero is fiddling while Rome is burning' কথার একটা নূতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে—কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। আপনারা গঠনমূলক কাজে

ব্যাপৃত—আশা করি, আপনারা এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্ত্তে আকৃষ্ট হইবেন না।

বিদ্যালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ীর কথা শুনিয়া অবশ্য দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ কথা আমি পূর্ব্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই বাড়ীটির পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার সর্ব্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা unbusinesslike ভাবে জমির "লিজ" লইয়া বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক্, এখন ত "গতস্য শোচনা নাস্তি।" আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহ নির্ম্মাণ' ভাণ্ডার সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি।"

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুচি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অমৃতের সহিত পরামর্শ করিবেন—আমি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ কুলদাকে দিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহুল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক্, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে—এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে। আপনারা Constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গণ্ডগোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেক সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্যক্ত হইয়া ওঠে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।১ জন কর্ম্মী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার বেশ ভালই লাগিয়াছিল—তাহারা কয়েকটী নূতন জিনিস শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না—যেমন বেতের কাজ, clay modelling, পুতুল নির্ম্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যখন যাই তখন electroplating-এর জন্য machinery-র আমদানি হইতেছে। আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমিতির Constitution আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না—ইহা দুঃখের বিষয়। এর কারণ এই যে জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম্ম-প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয়তো জানেন না যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের ত্রুটির জন্য আমি প্রধানতঃ দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকম organise করিতে পারি নাই। তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী ভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হইত। সেবাশ্রম

সম্বন্ধে আমার clear conscience আছে, কারণ Public-এর দেওয়া টাকার একটী পয়সারও আমি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি খরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্ব্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন অনেক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আমি বৃথা ছয়-সাতটি বালকের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছি। এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্য ভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব। এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে—কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে—কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করি—সে কথা অন্য সময় বলিব। পত্রে লিখিবার চেষ্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

অনেক কথা লিখিলাম, এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটী কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এইজন্য যে আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

"এখনো বিহার কল্প জগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা

দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্ম্মবাণী।

*　　*　　*

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

*　　*　　*

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে

*　　*　　*

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
'পেয়েছি আমার শেষ!'
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে.
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।"

শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্যে চিন্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন? আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করে পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

১০৬

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত

মান্দালয় জেল
ডিসেম্বর, ১৯২৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৯ই নভেম্বরের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল ব'লে মনে কিছু করবেন না। নিজের ইচ্ছা অনুসরণ ক'রলে হয়তো পত্র দিতুম না, কারণ রাজবন্দীর সহিত সম্বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে, তবে আপনি বোধহয় উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং উত্তর পেয়ে সুখী হবেন—এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসেছি।

আপনারা যে সমবেতভাবে আমার কথা স্মরণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মুক্তির কামনা করেছেন এবং হৃদয়ের সম্ভাষণ আমাকে জানিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। এর চেয়ে বড় পারিতোষিক কোন স্বদেশসেবী কামনা করতে পারে না। তাই আপনার পত্র পেয়ে এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিবরণ পাঠ করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা বাহুল্য। তবে আমি বুঝি যে, এই আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চ স্তরের মনের নিদর্শন নয়। কি করি। স্বদেশসেবী হবার স্পর্দ্ধা রাখলেও আমি মানুষ। ভালবাসা প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না সুখী হয়? পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি জয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চস্তরের কর্ম্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মাত্র। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, Alexander Selkirk-এর ভাষায় আমারও সময় সময় মনে হয়—

"My friends do they now and then
Send a wish or a thought after me…"

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদূর ব্রহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল; কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী, কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত প্রহেলিকার মত বোধ হয়; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লৌহের গারদ ও প্রস্তরের প্রাচীর। বাস্তবিক এ একটা নূতন বিচিত্র রাজ্য! আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এই রকম চিন্তা ঈর্ষা-প্রসূত নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি; অনেক সত্য যাহা এক সময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর ক'রে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্দ্ধা আছে।

জেলে আছি—তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্যে দুঃখভোগ করা সে ত' গৌরবের কথা! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটা বাহির থেকে suffering ব'লে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা এ ভাব আমার থাকে না, কারণ—এখনও শৃঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অনুভূতি অল্পাধিক ভাবে যার নাই সে না পারে Suffering-এর দ্বারা জীবনকে পরিপুষ্ট করতে না পারে Suffering-এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ থাকতে।

আমার শুধু দুঃখ এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়তো বাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হ'বার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" যখন খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় ভয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায়! তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন খালাসের কথা না উঠে। আজ আমি অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না। এসব ভাবের কথা; এর মধ্যে objective truth আছে কিনা জানি না! জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য; কারণ একত্ববোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, "দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না। ৺দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার গীতি কবিতায় বলেছেন, "বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।" এ উক্তির সত্যতা কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম? "বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটির প্রাঙ্গণ"—এসব দৃশ্য কল্পনার মধ্য দিয়াও কত সুন্দর!

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটা বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

"তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,

বহিতে আমার সুখ।"

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দেবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্য্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য্য রয়েছে কে পূর্ব্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দ্দায় আঘাত ক'রে বলে, "অন্ধ জাগো"—তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্য্যোদয়ের কথা, যে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিল।

থাক্—আমি বোধ হয় Pedantic হয়ে পড়েছি। তবে এটা Pedantry নয়—বাচালতা। ভাবের আদান-প্রদান বহুদিন বন্ধ থাকলে যা হয়—তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা Steam ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে—আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

সেবক সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে সুখী হলুম। Lansdowne branch-এর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা করি, তাঁরা কাজকর্ম্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের orphange-এর জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছে না বোধ হয়—অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করবেন। ইতি—

১০৭

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censored and Passed.
স্বাঃ অস্পষ্ট
11/1/27
for D. I. G., I. B. C. I. D.
Bengal

রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল
ইং ২০।১২।২৬

শ্রীচরণেষু,

মা, অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে শান্তি পেলাম। আমি ১৩ই সেপ্টেম্বরে আপনাকে পত্র দিয়েছি—তারপর ১৭ই নভেম্বরে আবার দিয়েছি। শেষ পত্র বোধ হয় এতদিনে আপনি পেয়েছেন। আপনার ৩রা ডিসেম্বরের পত্র আজ পেলাম। আজ ৫।৬ দিন হ'ল আমি ম্যাণ্ডেলে থেকে এখানে এসেছি—স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। বোধ হয় ২।৩ দিনের মধ্যে আবার ম্যাণ্ডেলে ফিরে যাব।

আমি প্রায়ই চিঠি লিখবার চেষ্টা করে কলম নিয়ে বসি—কিন্তু কলম চলে না; তাই অগত্যা কিছু দূর লিখে লেখা বন্ধ করি। আমাকে চিঠি লিখে আমার কারাক্লেশ দুর্বিষহ করবার কোনও আশঙ্কা নাই। এখানে আমার কষ্ট নাই—এ কথা বললে সত্য বলা হবে না। কিন্তু কষ্ট যা আছে—পত্র না লিখলে তা কি কমবে?—এবং পত্র লিখলে তা কি বাড়বে? পত্র পড়ে যে কষ্ট

হয় না—তা নয়। কিন্তু শুধু কি কষ্টই পাই? আর এই সব সুখ-দুঃখময় স্মৃতি, যার মধ্যে ব্যথার অংশ এখন বেশী হয়ে পড়েছে—তা ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে? সন্ন্যাসের মার্গ যখন নিই নাই—তখন বাহিরের স্মৃতি—দুঃখদায়ক হলেও—কি করে ভুলব? শত যন্ত্রণা পেলেও সে সব স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে।

আপনি নির্জ্জন বাস করতে চান—কিন্তু নির্জ্জন বাসেই কি শান্তি পাবেন? কে বলতে পারে? প্রাণটা যদি আরও ছোট হইত—তা হলে হয়তো বা পেতেন। আপনার শরীরের সংবাদ ২।৩ দিন হইল আমি প্রথমে সংবাদপত্রে পাই—তখন ইচ্ছা হল একবার টেলিগ্রাম করে খবর লই। তারপর ভাবলাম যে ২।১ দিনের মধ্যে যখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি তখন ম্যাণ্ডেলে ফিরে খবর পাবার চেষ্টা করব। তারপর আপনার চিঠি আমার হাতে এল।

বন্দী অবস্থায় আর কতদিন থাকতে হবে তা শুধু ভগবান জানেন। তবে যতদিন থাকতে হউক না কেন—আমাকে যে সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এক এক সময়ে শুধু এক এক সময়ে কেন, প্রায়ই মনে হয় আমি এখন বাহিরে যাবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত নই। যে উদ্দেশ্যে ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তা এখনও সফল হয় নাই এবং আমার কারা-বাসকালীন শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে! স্থিরভাবে যখনই ভেবে দেখি তখনই মনে হয় যে আমার পক্ষে এখন কারাবাসই প্রশস্ত। তবে প্রাণ সব সময়ে মানতে চায় না। শুধু আপন জন নয়, আজ বাঙ্গলাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ আমার কাছে যেন অশেষ মাধুরী-মাখা উজ্জ্বল স্বপ্ন। বাস্তব দূরে সরে রয়েছে—আমি এই স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে রয়েছি। এই স্বপ্নের পেছনে যে বাস্তব সত্য তার জন্য মধ্যে মধ্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠে। আমার মত কঠিন হৃদয় লোকের পক্ষে এই সাময়িক উদ্বেল ভাব চেপে রাখা সম্ভবপর—

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে সন্ন্যাস মানি না—তাই দুঃখকে অস্বীকার করবার আমার অধিকার নাই।

ম্যাণ্ডেলে জেল

৩০।১২।২৬

যে সব পুরান স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে আসে এবং আমার এই সুদীর্ঘ অবসর কাটাবার সম্বলস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় সেগুলির মধ্যে ব্যথার অংশ যে বেশী তা মনে হয় না। তার মধ্যে সুখের ও শান্তির উপাদানই বেশী—তবে বর্ত্তমানের সঙ্গে তুলনা করলেই ব্যথার উদ্রেক হয়। সে ব্যথার মধ্যেও যে কোন সুখ নাই এ কথা আমি বলতে পারি না।

আমার একজন বন্ধু কিছুকাল পূর্ব্বে আমাকে লিখেছিলেন—দেশবাসীর মিলিত অশ্রুরাশির মধ্যে নিজের অশ্রু মিশিয়ে আমরা ব্যথার গুরুভার লাঘব করছি কিন্তু সে সান্ত্বনা ভগবান আপনাদের দেন নাই। এ কথা সত্য। নীরবে ও নির্জ্জনে অশ্রুমালা রচনা করা খুব কষ্টদায়ক; কিন্তু এ বিপদের সময়েও যে আমরা কোনও কাজে লাগলাম না, এ ভাবনা কম কষ্টদায়ক নয়।

নিজেকে কর্ম্ম-কোলাহল হতে দূরে রাখলেই যে "নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ লইয়া কাহাকেও ব্যস্ত করা" হইবে না এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নাই—বরং উল্টাটাই ঘটিতে পারে। আপনি লিখেছেন—জানি না তোমাদের সাথে এ জীবনে দেখা হইবে কি না। আমি মোটেই নিরাশ নই যদিও আমি সকল ব্যথার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। আমার মনে হয় যে দেশমাতৃকার কল্যাণের জন্য যদি আমাকে সারাজীবন কারাগারে যাপন করতে হয় আমি তাতে মোটেই পশ্চাৎপদ হব না।

আমি আমার জীবনটাকে একটা adventure বলেই গ্রহণ করছি—জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ভগবানের হাতে। আমার দুঃখ

শুধু এই যে এখানে থাকতে যতটা উন্নতি সাধন করা উচিত ছিল তা করতে পারি নাই ; তথাপি আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আপনি সত্যই বলেছেন—তোমাদের নির্য্যাতিত জীবনের প্রতিঘাত ভগবান নিজেই বহন করিতেছেন···একদিন এ দিনের শেষ আছেই। এ কথা আমরাও বিশ্বাস করি। আপনার ভাষায় "একদিন সফলতার গৌরবে জীবন গৌরবান্বিত" হইবেই। আপনার সান্ত্বনামাখা অমূল্য কথাগুলি আমাদের অন্তরের বাণী এবং সর্ব্বাবস্থায় আমাদের পরম অবলম্বন স্বরূপ। আমার শুধু আরও একটু মনে হয়—সারাজীবন কাটাতে হলেও আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে না—কারণ জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি তো অন্তরের বিকাশ, বাহিরের ক্রিয়াকলাপ নয়। আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাদের সর্ব্বদা বর্ম্মের ন্যায় রক্ষা করুক—এই প্রার্থনা করি—এবং প্রার্থনা করি যেন সর্ব্বদা সত্য-পথে চলিয়া আপনার ঐ অমূল্য স্নেহাশীর্ব্বাদের কতকটা যোগ্য হতে পারি।

তাঁর জীবনী লিখবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আছে—কিন্তু ভরসা হয় না। যে ২।১ বার ২।১ লাইন লিখবার চেষ্টা করেছি তাতে আরও নির্ভরসা হয়ে পড়েছি। তবু মনে হয় যে তাঁর গভীর ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের যতটা আভাস আমি পেয়েছি—ততটা অনেকেই পান নাই। তাই আমার অভিজ্ঞতার ভাগ যে অপরকে দিতে ইচ্ছা হয় না—তা নয়। সত্যেন বাবু বলেন যে, তিনি বলতেন যে শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর ঠিক ঠিক জীবনী লিখতে পারবেন। তবে আপনি যদি কিছু উপাদান দিতে পারেন—তবে অসমর্থ হলেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। এই কাজের জন্য যে সময়ের অভাব হবে না—একথা আমি বলতে পারি। প্রকৃত অন্তরায় সময়ের অভাব নয়, সামর্থ্যের অভাব এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আর একটা কাজ আমার মনের সামনে রয়েছে—তাঁর কারাবাসের সময়ে তিনি যে সব notes

লিখেছিলেন সেগুলি থেকে একটা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধযুক্ত প্রবন্ধ বা পুস্তিকা প্রণয়ন করা।

কয়েকদিন হ'ল মেজদাদার পত্রে আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ পেয়ে চিন্তিত রয়েছি। আপনার নিজের মনের অবস্থা যাহা হউক না কেন—চিকিৎসা সম্বন্ধে অপর সকলের, এবং ডাক্তারদের কথায় আপনার আপত্তি তোলা উচিত নয়। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আপনি গ্রাহ্য করেন না—এবং আপনার মনের কথা যে আমরা একেবারে বুঝি না—তা নয়। তবুও আমাদের সকলের—এবং সমগ্র দেশবাসীর নিকট আপনার স্বাস্থ্যের মূল্য যে কত বেশী তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না।

প্রায় ৭ দিন হ'ল রেঙ্গুন থেকে ফিরেছি—এখন এখানেই থাকব। আমাদের সকলের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। আমার শরীরের জন্য কোনও চিন্তার কারণ নাই—একথা রেঙ্গুনের ডাক্তার বলেছেন। এখন তবে আসি মা।

ইতি

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ

১০৮

শ্রীসন্তোষকুমার বসুকে লিখিত

মান্দালয় জেল

৪-২-২৭

প্রিয়বরেষু—

শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ১০।১২।২৬ ও ১৯।১২।২৬ তারিখের পত্র দু'খানা যথা-সময়ে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। নির্বাচন ও এ বিষয়ে জনগণের সহানুভূতি সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন উহা আমার

হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। আমি একজন মানুষ এবং ভাগবদগীতার আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ভালবাসা ও ঘৃণা আমার নিকট এক বস্তু নয়। আমার মত অবস্থার একজন লোক বিবেকের অনুশাসন মানিয়া ইহার বেশী আর কি প্রত্যাশা বা লাভ করিতে পারে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে ভালবাসার বাণী পাঠাইয়াছেন, যদিও অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে তবু উহার জন্য আমার প্রীতি ও ভালবাসা জানাইতেছি।

আশা করি, গত তিন বৎসর ধরিয়া আপনি কলিকাতা সহরের করদাতাদের প্রতি যে মহৎ সেবায় ব্রতী আছেন উহার জন্য পুনরায় নির্বাচন-প্রার্থী হইবেন। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে, আপনি যে অঞ্চল হইতে দাঁড়াইবেন সেখানকার নির্বাচকমণ্ডলী আপনাকেই পুনরায় ভোট দিবে। আমার নিজের শ্রদ্ধা বা আস্থাও কম নয়, একথা বলাই বাহুল্য।

জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ছুটি কাটাইতে আপনি জামসেদপুর গিয়াছিলেন আমি কখনও জামসেদপুরে যাই নাই, তবে রাঁচীতে ছিলাম। অতএব জামসেদপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমি কল্পনা করিতে পারি।

খিদিরপুরের "মনসা" ও "মনসা মেলার" প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আমি অপেক্ষা করিব। এ ব্যাপারে কিছু উৎসাহী যুবককে নিয়োগ করিলে ভাল হয়। তাহারা ঐ অঞ্চলের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে বা পুস্তিকা প্রকাশ করিতে পারে।

দুইটি কারণে ধোবিখানাকে বিভক্ত করা সঙ্গত হইবে না বলিয়া আমার মনে হয়। প্রথমতঃ, বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের পক্ষে আরও বৃহৎ একখণ্ড জমি দরকার; কেননা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটে বিধবা আশ্রম থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। কর্পোরেশনে যখন এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে তখন অনুগ্রহ করিয়া

এই দুইটি বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। এ বিষয়ে মেজদাদাকেও এক পত্র দিয়াছি। বিধবা আশ্রমের জন্য আমার যথেষ্ট ভাবনা আছে ; তাই বলিতেছি, অন্যত্র তাহাদের জন্য ভাল জমি খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর হইবে না।

সহরে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য্য চালাইবার জন্য যে অফিসারকে নিয়োগ করা হইয়াছে উহাতে Education Officer খুশী হইতে পারেন নাই বোধহয়।

Roads Department-এর কেন্দ্রীয়করণের কাজটা খুব সহজ হইবে মনে হয় না। সমস্ত বিভাগ হইতেই একসঙ্গে বাধা আসিবে তবু ইহা করিতেই হইবে।

এ বিষয়ে আমি আনন্দিত যে, ডেপুটি মেয়রের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সকলেই একমত হইয়াছেন। আমি দুঃখিত, ঐ সময়ে সেখানে এমন কেহই উপস্থিত ছিলেন না যিনি অসৌজন্য প্রকাশের ইচ্ছাটাকে দমন করিতে পারিতেন। রেঙ্গুনের পত্রিকা-গুলিতে দেখিলাম যে, তদন্ত কমিটি ডেপুটি মেয়রের অপসারণের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে আমি খুব বেদনা বোধ করিয়াছি। আশা করি, এরকম কোনও সুপারিশ সত্যই করা হইলে কর্পোরেশন উহা প্রত্যাখ্যান করিবে। কোনও বিতর্কের মধ্যে না গিয়াও, কর্পোরেশনের সভা যে শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইতেছে—এ যুক্তিটাই উহা করার কারণ হিসাবে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে অস্থায়ী H. O. ডাঃ টি এন মজুমদার একখানি প্রশংসাপত্রের জন্য আমার নিকট লিখিয়াছিলেন। প্রথমে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম এবং কি করিব ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাধারণভাবে একটি প্রশংসা-পত্র লিখিয়া পাঠানোই ঠিক করিলাম এই ভাবিয়া যে, যদি আজ আমি কার্য্যরত থাকিতাম তাহা হইলে উহা অনায়াসেই তিনি চাহিতে পারিতেন। না লেখাই আমার উচিত ছিল, ইহা আমার মনে হয়

না। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে সম্ভব হইলে উহা সরকারীভাবে কাজে না লাগাইবার জন্য লিখিয়াছি এবং জানাইয়াছি যে, কর্পোরেশন সরকারীভাবে আমার মতামত চাহিয়া পাঠাইলেই বরং ভাল হইত।

আপনারা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নূতন কোনও খবর জানিবার জন্য হয়তো আশা করিয়া আছেন কিন্তু আপনাদের নিরাশ করিতে হইতেছে। আমার অবস্থা পূর্ব্বের মত একই রূপ আছে তবে আজকাল জ্বর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে মেজদাদাকে বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি-- তাই আপনাদের কোনও খবর জানাইতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আজকাল আর দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারি না এবং আগের চাইতে একটুতেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমার মনের জোর ঠিকই আছে এবং থাকিবে। আমার স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে কর্পোরেশনে যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে উহার সংবাদ কলিকাতার পত্রিকাগুলিতে পড়িয়াছি।

আশা করি, আপনারা সকলে ভাল আছেন। গভীর শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

আপনার প্রীতিভাজন

সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১০৯

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

৭।২।২৭

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৬ই জানুয়ারীর পত্র ২২শে তারিখে হস্তগত হয়েছে—সঙ্গে অশোকের পত্রও পেয়েছি। অনেকদিন পরে আপনার পত্র

পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এখানে এখনও শীত কিছু আছে—তবে এই মাসের মধ্যে বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। মার্চ্চ মাসটা বসন্তের হাওয়া বইবে, তারপর এপ্রিল মাসে রীতিমত গরম পড়ে যাবে। গত বৎসর এপ্রিল মাসেই সব চেয়ে বেশী গরম পড়েছিল।

আমাদের ফুলের বাগানে এবার নানা রঙের ফুল ফুটে বেশ শোভা ধরেছে। তবে এগুলি অধিকাংশই Season Flower। সুতরাং শীতের শেষে গরমের প্রতাপ আরম্ভ হ'লে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপাততঃ বাগানের দিকে তাকালে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়।

গতকাল আমরা এখানে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা করেছি। মূর্ত্তি এখানেই গড়ান হয়েছিল এবং বেশ ভালই হয়েছে। এ দেশে যাহারা সরস্বতী পূজা করে তাহারা গঙ্গায় (অর্থাৎ ইরাবতীতে) ভাসায় না।

আমার শরীরের অবস্থা মেজদাদাকে যে পত্র দিই তার থেকে পেয়ে থাকবেন। আগের থেকে খারাপ বই ভাল বোধ হয় না। ওজন কিছু কমেছে, এখন ১৩৮ পাউণ্ড। ছোটদাদা আগামী বুধবার অথবা বৃহস্পতিবার এখানে এসে বোধহয় পৌঁছাবেন।

নতুন মামাবাবু পূর্ব্বের থেকে কিছু ভাল আছেন জেনে খুব সুখী হয়েছি। তিনি এখন কোথায় আছেন—ঠিকানা লিখবেন।

বাবা বোধ হয় সরস্বতী পূজার ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলেন।

আমাদের পায়রার খুব বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়রার খোপও বাড়াতে হচ্ছে। মুরগী মোরগের পালও খুব বেড়ে গেছে। (এতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হবে না তো ?) ২।৩ জোড়া বিলিতি মোরগ ও মুরগীর সাহায্যে কি করে অল্প দিনের মধ্যে এক পাল ভাল জাতের মোরগ ও মুরগী হতে পারে—তা আমরা হাতে হাতে দেখছি। পায়রার সম্বন্ধেও ঐ এক কথা খাটে। তবে ময়ূরপক্ষীদের বাঁচান গেল না—তারা ক্রমাগত মরে যায়। টিয়াপাখী বেঁচে আছে—মনের সুখে কি দুঃখে তা বলতে পারি না। নানাপ্রকার আওয়াজ করে এক শিস্ দেয়। কথা এখনও বলতে শিখে নাই তবে শিখতে পারে।

অভয় আশ্রমের দোকানে আপনার সূতা হারিয়ে গেছে শুনে খুব দুঃখিত হয়েছি। আশা করি আপনি তার জন্য নির্ভরসা হবেন না। অশোকের তো অল্পদিনের মধ্যে লম্বা ছুটী হবে--সেও তখন অবসর মত সূতা কাটতে পারে। অশোকের চিঠির জবাব আমি পরে দিব।

সরকার বাহাদুর আমাদের জানিয়েছেন যে জানুয়ারী ১৯২৫ থেকে দুই বৎসর অতীত হলেও অর্ডিনেন্স আটকের হুকুম এখনও চলবে। চাক্‌রী বজায় থাকা উপলক্ষে এখানে ছোটখাট ভোজ হয়ে গেছে।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানবেন এবং গুরুজনদের জানাবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ

পুনঃ—ছোটদাদার সহিত সাক্ষাৎ এবং ডাক্তারী পরীক্ষা এখানে হবে কি রেঙ্গুনে হবে—তাহা এখন স্থির হয় নাই। রেঙ্গুনে হয় তো যেতে হবে।

শ্রীসুভাষ

১১০

১৯।৩।২৭ তারিখে বর্মার তদানীন্তন গভর্নরকে লিখিত পত্র

মহামান্য বর্মার গভর্নর সমীপেষু—

রেঙ্গুন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আই জি অব্ প্রিজন্‌স্

মারফৎ প্রেরিত—

আজ সকালে যে ঘটনাটি ঘটিয়া গিয়াছে এবং যাহাতে আমি গভীর বেদনা বোধ করিয়াছি। উহার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে সকাল বেলা নিম্নলিখিত চিরকুটখানি পাঠাই—

"মিঃ সলোমন,

অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৪ ও ১৫ই মার্চ্চ তারিখের ইংলিশম্যান আনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং উহা যাহাতে আপনি প্রাতঃরাশের জন্য অফিস

ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমার নিকট পৌঁছায় অনুগ্রহপূর্ব্বক সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।—এস সি বোস। ১৯।৩।২৭।"

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে চিরকুটখানি আমার নিকট ফেরত আসে। উহার তলায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তাক্ষরে স্বাক্ষরসহ নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা ছিল—

"মিঃ বোসকে অনুরোধ করা হইতেছে যেন তিনি আমার চীফ জেলারকে হুকুম না করেন।

স্বাঃ আর ই ফ্লাওয়ারডিউ

১৯।৩।২৭"

(স্বাক্ষর যদিও অস্পষ্ট তবু আমার মনে হয় আমি ঠিকই উদ্ধার করিয়াছি।)

আমি চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে যে পত্রখানি পাঠাইয়াছিলাম উহার ভাষা উদ্ধত বা অসৌজন্যমূলক ছিল বলিয়া আমার বোধ হয় না। প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ বেঙ্গল অর্ডিনান্সে আমাকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে এবং বাঙ্গলা ও বর্মা দেশের বিভিন্ন জেলে আমাকে কাটাইতে হইয়াছে। আজ সকালে মিঃ সলোমনকে যে-ভাবে লিখিয়া পাঠাই ঐ ভাবেই অন্যান্য জেলের কর্তৃপক্ষের নিকটও আমার প্রয়োজনের কথা বরাবর লিখিয়া আসিয়াছি। এমন কি রেঙ্গুন জেলেও, যেখানে আমাকে দেড় মাসের উপর থাকিতে হইয়াছে, সেখানেও আমি প্রায় প্রত্যহই ঐ একই ভাবে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। কিন্তু কেহ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া আমি কখনও শুনি নাই বা দেখি নাই যে, আমার ভাষা অসৌজন্যমূলক কিংবা Major Flowerdew যাহাকে হুকুম বলিয়াছেন সেরূপ 'হুকুম' আমি কখনও কাহাকেও করিয়াছি।

আমি বিনীতভাবেই একথা বলিতে চাই যে, আমার ইংরাজী ভাষার জ্ঞান একেবারে সামান্য নহে; নতুবা আমি ১৯২০ সালে আই সি এস-এর মত একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরাজী রচনায়

প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতাম না। ইহা বলিলেও বোধহয় অন্যায় হইবে না যে যদিও Major Flowerdew জাতিতে ইংরাজ তবু ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহার অপেক্ষা আমার অনেক বেশী।

ইহা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমার সামাজিক মর্য্যাদা বা দেশসেবকরূপে আমার ভূমিকা যাহাই হউক না কেন প্রাচীরবেষ্টিত এই জেলের সীমানার মধ্যে আমাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে সুরু করিয়া নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত জেলের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর অনুগ্রহের উপরই অধিক মাত্রায় নির্ভর করিতে হয়। যদিও গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে আমাকে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য (সংবাদপত্র সহ) সরবরাহ করা জেল কর্ম্মচারিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যদিও আমি জানি যে, গভর্ণমেণ্ট যে সব কাজের জন্য তাহাদের মাহিনা দিয়া থাকেন তাহার মধ্যে আমার সুখ-সুবিধা বিধানও অন্যতম তথাপি আমি এরূপ অবিবেচক নহি যে তাহাদের হুকুম করিব। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসাররূপে নিম্নতম কর্ম্মচারীদের সহিত আমাকে যেরূপ ব্যবহার করিতে হইয়াছে সেই অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিতে পারি। আপনি হয়তো অবগত আছেন যে, সেখানে আমার নিম্নতম কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইউরোপীয় ছিলেন; তাঁহাদের কেহ কেহ Major Flowerdew-র দ্বিগুণ মাহিনা পাইয়া থাকেন। সুতরাং ইহা আমার জানা প্রয়োজন যে, কিরূপে ও কি ভাষায় নিম্নতম কর্ম্মচারীদের নিকট নির্দ্দেশ পাঠাইতে হয় এবং আমার ঐ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দ্বিধাহীনভাবে বলিতে পারি কোনও বিবেকবান ব্যক্তিই একথা স্বীকার করিবেন না যে, চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে উপরোক্ত পত্র পাঠাইয়া আমি কোনও "হুকুম করিয়াছি"।

পত্র শেষ করিবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ হিসাবে আমি আরও কয়েকটি কথা আপনাকে জানাইতে চাই। আইনানুসারে

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংলিশম্যান পত্রিকাখানি আমি পাইয়া থাকি এবং জেল কর্তৃপক্ষেরই উহা পাঠানোর কথা। যখন আমি মান্দালয় জেলে ছিলাম তখন উহা নিয়মিতই পাইয়া আসিয়াছি। ইহার জন্য কাহাকেও কোনও দিন কিছু বলিতে হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে রেঙ্গুন জেলের কর্তৃপক্ষের অবহেলা অত্যধিক; ফলে কলিকাতার ডাক আসিলে প্রতিবারই তাহাদের ঐ পত্রিকাখানির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি যে, যখনই আমি তাহাদের এ বিষয়ে স্মরণ করাই নাই তাহারা আমাকে পত্রিকাখানি পাঠান নাই। এই পত্রিকা পাঠানোর ব্যাপারে কর্তব্যে অবহেলার জন্য আমাকে কয়েকবারই জেলারদের কাছে অভিযোগ করিতে হইয়াছে এবং এ বিষয়ে আমি নিজেই একবার অন্ততঃ Major Flowerdew-কে বলিয়াছিলাম। এই সব অসুবিধার দরুন কলিকাতার ডাক আসামাত্র প্রত্যেক বারই চীফ জেলারকে পত্র লেখা আমার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং আজ সকাল পর্য্যন্তও ইহাতেই বেশ ভাল ভাবে কাজ চলিয়া যাইতেছিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, চীফ জেলার ও জেলের অন্যান্য কর্ম্মচারী কাহারও নিকটেই ইহা অজ্ঞাত নয় যে, আমাকে কিরূপ একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় এখানে দিন কাটাইতে হয় এবং সংবাদপত্র পাঠ করিয়া কোন রকমে সময় কাটানো ছাড়া আমার আর কোনও উপায়ও নাই। একথাও তাঁহারা জানেন যে, আমার কাছে বই ও সাময়িক পত্র খুব বেশী নাই। কেন না, মান্দালয় জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দুই-তিন দিন থাকিতে গেলে যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত কিছু যেন আমি সঙ্গে না লই। অতএব জেল কর্ম্মচারীদের অনুগ্রহে যখন যে পত্রিকা সংগ্রহ করিতে পারি উহার সাহায্যেই আমাকে সময় কাটাইতে হয়। চীফ জেলার মিঃ সলোমনকে পত্র লেখার সময় আমি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছিলাম এবং সেই কারণেই প্রাতঃরাশের

জন্য তিনি অফিস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই (অর্থাৎ সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে) পত্রিকা দুইটি পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

আমার যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে তাহাতে বলিতে পারি, যদি আমার চীফ জেলারকে হুকুম করার কোনও ইচ্ছাই থাকিত তাহা হইলে একই বাক্যে দুইবার "অনুগ্রহপূর্বক" শব্দটি কষ্ট করিয়া লিখিতাম না। তাছাড়া আমি মিঃ সলোমনকে ব্যক্তিগত পত্র পাঠাইয়াছি; সেরূপ কোনও অভিপ্রায় থাকিলে আমি মিঃ সলোমনকে না লিখিয়া যাহা তাহার সরকারী পদ সেই চীফ জেলারকেই পত্র দিতাম।

আইনানুসারে একজন রাজবন্দী হিসাবে আমার পদমর্য্যাদার অনুরূপ ব্যবহার পাইবার আমি অধিকারী। সুতরাং রেঙ্গুন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Major Flowerdew উক্ত পত্র লিখিয়া অন্যায়ভাবে আমার সম্মানবোধে আঘাত করিয়াছেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের নিকট আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। যে কোনও সহৃদয় ও যুক্তিবাদী লোকই ইহাকে শিষ্টাচার-বর্জ্জিত বা অপমানজনক বলিয়া স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমানে আমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না কিভাবে জেল কর্ম্মচারীদের সহিত পত্রালাপ করিতে হইবে; ফলে আশঙ্কা হইতেছে যে, এভাবে পত্র লিখিয়া পুনরায় অপমানিত হওয়া অপেক্ষা আমাকে হয়তো বা প্রয়োজনের জিনিসগুলি ছাড়াই চালাইয়া নিতে হইবে।

আমার ক্ষোভ যে অসঙ্গত নয় তাহা আপনি ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, গত আড়াই বৎসরের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার একজন I. M. S. অফিসারের অসৌজন্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আমাকে অভিযোগ করিতে হইতেছে। অতএব প্রার্থনা এই যে, Major Flowerdew-কে তাহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিয়া দুঃখ

প্রকাশ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া আপনি আমার প্রতি সুবিচার করিবেন। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত
এস সি বোস, বি-এ (ক্যান্টাব),
কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ
এক্সিকিউটিভ অফিসার ও
বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য।

রেঙ্গুন জেল
তারিখ—১৯শে মার্চ্চ, ১৯২৭

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

বর্ম্মার তদানীন্তন গভর্নরকে লিখিত

১১১

মহামান্য বর্মার গভর্নর সমীপেষু
রেঙ্গুন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্
মারফৎ প্রেরিত—

তারিখ—রেঙ্গুন, ২১শে মার্চ্চ, ১৯২৭

আমার ১৯শে মার্চ্চ ১৯২৭ পত্রে আমি আপনার নিকট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Major Flowerdew-র বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। যেহেতু বিষয়টিকে জটিল করিয়া ফেলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না সেই হেতু আমি উক্ত পত্রে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ হইতে নিজেকে ইচ্ছা করিয়াই নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম। আমার এ পত্রে রেঙ্গুন জেলে আসার পর এই স্বল্প দিনের মধ্যে আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার উদাহরণ দিতে আরও কয়েকটি বিষয় আপনার সমীপে পেশ করিতে চাই।

২। গত ডিসেম্বরে যখন আমি এ জেলে আসি তখন প্রথম আলাপেই Major Flowerdew আমাকে বলিয়াছিলেন কিংবা বলা যায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, বাহিরের কাহারও সহিত

আমার যোগাযোগ করা চলিবে না। যে সাবধানবাণী তিনি আমার প্রতি করিয়াছিলেন এবং যেভাবে ও যে ভাষায় উহা প্রয়োগ করা হইয়াছিল সব মিলাইয়া গোটা পরিস্থিতিটাই একজন রাজবন্দী হিসাবে আমার কাছে অভিনন্দনসূচক তো ছিলই না, বরং অপমানজনকই বোধ হইয়াছিল। আমি বাঙ্গলা ও বর্ম্মা দেশের আরও কয়েকজন I. M. S. অফিসারকে দেখিয়াছি এবং আরও অনেক জেলে আমাকে কাটাইতে হইয়াছে; কিন্তু Major Flowerdew আমাকে যেভাবে সাবধান করিয়াছিলেন, এরূপ অভ্যর্থনার দুর্ভাগ্য কোথাও আমার হয় নাই। অবশ্য এ কথা বুঝিবার মত বোধশক্তি Major Flowerdew-র আছে কিনা জানি না, আমার মত অবস্থার বা শ্রেণীর একজন লোকের পক্ষে উহা প্রাপ্য নয়। তবু আমি তখন উত্তেজিত হই নাই, এবং এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিটাকে যথাসম্ভব সহজ করিবার জন্য হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম—দীর্ঘদিন আমাকে যখন জেলে কাটাইতে হইয়াছে তখন উহা আমার জানারই কথা।

৩। গত ডিসেম্বরে রেঙ্গুন জেলে স্থানান্তরিত হইবার পর আমার রোগনির্ণয় বা চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি কোনও যত্ন লন নাই বরং তিনি আমার অসুস্থতাকে অস্বীকার করিতেই যেন বেশী ব্যস্ত ছিলেন। যখন আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার রোজই জ্বর হইতেছে এবং তাঁহাকে টেম্পারেচার চার্ট দেখাইলাম, তিনি মন্তব্য করিলেন—জ্বর আবার কোথায়? এতদ্দারা তিনি বোধহয় একথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, ১০১ অথবা ১০২ ডিগ্রী জ্বর না হইলে উহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা চলে না। যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়ার ফিজিসিয়ান কর্ণেল কেলসল আমার চিকিৎসার ব্যাপারে অধিকতর যত্ন লইয়াছিলেন; এবং আমি ঐ ঘটনাকে তখনকার মত ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

৪। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয়বার রেঙ্গুন জেলে আসার পর আমি নিজেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করি। আমি যখন তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলাম তিনি আমাকে এমন কি বসিতে পর্য্যন্ত বলেন নাই। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াইবার জন্য আমি যথাশীঘ্র সম্ভব ভালয় ভালয় সেখান হইতে চলিয়া আসি। আমার কারাজীবনের গত আড়াই বৎসরের মধ্যে এই প্রথম একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে বসিতে বলার সৌজন্যটুকু পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিলেন না। এ অভিযোগ করার প্রেরণা পাইতেছি এইজন্য যে, আমি বিশ্বাস করি, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অফিসারদের এই অসৌজন্যমূলক আচরণ নিশ্চয়ই অনুমোদন করেন না এবং ইহা একটা নিয়মবহির্ভূত ব্যাপার।

৫। যদি খোঁজ লওয়া হয়, গত ৪০ দিনের মধ্যে Major Flowerdew আমাকে কয় বার দেখিতে আসিয়াছেন, তাহা হইলেই এবার এখানে আসার পর আমার প্রতি তাঁহার মনোযোগ বা আমার চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার অর্থাৎ প্রতি সোমবার আমাকে তাঁহার দেখিতে আসার কথা; সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম তিনি মানিয়া চলেন না। এমন কি পক্ষকাল কাটিয়া গেলেও তাঁহার দর্শন মেলে না। গত ১৪ তারিখ সোমবার তিনি যখন আমাকে দেখিতে আসেন তখন আমার সেলের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াই প্রশ্ন করেন—ভাল আছেন ত? আমার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় এ প্রশ্ন এতই হাস্যকর যে আমাকেও হাসিয়া জবাব দিতে হয়—হ্যাঁ, ধন্যবাদ। এরূপ প্রশ্ন হইতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই আমার অসুখের গুরুত্ব লাঘব করার চেষ্টা করিতেছেন কিংবা আমার যে প্রত্যহ জ্বর হয়, ওজন কমিয়া যাইতেছে এবং আমি যে অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য ও সেই সঙ্গে শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতেছি এ সব বিষয়ে তিনি অবহিত নন। আমার শেষের অনুমানটাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহাতে তাঁহার কোনও লাভ হইবে না; কেননা আমার ওজন নিয়মিত রেকর্ড করিয়া রাখা হয়, প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর

টেম্পারেচার চার্টও লেখা হইতেছে, তাছাড়া মাঝে মাঝে সহকারী চিকিৎসকগণ আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। এরকম একজন নিষ্প্রাণ চিকিৎসকের নিকট হইতে উপযুক্ত মনোযোগ বা সহৃদয় ব্যবহার আশা করা কি করিয়া সম্ভব আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই যে, গত ৪০ দিন যাবৎ অর্থাৎ রেঙ্গুন জেলে আসার পর হইতে আজ সকাল পর্য্যন্তও আমার আদৌ কোনও চিকিৎসা হয় নাই।

৬। এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে, যদি কোনও বন্দী আমার সহিত কথা বলে তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহা হইতেই আমাকে এখানে কিরূপ নিঃসঙ্গতার মধ্যে রাখা হইয়াছে তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন। একবার এক বন্দী আমার সেলের রক্ষীর নিকট জানিতে চাহে যে, বিশেষ একটি স্নানাগার সর্ব্বসাধারণ ব্যবহার করিতে পারে কিনা; সে তখন সবেমাত্র এ জেলে নূতন আসিয়াছে এবং এখানকার নিয়মকানুনও তাহার জানা ছিল না; কিন্তু এজন্য ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Mr. Sutherland তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছিলেন।

৭। ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য I. M. S. অফিসারগণ আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহিত এ ব্যবহারের পার্থক্য আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি। এমন কি রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের Major Cormack-ও, যিনি আমার X-ray করিয়াছিলেন, এই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অপেক্ষা আমার চিকিৎসার ব্যাপারে অনেক বেশী যত্ন লইয়াছেন। যখনই তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন তখনই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া তিনি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর করিয়াছেন।

৮। এই সব তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি অবস্থা যেরূপ

দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সব কথা আপনাকে না জানাইলে কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিবে বলিয়াই মনে করি। যেহেতু আপনি গভর্ণমেণ্টের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত সেই হেতু ইহা আপনাকে জানানো আমার কর্ত্তব্য যে, রেঙ্গুন জেল আর যাহাই হউক আমার পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত
এস সি বোস
(কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ
এক্সিকিউটিভ অফিসার ও বঙ্গীয়
আইন সভার সদস্য)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

১১২

রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল
২২. ৩. ২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

এখানকার জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Major Flowerdew-র সহিত আমার বনিবনা হইতেছে না ; কারণ তাঁহার আচরণ অসৌজন্য-মূলক। সেইজন্য আমি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্‌-কে জানাইয়াছি যে, চূড়ান্ত আদেশ না আসা পর্য্যন্ত আমাকে ইনসিন অথবা মান্দালয় জেলে বদলি করা হউক। কাল আপনাকে লেখা নিম্নলিখিত তারটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিকট পাঠাইয়াছি। উহা

আপনাকে সরাসরি অথবা কলিকাতায় সি, আই, ডি মারফৎ পাঠাইতে বলিয়াছিলাম।

এস সি বোস। কলিকাতা।

১০ মার্চ্চের টেলিগ্রামের পর কোনও সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। আপনার উপদেশ সত্ত্বেও রেঙ্গুন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অসৌজন্যমূলক আচরণ হেতু আমাকে, যতদিন না চূড়ান্ত আদেশ পাওয়া যায়, ইনসিন অথবা মান্দালয় জেলে বদলি করার জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অনুরোধ করিয়াছি। আমার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। কে কেমন আছে তার করিয়া জানাইবেন। —বসু

•

আমার মুক্তির (?) সর্ত্ত সম্বন্ধে কাল বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত মিঃ মোবার্লীর বক্তৃতা আজ রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে বাহির হইয়াছে। উহার পূর্ণ বিবরণ আমি পাঠ করিয়াছি। আমাকে এখনও সরকারী-ভাবে কিছু জানানো হয় নাই। আপনার নিকট হইতেও কোনও সংবাদ পাই নাই।

আশা করি, আপনারা সকলে ভাল আছেন। মা ও বাবা কেমন আছেন ?

আমার স্বাস্থ্যের কথা জানাইয়া ছোটদাদাকে আলাদা খামে এক পত্র দিয়াছি। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে লিখিত

১১৩

রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল

২৩. ৩. ২৭

(ঠিকানা ঃ—কেয়ার অব ডি আই জি,

আই বি, সি আই ডি

১৩, এলিসিয়াম রো

কলিকাতা)

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী,

আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, ২১শে মার্চ্চ তারিখে আপনাকে লেখা নিম্নলিখিত তারটি রেঙ্গুনের আই জি অব প্রিজনস্-এর কাছে পাঠাইয়াছিলাম এই অভিপ্রায়ে যে, উহা সরাসরি অথবা কলিকাতার সি আই ডি বিভাগ মারফৎ আপনার নিকট প্রেরিত হইবে। আশা করি এতদিনে উহা আপনি পাইয়াছেন।

টেলিগ্রাম

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। দিল্লী।

রেঙ্গুন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আচরণে সৌজন্যের একান্ত অভাব। আমাকে সত্বর অন্যত্র বদলী করার জন্য দয়া করিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করিবেন। —সুভাষ

বেশ কিছুদিন যাবৎ এই গণ্ডগোল চলিতেছিল কিন্তু উহা ১৯শে তারিখ শনিবার চরম আকার ধারণ করে। আমি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া লিখিতে চাই না; কারণ তাহা হইলে এই পত্র আটক হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে মহামান্য বর্ম্মার গভর্নরকে সব কথা জানাইয়া দুইটি পত্র দিয়াছি। আপনাকে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যদি বর্ম্মা সরকার মনে করেন তাঁহারা দিল্লীর অনুমতি ব্যতীত এ সম্বন্ধে কিছু করিতে অপারগ তাহা হইলে আপনি স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। এখানে থাকা অপেক্ষা আমি ইনসিন অথবা মান্দালয়, অন্য যে কোনও জেলে যাইতে প্রস্তুত আছি।

আশা করি, অধিবেশনের ব্যস্ততার মধ্যেও আপনার শরীর ও মন ভাল আছে। গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহাস্পদ

সুভাষচন্দ্র বসু

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

দিল্লী

পুনঃ—রাজবন্দীদের সম্বন্ধে এসেম্ব্লিতে স্যার আলেকজাণ্ডারের বিবৃতি এবং বঙ্গীয় আইন সভায় গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে প্রদত্ত মিঃ মোবার্লীর বক্তৃতার বিবরণ রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে বাহির হইয়াছে। উহা আমি পাঠ করিয়াছি। স. চ. ব.

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১১৪

রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল
২৩. ৩. ২৭
(ঠিকানা ঃ—কেয়ার অব ডি, আই, জি
আই, বি, সি, আই, ডি
১৩, এলিসিয়াম রো
কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্ত
বি-এ, এল-এল-বি (ক্যাণ্টাব),
এম-এল-সি
মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন
১০।৪, এলগিন রোড, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, ২১শে মার্চ্চ সোমবার রেঙ্গুনের আই জি অব প্রিজন্‌স্‌-এর নিকট আপনাকে লিখিত নিম্নলিখিত তারটি পাঠাইয়াছিলাম। উহা সরাসরি অথবা কলিকাতায় সি, আই, ডি মারফৎ আপনার নিকট পৌঁছিবার কথা। আশা করি, এতদিনে উহা আপনি পাইয়াছেন।

টেলিগ্রাম

কলিকাতার মেয়র সেনগুপ্ত।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অসৌজন্যমূলক আচরণের দরুন আমাকে রেঙ্গুন জেল হইতে সত্বর বদলি করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক বাংলা সরকারকে বলিবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন দিল্লীতেও তার করিবেন।

—বসু। চীফ এক্সিকিউটিভ আফসার

এখানে জেলে আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইয়াছে উহা জানাইয়া আমি মহামান্য বর্ম্মার গভর্নরকেও দুইটি পত্র দিয়াছি। আপনাকে লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে যদি বর্ম্মা সরকার বাঙ্গলা সরকারের নির্দ্দেশ ব্যতীত কিছু করিতে অসমর্থ হন তবে আপনি মিঃ মোবার্লীর সহিত সাক্ষাতে অথবা পত্র লিখিয়া এ সম্বন্ধে আলাপ করিতে পারেন। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা অপেক্ষা আমি ইনসিন অথবা মান্দালয়—অন্য যে কোনও জেলে যাইতে রাজী আছি।

আমার মুক্তির সর্ত্ত সম্বন্ধে ২১শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত মিঃ মোবার্লীর বিবৃতি রেঙ্গুনের পত্রিকাগুলিতে বাহির হইয়াছে। উহা আমি পড়িয়াছি।

এখানকার জেল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত অনেকদিন হইতেই বনিবনা হইতেছিল না। এ মাসের উনিশে শনিবার উহা চরমে পৌঁছে।

ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত

এস সি বোস

(চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

১১৫

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল

৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মিঃ মোবার্লীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত তাহা জানিবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবারও সময়

আসিয়াছে। আমার মতের সহিত আপনাদের মত মিলিবে কিনা জানি না; তবু আমার মতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

আমি মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব বার বার অতি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উচ্চারিত প্রতি শব্দ প্রতি কথা বার বার করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার বক্তব্যে বাক্য সংযোজনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সকল দিক অতি ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন করিতেছি, ক্ষণিক ঝোঁকের বশে হঠাৎ কোনও নির্দ্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা বারবার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিংবা আমার তর্ক-নীতিতে যদি কিছু যোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মিঃ মোবার্লীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি এবং আমার মনে হয়—তাঁহার ন্যায় আমিও যদি স্পষ্টভাবে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে, আমার কর্ত্তব্যও যথাযথরূপে পালিত হইবে না। স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাখুলি বলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার দর্শায়।

মিঃ মোবার্লীর কয়েকটী কথায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমার অতীত কার্য্য-কাহিনী বা ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থার কোন স্বীকারোক্তি চাহেন না—যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমি যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি

বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার নিকট উত্থাপিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে সকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম তিনি আমাকে আত্মসম্মানবিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাঁহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্যরূপে আমি মাননীয় সভ্যের এরূপ ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় কাউন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থা-স্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট সর্ব্বপ্রথমেই উপস্থাপিত করার নিদর্শন বোধ হয় ইহাই প্রথম।

আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দূরীভূত করিতে চাই—ছোটদাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূর্ব্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন কথা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূর্ব্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুইট্জারল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম।

ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার পর যখন তিনি তাহা আমাকে জানাইলেন আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না এবং পরে আমার এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোটদাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অনুমোদনের কিরূপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা

হইতে পারে এবং সরকারই বা এ অনুমোদনকে কিরূপ রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না; তজ্জন্য আমিও তাঁহার এ কার্য্যের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার কয়েকজন রোগী সুইস্ স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অন্যান্য যক্ষ্মারোগীকেও যেরূপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান্ রোগী সুইট্জারল্যাণ্ডের বাস ও শুশ্রূষার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনরূপে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার প্রদত্ত রোগ বিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জ্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।" আমার জানিতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে "অত্যধিক পীড়িত" বা "একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন" মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন, আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, সেই দিন কি? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগবিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহ্যতঃ তাহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইবে না। বা বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, আমি যে জাহাজে যাইব তাহা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে

যতদিন অর্ডিনান্স আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃত পক্ষে বলিয়াছেন যে, দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে। তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিংবা (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জনের চেষ্টা ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই দুয়ের মধ্যে অন্য কোন মধ্যপন্থা অবশিষ্ট নাই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরেও পুনরায় নূতন করিয়া আলোচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি, আই, ডি, পুলিশের কর্ত্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয়, এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইন চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয় তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ী ভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ নির্ব্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সুইট্জারল্যাণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল সি, আই, ডি, বিচরণ করে, ভারত সরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত

এবং যতদিন না মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুলিশ গোয়েন্দা হইতেছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে, এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিবে।

সুইটজারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্ম্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা, আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বৎসর মিষ্টার লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অর্ডিনান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাঁহাদের ভারতে ফিরিতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতের পার্লামেণ্টের ও মন্ত্রী-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিসের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন, আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্ত্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন, তাঁহারা কি রিপোর্ট

দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয় ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্ত্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকার পক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেণ্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেনিনগ্রাড পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমার সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনিলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বার বার মনে ভাবিলাম, সত্যই কি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসন রক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াও সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ?

যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেশীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন আমি আমার নিজ জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃতই সেইরূপ নহি। আমি

বাঙ্গলার বাহিরে কোন রাজনীতিক কার্য্য করি নাই, এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না, কারণ বাঙ্গলাকেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বাঙ্গলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে? সিংহল ত খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত সরকারের নিষেধ-আজ্ঞা আইনানুসারে তথায় খাটিবে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গলা সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্ব্বাচনে একজন সভ্যপদ প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাহিরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কন্‌ফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলিকাতায় ঝাড়ুদারদিগের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই

আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিষ্টার মোবার্লী একটী বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসর কাল আমি নির্ব্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কষ্ট পাইয়াছি—তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাখিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী, সরকারী কর্ম্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে, আমি নির্দ্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত স্যর এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যর জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন ? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাঙ্গলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই।

ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্গলা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্ব্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অন্ততঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না ? ইউরোপে যতদিন হৃত স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন ? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্ব্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগ মুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবার্লী বলিয়াছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবার্লীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা

যতই লাফালাফি করুন না কেন বা শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাই বড় করিয়া দেখি। বর্ত্তমান ঘটনার সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি ঃ—

গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন। পিতামাতার কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে জন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্ব্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের ভাবধারা জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার

বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শ্রীগোপাললাল সান্যালকে লিখিত

১১৬

ইনসিন জেল

৫ই এপ্রিল, ১৯২৭

পরম প্রীতিভাজনেষু—

আপনার ৫ই চৈত্রের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন—কি উত্তর দিব জানি না। অনেক কথাই ত লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লেখা যায় কি ?

শরীরের সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং"। পরিণামে কি দাঁড়াইবে জানি না—এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, জীবনে ষোল আনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুস্কিল হইয়া পড়ে। জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" ভবিষ্যতের কথা জানি না। তবে এখন পর্য্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার মত সুখী জগতে আর কয়জন আছে ? এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া

আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশীদিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি। Emerscn বলিয়াছেন, "We must live wholly from within." এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মত যাঁহাদের অবস্থা তাঁহারা যদি বাহিরের ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্দ্ধারণ করেন তবে—"মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।" যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে—তাহা অন্তরের, বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপকাঠিতে হয় তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এইখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাদের জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকিতেও পারে। কিন্তু জীবনে যদি আর কোনও কাজ না করিতে পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া যদি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান্ আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান্ আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি—আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধ হয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর—শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু,—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা। আমাদের চিন্তাধারা—অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে?

ষোল আনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোল আনা পাওয়া চাই। অথবা আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের

ষোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি—renunciation and realisation একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। এখনই ষোল আনা পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চ শিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষদে বলে, "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ"—এখন দেখা যাক্।

Systematic Study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধানের জন্য লেখা-পড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না। বাহিরে গেলে এই কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখানে থাকিতে থাকিতেই কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের কাজ বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাই বোধ হয় যাইবারও বিলম্ব আছে।

ভগবান আপনাদের সকলকে কুশলে রাখুন এবং আপনাদের ক্রিয়াকলাপের উপর তাঁহার আশীষ নিরন্তর বর্ষিত হউক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

১১৭

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল
৮।৪।২৭
শুক্রবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার ২৪ ও ৩১শে মার্চ্চের পত্র যথাক্রমে ৫ই ও ৭ই এপ্রিল আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আশাকরি আপনি আমার মার্চ্চ মাসের ১৪, ২২, ২৮ ও এপ্রিলের ৪ তারিখে লেখা পত্র কয়খানি পাইয়াছেন। শেষ দুইটি পত্র আমি ইনসিন হইতে লিখিয়াছিলাম।

আমার শেষ পত্রে মাননীয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করার বোধহয় প্রয়োজন নাই। সর্ত্তাধীন মুক্তির প্রস্তাব মানিয় লওয়ার অসুবিধা আছে। তাহা ছাড়া কয়েকটি সর্ত্ত অসন্তোষজনক, এবং প্রস্তাবটি যেভাবে রচনা করা হইয়াছে তাহাতে উহা গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মনে হয় গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গীয় আইন সভার সভাপতির কোনও উত্তর এখনও পাই নাই।

আপনি যখন এ পত্র পাইবেন তখন অল্ডারম্যান, মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নির্ব্বাচন শেষ হইয়া যাইবে। যদি আপনার সময় হয় তাহা হইলে অল্ডারম্যানের পদ গ্রহণের প্রস্তাবে কেন আপনি মত দিবেন না ?

২রা এপ্রিল শনিবার আপনাকে একটি তার করিয়াছিলাম। উহাতে জানাইয়াছিলাম যে, আপনার ২৪শে মার্চ্চ তারিখের পত্র আমি পাই নাই।

এ মাসের ৫ই মঙ্গলবার আই জি প্রিজন্‌স্ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গীয় আইন সভায় যাহা উত্থাপিত হইয়াছিল ইহা সেই একই প্রস্তাব। ঐদিনই আমি আপনাকে পর পর দুইটি তার পাঠাই। যতদূর স্মরণ আছে উহার বিষয়বস্তু আপনাকে লিখিয়া জানাইতেছি।

(১) "আপনার ২৪শে মার্চ্চ তারিখের পত্র পাই নাই। আজ সকালে গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। উহা বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত বিবৃতিরই অনুরূপ। প্রস্তাবে কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট ও অসন্তোষজনক বোধ হইতেছে। আপনি আসিলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিতাম।"

(২) "২৪শে মার্চ্চের পত্র পাইয়াছি। উহাতে নূতন কোনও সংবাদ নাই। গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবের কিছু কিছু অংশ সংশোধন না করিলে উহা গ্রহণযোগ্য নয়। এই রকমই গভর্ণমেণ্টকে জানাইব স্থির করিয়াছি। এখন আপনার আসার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। তার পাঠাইয়া উত্তর দিবেন।"

গত মাসের ২৯ তারিখ হইতে মোটরে করিয়া এখানে একটু বেড়াইতেছি।

ইনসিন শহরটা রেঙ্গুনের মতই—একটু উনিশ-বিশ হইতে পারে। যতদূর বোধ হয় গ্রীষ্মকালে এখানে গরম খুব বেশী নয়। বৃষ্টিও হয় প্রচুর। মে মাসের শেষাশেষি হইতে শুরু করিয়া অক্টোবর পর্য্যন্ত চলে। মান্দালয়ের মতও এখানে গরম হইবে বলিয়া মনে হয় না, বরং অনেকটা ঠাণ্ডা। মোটের উপর এখানকার আবহাওয়া মান্দালয় হইতে ভাল হইবে কিনা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ভাল হইবে আশা করি না—অন্ততঃ আমার পক্ষে।

রেঙ্গুন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আই জি প্রিজন্‌স্ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাকে পুনরায় মান্দালয়ে পাঠাইবার কোনও প্রশ্নই উঠে না; কারণ আমাকে হয়তো বর্মা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

তিনি আমাকে রেঙ্গুন ও ইনসিনের মধ্যে যে কোনও একটিকে বাছিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। রেঙ্গুন জেলের সেই ঘটনার পর আমার পক্ষে ইনসিনে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

রেঙ্গুনের ঠিকানায় আপনি যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন উহা এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সোমবার আবার আপনাকে পত্র দিব। ছোটদাদাকে আজ আলাদা খামে এক পত্র দিলাম। ৫ তারিখে আপনাকে যে তার করিয়াছিলাম উহার জবাবের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছি।

ছোটদাদা কি আমার ২২শে মার্চ্চের পত্র পাইয়াছেন? জ্বর পূর্ব্বের মতই হইতেছে—সাধারণতঃ ১০০-র নীচে নামে না। আশা করি আপনাদের খবর সব কুশল। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুকে লিখিত

১১৮

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল

৮।৪।২৭

শুক্রবার

পরম পূজনীয় ছোটদাদা,

আপনি অবগত আছেন আমি ২৫শে মার্চ্চ তারিখে রেঙ্গুন জেল হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইনসিনে এখন বৃষ্টি নাই এবং অল্প অল্প হাওয়া দিতেছে; তবে মে মাসের শেষ দিক হইতে বর্ষা সুরু হইয়া যাইবে। মান্দালয়ের মত এখানে তত গরম বোধ হয় না। সরকার আমাকে জানাইয়াছেন যে, যদি আমি গভর্ণমেণ্টের

প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমাকে আলমোড়া কিংবা ব্যাঙ্গালোর অথবা উটকামণ্ড জেলে স্থানান্তরিত করা হইবে। সুতরাং এখানে বোধ হয় আমাকে বেশীদিন থাকিতে হইবে না।

পূর্ব্বের মত এখানেও প্রত্যহ আমার জ্বর হইতেছে; যেমন— ২৬শে মার্চ্চ ১০০.৬; ২৭শে ৯৯.২; ২৮শে ১০০.৪; ২৯শে ১০০°; ৩০শে ১০০.৪; ৩১শে ১০০.৪।

মেজর ফিণ্ডলে সেদিন ভাল করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিলেন এবং কতগুলি খারাপ লক্ষণ নাকি পাইয়াছেন—ডান দিকে কাঁধের ঠিক নীচে কেমন একটা ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। ইহার পূর্ব্বে সিনিয়র এস এ এস-ও আমাকে পরীক্ষা করিয়া ঐ খারাপ লক্ষণগুলির কথা বলিয়াছিলেন।

রেঙ্গুন ছাড়িবার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাকে একটা মিকশ্চার খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয় ক্ষুধার উদ্রেক যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু উহাতে কোনও ফল হয় নাই।

ঔষধ খাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। আমি এখন কোনও ঔষধ খাইতেছি না। গত ২৯শে মার্চ্চ হইতে আমি এখানে মোটরে চড়িয়া একটু একটু বেড়াইয়া আসিতেছি।

মান্দালয়ের মত এখানে জায়গা খুব বেশী নাই। তবে আমি মেজর ফিণ্ডলেকে বলিয়াছি যে, যদি আমাকে এখানে অল্প কিছুদিনের জন্য থাকিতে হয় তাহা হইলে ইহা লইয়া আপত্তি করিব না। আমরা এখন যেখানে আছি সেখান হইতে কিছু দূরে অন্য ওয়ার্ডে আমাদের বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি। বিচারাধীন বন্দীদের যে ওয়ার্ডে রাখা হয় আমরা তাহার ওপর তলায় স্থান পাইয়াছি। জায়গাটা বেশ প্রশস্ত এবং হাওয়া আছে; তবে দিনের বেলায় একটু গরম বোধ হয়। এখানে কয়েক জন সঙ্গীও জুটিয়াছে, রেঙ্গুন জেলে যাহার অভাব একান্তভাবে বোধ করিতাম।

মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মত মেজদাদাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি।

আশা করি আপনি আমার ২২শে মার্চ্চ তারিখের পত্র পাইয়াছেন। যখন আপনার সময় হইবে আমাকে পত্র দিবেন। আশা করি আপনাদের সকলের খবর কুশল। নতুন মামাবাবু কেমন আছেন?

ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

ডাঃ এস সি বোস

এম-বি, এম-আর-সি-পি,

ডি-টি-এম

৩৮।২, এলগিন রোড

কলিকাতা

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

বর্মার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ প্রিজন্স্‌কে লিখিত

১১৯

তারিখ—ইনসিন ১১ই এপ্রিল ১৯২৭

বর্মার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স্ সমীপেষু—

বিষয়— বাঙ্গলা সরকারের প্রস্তাব

গভর্ণমেণ্ট আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, বিশেষতঃ আমার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্যদের প্রতি যে আস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং আমার অতীত বা ভবিষ্যৎ কার্য্যকাহিনীর স্বীকারোক্তি বিষয়ে সমস্ত সর্ত্ত তুলিয়া লইয়া তাঁহারা আমার মনোভাবের প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবু আমাকে দুঃখের

সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, প্রস্তাবে এমন কতকগুলি সর্ত্ত আছে যাহা আপত্তিকর ; তজ্জন্য উহা আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। প্রথম হইতেই আমি যে কথা বলিয়া আসিতেছি তাহা হইল গভর্ণমেণ্ট আমাকে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের লোক বরাবরই বেঙ্গল অর্ডিনান্স ১৯২৪ ও উহার পরিণতি বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট ১৯২৫-কে বেআইনী আইন বলিয়া মনে করিয়াছে, যাহা এ দেশের লোকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনও সভ্য রাষ্ট্রেই এ ধরনের আইন ২৪ ঘণ্টার বেশী টিঁকিতে পারে না। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যরূপে আমি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর অবিচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে, আমার কারাবাসই তাহার প্রমাণ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আইন সভার সদস্যগণ যে অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন—যাহা প্রাচীন এবং তর্কাতীত—উহা হইতে আমাকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। এভাবে লোককে বিনা বিচারে ও যুক্তিতে অনির্দ্দিষ্ট-কাল আটক করিয়া রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট ফৌজদারী আইনের মূল নীতিটাকেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাছাড়া বঙ্গীয় আইন সভা বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট-কে স্বীকার করিয়া লয় নাই ; তৎসত্ত্বেও উহাকে সুপারিশের দ্বারা কার্য্যকরী করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ভারতবর্ষের আইন-সভাগুলি কত অন্তঃসার-শূন্য। তাঁহারা আইন সভার অধিকারসমূহ (যথা—গ্রেপ্তার, আটক ও উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি) হরণ করায় উহা প্রশাসকমণ্ডলীর অধীন হইয়া পড়িয়াছে ; ফলে শাসনযন্ত্রের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা উচিত উহা না হইয়া বরং বিপরীত একটা সম্পর্কই গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব যে অন্যায় গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন এবং এখনও করিয়া চলিয়াছেন উহার প্রতিবাদেই আমার মুক্তি দাবী করিতেছি।



জানকীনাথ, বিভাবতী, সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র [১৯২৭

৩। আমি আগাগোড়াই বলিয়া আসিতেছি আমাকে বাধ্য হইয়া যে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, আর্থিক অসাচ্ছল্যের দরুন যাহা ভোগ করা ছাড়া কোনও উপায় নাই, সেজন্য গভর্ণমেণ্টেরই উচিত ক্ষতিপূরণ করা। ন্যায়নীতি, সুবিচারের আদর্শ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ নৈতিক বোধ বিসর্জ্জন না দিলে কাহারও পক্ষে এ দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এসব কথা বিচার করিলে গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন উহার অপর্য্যাপ্ততা স্পষ্টতঃই চোখে পড়ে।

৪। গভর্ণমেণ্ট অথবা আমি এতটা স্বল্পবুদ্ধি নই যে মনে করা যাইতে পারে সুইস স্যানাটোরিয়ামে আমার চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসুর মতামতকে কার্য্যকরী করাই এ প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার অভিমত মূল্যবান সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার পক্ষে উহা গ্রহণ করা তখনই সম্ভব যখন আমাকে স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছানুযায়ী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া হইবে।

৫। নির্য্যাতিত রাজনৈতিক কর্ম্মী হিসাবে কর্ত্তব্য এবং দেশের কাজে আমার ভূমিকা, ইহার সহিত সম্মানের প্রশ্নটাও জড়িত আছে— এসব কথা চিন্তা করিয়াই গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবে যে সকল সর্ত্ত উল্লেখ করিয়াছেন উহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাছাড়া প্রায় আড়াই বৎসর যখন আমার জেলেই কাটিয়া গিয়াছে তখন এ সম্বন্ধে আর আলোচনার কোনও প্রশ্নও উঠে না। এখন যদি আমি উহা মানিয়া লই তাহার অর্থ দাঁড়াইবে গভর্ণমেণ্টের আচরণের বৈধতা স্বীকার করিয়া লওয়া, নীতিগতভাবে যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা শাসনতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করিতেছি ; জাতির সম্মান রক্ষার দায়িত্বও আমাদের উপরই ন্যস্ত। সুতরাং উহা আমরা কোনও ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারি না। আমার জীবন আমার নিকট যত প্রিয় তদপেক্ষা বেশী প্রিয় সম্মান রক্ষার প্রশ্ন। এবং আমি আমার জীবনের বিনিময়ে ঐ পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য অধিকারসমূহ ত্যাগ

করিতে পারি না, যাহা ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তিস্বরূপ হইবে। অবশ্য আমার এ মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমাকে যে আরও অনেক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা আমি জানি। কিন্তু ইহাও আমার অজ্ঞাত নয় যে, পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে এ দুর্ভাগ্য আমি উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করিয়াছি।

৬। আমি দুঃখিত যে, মন্ত্রিমণ্ডলীর যে সকল সদস্য মনে করেন তাঁহারা এ প্রস্তাব উত্থাপনের দ্বারা আমার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তাঁহারাও তাঁহাদের একান্ত গোপন মুহূর্তে আমার এ সিদ্ধান্তকে শুধু সমর্থনই করিবেন না হয়তো বা প্রশংসাও করিবেন।

৭। সর্ব্বশেষে পুনরায় আমি গভর্ণমেণ্টের এই মুক্তির প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি; কিন্তু উহা যাহাতে আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য সর্ত্তগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইতে অনুরোধ করি। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত

এস, সি, বোস

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

১২০

ইনসিন জেল

১৩।৪।২৭

বুধবার

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের যে উত্তর আমি ১১ই এপ্রিল সোমবার দিয়াছি উহার কপি এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইলাম। সোমবার দিন

বিকালে কলিকাতার Intelligence বিভাগ মারফৎ আপনাকে নিম্নলিখিত তারটি পাঠাইয়াছি।

> "আপনার ৮ তারিখের তার পাইয়াছি। আজ গভর্নমেণ্টকে জানাইয়াছি যে, প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এখন সাক্ষাতের প্রয়োজন হইবে না বোধহয়।"

আজকের ডাক ধরিতে গেলে সময় আর বেশী নাই। অধিক আর কিছু লিখিলাম না। আশা করি সকলে ভাল আছেন।

ইতি—

আপনার চিরস্নেহাধীন

সুভাষ

গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবের উত্তর সঙ্গে দিয়াছি।

শ্রীযুক্ত এস সি বসু

৩৮।১ এলগিন রোড

কলিকাতা

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

জানকীনাথ বসুকে লিখিত

১২১

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল

১৩।৪।২৭

বুধবার

পরম পূজনীয় বাবা

শ্রীচরণেষু—

রেঙ্গুন জেল হইতে ২১।২।২৭ তারিখে আপনাকে শেষ পত্র দিয়াছিলাম। ২৫শে মার্চ্চ রেঙ্গুন হইতে আমি এখানে আসিয়াছি।

রেঙ্গুন হইতে ইনসিন প্রায় দশ মাইল। ইহা একটি ছোট শহর; তবে দ্রুত ইহার উন্নতি ঘটিতেছে। রেঙ্গুন হইতে ইনসিন পর্য্যন্ত একটি সুন্দর রাস্তা আছে, ঘন ঘন ট্রেনও পাওয়া যায়। এখন এখানে বৃষ্টি নাই, মৃদু মৃদু হাওয়া বহিতেছে এবং গরমও খুব বেশী নয়; মান্দালয়ের মত গরম তো নিশ্চয়ই নয়। তবে মে মাস হইতে বৃষ্টি শুরু হইবে এবং অক্টোবর পর্য্যন্ত উহা চলিবে।

আমার রেঙ্গুন জেল ত্যাগ করার কারণ আপনি বোধহয় এবার বুঝিতে পারিয়াছেন।

এ মাসের ৫ তারিখে গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব আমার নিকট যথারীতি পাঠানো হইয়াছিল। আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য কিছু সময় লইয়াছিলাম। ১১ তারিখে উত্তরে আমি জানাই যে, এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় এবং ইহা যাহাতে আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় তজ্জন্য সর্ত্তগুলি তুলিয়া লইবার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধও করিয়াছিলাম।

ঐ প্রস্তাব গ্রহণ না করার কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া আমি ৪ তারিখে মেজদাদাকে এক পত্র দিই।

সরকার আমার নিকট যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন উহা ২১শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গীয় আইন সভায় প্রদত্ত বিবৃতিরই অনুরূপ।

সরকার আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমি যদি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই তাহা হইলে আমাকে আলমোড়া কিংবা উটি অথবা ব্যাঙ্গালোর জেলে বদলি করা হইবে।

আমার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বের মতই আছে। এখানে কয়েকজন সঙ্গী পাইয়াছি রেঙ্গুনে যাহার অভাব ছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি আমার সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করিবেন এবং দেশবাসীর সমর্থনও আমি লাভ করিব।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? আশা করি কটক ও কলিকাতার খবর সব কুশল। মা এলগিন রোডের বাড়ীতেই আছেন বোধহয়।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

শ্রীযুক্ত জে এন বোস

কটক

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্তী তিনখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

১২২

ইনসিন জেল

২৯।৪।২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

বড়দাদা আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁর কাছে আমার অভিমত জানিতে পারিবেন। যদি আগামী সপ্তাহে আপনাকে দীর্ঘ পত্র লিখিবার মত শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি তাহা হইলে আমার সিদ্ধান্তের বিষয় বিশদভাবে লিখিয়া জানাইব। বর্ত্তমানে সে সামর্থ্য আমার নাই।

গত কয়েকদিন ধরিয়া রোজই জ্বর হইতেছে—১৮ই······; ২৮শে······। ওজন কমিয়া ১২৮ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। এখনও শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে খুব বিরক্তিকর বোধ হয় কিন্তু আমাকে ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে।

যদি বর্ত্তমান অবস্থা ও পরিবেশের কোনও পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে রোগ সারাইবার চেষ্টায় কোনও সুফল ফলিবে কিনা সন্দেহ।

বস্তুতঃ আমার অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। প্রতিকারের জন্য যোগাভ্যাস শুরু করিব কিনা চিন্তা করিতেছি। অবশ্য ইহার বিপদও আছে অনেক; আর সেই জন্যই ইতস্ততঃ করিতেছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নাই। একমাত্র যোগের দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হইতে পারে। একথা গোপন করিয়া লাভ নাই যে, যক্ষ্মা মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি। এবং এ রোগ একবার যাহাকে ধরিয়াছে তাহাকে বাঁচার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।

আশা করি সকলে ভাল আছেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

পুনঃ—কোনও কারণেই আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না—কারণ যে কোনও খারাপ অবস্থার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া আছি।

এস, সি, বি

শ্রীযুক্ত এস সি বসু
৩৮।১, এলগিন রোড
কলিকাতা

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১২৩

ইনসিন জেল

৬ই মে, ১৯২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দীর্ঘ পত্র লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই; আবশ্যক শক্তি সংগ্রহ করিতে না পারা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়দাদার সহিত আমার অনেক আলাপ

হইয়াছে। আমার এই আলাপের সুযোগ দেওয়ায় আমি আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। মান্যবর স্বরাষ্ট্র-সচিব মহোদয় যে সৌজন্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার সহিত এ পর্য্যন্ত যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছিল এই ব্যবহার তাহা হইতে পৃথক।

গভর্ণমেণ্টের উত্তর বড়দাদা ২৭শে এপ্রিল তারিখে আমাকে জানাইয়াছিলেন। এই উত্তরে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই স্পষ্টতর হইয়াছে। ১১ই এপ্রিল তারিখে গভর্ণমেণ্টের সর্ত্তের আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি পুনরায় সেই উত্তরই ঠিক বলিয়া মনে করিতেছি।

আমার সিদ্ধান্ত—সহজ বিচারের ফল। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তর হয়। জীবনকে সহজ ভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ভালভাবে বিচার করিবার পর এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হইয়াছে। কারাগারে আমার যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল ও সংঘর্ষাত্মক।

হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরী বার্গসর Lean Vital-এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। আমরা তো মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

ঐহিক এবং জড় দেহের সুখ-দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গভর্ণমেণ্টের সর্ত্তের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্টতর সর্ত্ত পাইবার জন্য পাটোয়ারী চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দয়তায় আমি দুঃখিত। আমি দোকানদার নহি, দর কষাকষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি, আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস্, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না যে, তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক বা বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। সেণ্ট পল বলিয়াছেন—"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমাদের সংগ্রাম উচ্চ পদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য—সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধানকর্ত্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি সুইট্জারল্যাণ্ডে যাইব কিনা বর্ত্তমানে তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে শরীরের অবস্থার দিক হইতেই সুইট্জারল্যাণ্ড

যাইবার ক্লেশ সহ্য করিতে আমি অক্ষম। বর্ত্তমানে প্রথমতঃ ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়া আমাকে স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইবে। কতদিনে আমি সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভ করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, আমি অন্ততঃ আরও অনেকটা সুস্থ হইবার পূর্ব্বে সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। আবার আমি যদি ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়াই আশানুরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারি তাহা হইলে এবং স্বেচ্ছানির্ব্বাসন বরণ করিয়া না লইলে সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাইবার আবশ্যকতাই বা কি ?

অতঃপর সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে আমাকে আমার আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবারবর্গের সহিত, বিশেষভাবে পিতামাতার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং বাঙ্গলা সরকারের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে না যাইয়া আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাই, যদি সরকার আমার সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতামূলক বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কথাবার্ত্তা চালান বন্ধ করুন। ঈশ্বর মহান্—অন্ততঃ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা মহান্—আমরা তাহাতে যখন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তখন আমাদের দুঃখ করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

আমার প্রতি অনুরক্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু এই মনে করিয়া আমি সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যে, যাঁহারা একই মাতৃভূমির প্রতি আস্থা-

সম্পন্ন তাঁহারা পরস্পরের সুখের ও দুঃখের অংশ সমানভাবে গ্রহণের অধিকারী। আশা করি আপনারা ভাল আছেন।. ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১২৪

ইনসিন জেল
৯।৫।২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

৬ই মে তারিখে আপনাকে শেষ পত্র লিখি। ঐ দিন ছোট-দাদাকেও এক পত্র দিয়াছিলাম।

বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাতে কাল অথবা বৃহস্পতিবার আলমোড়ার পথে কলিকাতা রওনা হওয়ার কথা। আমার বদলীর হুকুম আসিয়াছে; এবং আবহাওয়া প্রতিকূল না হইলে আগামী কালই যাত্রা করিব।

আপনি আমাকে এখন যোগাভ্যাস শুরু করিতে বারণ করিয়া যে তার করিয়াছিলেন, উহা ৬ তারিখে মেজর ফিগুলে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরদিন অর্থাৎ ৭ই মে আমি নিম্নলিখিত তারটি আপনাকে Intelligence বিভাগ মারফৎ পাঠাই—

"আপনার ৬ তারিখের টেলিগ্রাম পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা দাশের পত্রের আশায় আছি। আলমোড়ায় বদলী করিয়াছে। মঙ্গলবার রওনা হইতেছি।"

কাল অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হইল। বুকে যন্ত্রণা হইতেছিল খুব—দু' ধারেই। ঘণ্টাখানেকের মত ছিল। দম বন্ধ হইয়া আসিবার জোগাড়। যতক্ষণ যন্ত্রণাটা ছিল ভীষণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। পূর্ব্বে এ রকম তীব্র যন্ত্রণা আর কখনও অনুভব করি নাই।

আপনি এ পত্র পাইবার পূর্ব্বেই হয়তো আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইতে পারে।

অন্য কোনও সংবাদ না আসিলে ধরিয়া লইতে পারি যে আলমোড়া যাওয়াই স্থির আছে।

আশা করি সকলে ভাল আছেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

শ্রীযুক্ত এস. সি. বসু

৩৮/১, এলগিন রোড

কলিকাতা

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

১২৫

Kelsall Lodge

Shillong

১৪।৬।২৭

শ্রীচরণেষু মা,

পরশুদিন এখানে পৌঁছেছি—পথে বিশেষ অসুবিধা বা কষ্ট হয় নি। এখানে এসে প্রায় একই রকম আছি—তবে গরমের উৎপাত নেই বলে সে রকম ক্লান্তি বোধ হয় না। বৃষ্টি থেকে থেকে হচ্ছে—বৃষ্টির সময়টা Depressing বোধ হয়। বৃষ্টি না হলে খুবই সুন্দর বোধ হ'ত। এখানকার দৃশ্য বেশ সুন্দর—তবে দার্জ্জিলিঙের Snowy range-এর সৌন্দর্য্য এখানে নেই। ঠাণ্ডার দরুন যে উপকার হবার কথা—তা হবে কিন্তু হজমের উপকার হবে কিনা তা বুঝতে পারছি না।

ভাস্করবাবু ষ্টেশনে এসেছিলেন এবং ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত এক ট্রেনে এলেন। জষ্টিস্ দাশ কেমন আছেন? তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ চাই। ওখানকার সকলের স্বাস্থ্য-সংবাদ দিবেন এবং আপনারও। এখানকার সব কুশল। এখন আসি। ইতি—

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লিখিত

১২৬

কেলসল লজ

শিলং

২৫শে জুন, ১৯২৭

সেন্সর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

ডি. আই. জি., আই. বি.,

সি. আই. ডি, বেঙ্গল।

২৮।৬।১৯২৭

প্রিয়বরেষু সত্যেনবাবু,

১২ই তারিখে আমি এখানে পৌঁছিয়াছি। শিলং জায়গাটি বেশ স্বাস্থ্যকর এবং এখানে জলবায়ুও এখন বেশ শীতল—একমাত্র বর্ষা ছাড়া বেশ আরামদায়ক। তবে আমি এখনও পর্য্যন্ত আমার পরিপাক শক্তির কোন প্রকার উন্নতি দেখিতে পাইতেছি না। জ্বর সমানে আছে, তবে দৈনিক তাপবৃদ্ধি এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে, বক্ষে বেদনা, কষ্টকর কাশি প্রমুখ লক্ষণগুলি এখন কমিয়াই গিয়াছে, মোটের উপর একমাস পূর্ব্বে আমার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা ছিল সে তুলনায়

এখন যথেষ্ট পরিমাণে ভালই আছি। তবে এই আবহাওয়া ঠিক আমার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের পক্ষে দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুকূল নয়, তারপর অজীর্ণজনিত অস্বাচ্ছন্দ্য তো আছেই—এই সকল প্রতিবন্ধকতাগুলি না থাকিলে, আমার বিশ্বাস আমার স্বাস্থ্যের আরও বহুল পরিমাণ উন্নতি ঘটিত। যাহাই হউক সর্ব্বোত্তমের জন্যই আশা রাখা যাক্।

আমি যখন ইনসিনে ছিলাম সেই সময় পণ্ডিচেরী হইতে অনিলবাবু আমাকে পত্র লিখিয়া গত ২১শে মার্চ্চের সরকারী প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে বলেন। ঐ পত্রে তিনি আমাকে আপনার অভিমতটিও (তাঁহারই মতের অনুরূপ) জ্ঞাপন করেন। ম্যাণ্ডেলে হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর লেঃ কঃ তারাপোরেও আমার সহিত ইনসিনে সাক্ষাৎ করেন এবং আপনার মতামত সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন। আমি আশা করি যে আমরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে "যাহার শেষ ভাল তাহার সব ভাল।"

ইনসিন হইতে ৩৮/১ এল্‌গিন রোড পর্যন্ত আমার যাত্রার খুঁটি-নাটি বিবরণসহ একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার প্রবল বাসনা মনের মধ্যে ছিল, কারণ সেই বিবরণ আপনাদের পক্ষে আনন্দদায়ক হইত বলিয়াই আমার ধারণা। কিন্তু আমি দেখিলাম যে সংবাদপত্রগুলি এ সম্বন্ধে প্রায় সব কিছুই প্রকাশ করিয়াছে। সে সম্বন্ধে কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। দণ্ডিত ওয়ার্ডার গফুর আমার পরিচারক হিসাবে এই যাত্রায় আমার সহচর ছিল। সে খাদি পোষাক পরিহিত ছিল। আউটরাম ঘাটে অবতরণের পর ইংলিশম্যানের সংবাদদাতা তাহাকে সরকারী কয়েদী বলিয়া অনুমান করিয়া লইলেন। সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আপনার ভ্রাতাকে আপনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং আপনার প্রতি মিঃ প্যাটেলের উত্তর পত্রিকা-সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় পরিষদের সভাপতির উদ্দেশ্যে লিখিত আমার পত্রটিও কয়েকদিন পূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত

হইয়াছে। কলিকাতা ত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে উহা আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম।

আপনারা সকলে কারাগারে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন—আর আমি একা মুক্তির আলোকধারায় স্নাত হইব—ইহা ভাবাও আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। ভাবিলে মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী এই অবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

কারাভ্যন্তরবাসী আমার কোন বন্ধুকে মুক্তি সম্বন্ধে আমি অন্ততঃ কোন আশা বা আশ্বাস দিতে চাই না, তাহার কারণ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যতক্ষণ পরিপূর্ণরূপে কারাগার হইতে মুক্ত না হওয়া যায়—ততক্ষণ সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট আশা পোষণ করা চলে না। এই ধারণায় আমি সাধারণভাবে এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

আপনাদের কারাগারে থাকাকালীন আমি যদি জেলের বাইরে থাকি, সে হেন সময়ে যদি আপনাদের যে কোন একজনেরও আমার কোনরূপ সেবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে বিষয়ে আমাকে জানাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আমার ক্ষমতার আয়ত্তে যে কোন কাজ আপনাদের জন্য সর্ব্বদা করিব জানিবেন।

যদি কোন পুস্তক আমি ফেলিয়া আসিয়া থাকি এবং আপনারও যদি তাহার কাজ মিটিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার সুবিধা অনুযায়ী বইটি এখানে পাঠাইয়া দিলে সুখী হইব; এখানে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আছেন এবং আমাদের পরিবারের আরও কয়েকজন আছেন তাঁহাদের সকলেরই কুশল জানিবেন।

কৃপাপূর্ব্বক এই পত্রখানি আমাদের সুহৃদবর্গের প্রত্যেককেই দেখাইবেন। কারণ আজ আমি আর কাহাকেও লিখিতেছি না, পত্রিকায় দেখিলাম সুরেনবাবু পুনর্ব্বার তাঁহার পুরাতন সহচর আমাশয়

এবং অজীর্ণের কবলিত হইয়াছেন। এ সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি জানিবেন। তিনি এখন আছেন কিরূপ ?

সকলের উদ্দেশ্যে প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি।

আপনার গুণমুগ্ধ

সুভাষচন্দ্র বসু

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়, এম-এল-এ,
অবধারক : ডি আই জি, আই বি,
সি আই ডি, বেঙ্গল
১৩ ইলিসিয়াম রো, কলিকাতা।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

১২৭

Kelsall Lodge
Shillong
১৭।৭।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

আপনার ১০ই জুলাই-র পত্র ১৩ই তারিখে আমি পেয়েছি। আমার কথা মত আপনাকে পত্র দিই নাই—আমারই দোষ—সুতরাং আমি ক্ষমার পাত্র। মানুষ কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলে তার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্ত্তব্য তার ঘাড়ে এসে পড়ে—এবং সেগুলি সম্পাদন না করলে তার পক্ষে অন্যায় হয়। অতএব আমার যে ত্রুটি হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আপনি যে প্রায়ই বলে থাকেন এবং লিখেও থাকেন—"এ সংসারে আমার সাহচর্য্য আর কাহাকেও আনন্দ দান করিতে পারিবে না"—এ কথা মোটেই সত্য নয়। আপনি কি জানেন

না—বাঙ্গলার তরুণ যুবকেরা (আর সকলের কথা না হয় তর্কের খাতিরে বাদ দিলাম) আজও আপনাকে কি চোখে দেখে? আপনি যদি তাদের একেবারে "পর" বলে ভাবেন—তবে কি তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয় না? তারা কি তাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আপনার চরণে ঢেলে দেয়নি? তারা কত আশা করেছিল যে দেশবন্ধু যখন ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তখন আপনি এগিয়ে এসে তাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবেন। সে আশা যখন পূর্ণ হ'ল না তখন তাহাদের হৃদয়ের অপরিসীম ব্যথা ও হতাশা রাখবার কি আর স্থান ছিল? দেশবন্ধু জীবদ্দশায় বলতেন যে আপনি তাঁহার জীবদ্দশায় জনহিতকর কাজে প্রকাশ্যভাবে সংশ্লিষ্ট না হলেও তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপনি তাঁর পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করবেন।

আপনি হয়তো বলবেন যে হিন্দু মহিলার কাজ পরিবারের মধ্যে, পর্দ্দার আড়ালে—public platform-এ নয়। আমি মা'র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা রাখি না; কিন্তু আমার মনে হয় যে আজ আমাদের দেশের ও সমাজের সহজ অবস্থা নয়। আজ যে আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে—মা। ঘরে আগুন লাগে যখন—তখন যিনি পর্দ্দানশীন তাঁকেও সাহস করে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। সন্তানকে বাঁচাবার জন্য—আগুনের হাত থেকে মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য—তাঁকেও পুরুষ-বিক্রমে পরিশ্রম করতে হয়। তাতে কি তাঁর মর্য্যাদার বা grace-এর হানি হয়?

বাঙ্গলার সাধনা প্রধানতঃ মাতৃমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে প্রকট হয়েছে। কি ভগবান কি স্বদেশ—আমাদের আরাধ্য যা' কিছু—আমরা তাহা মাতৃমূর্ত্তিরূপে কল্পনা করেছি। কিন্তু হায়! বাঙ্গলার পুরুষেরা আজ এত নির্ব্বীর্য্য ও কাপুরুষ হয়ে পড়েছে যে বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায় স্ত্রীলোকদের উপর যে অত্যাচার চলেছে তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম। সে দিন (কয়েক মাস হ'ল) "সঞ্জীবনীতে" লিখেছিল—"আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো।" কথাগুলি

আমার প্রাণে বড় লাগল। আজ বাস্তবিক দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাই ; শুধু তাহা নয়—বোধ হয় সন্তানের মান রাখতেও জননীকে অগ্রসর হতে হবে—দেশ এমনই হতশ্রী ও হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছে।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে আপনি যদি বাহিরের পাঁচ-রকম জনহিতকর কাজে মন দিতে পারতেন—তা' হ'লে বোধ হয় ভিতরের জ্বালাটা কিয়ৎপরিমাণেও কমত। পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের দ্বারা কি আমাদের জীবনটা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত? আপনি ছিলেন রাজরাজেশ্বরী—আজ আপনি পার্থিব দৃষ্টিতে রিক্তহস্তা। এ কথা যে ভাবে—তারই হৃদয়ে তীব্র জ্বালা না হয়ে পারে না। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা এই যে ভারতের নরনারী অনাদিকাল হ'তে রাজার ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা সন্ন্যাসের গৌরবকে অধিকতর শ্লাঘ্য, শ্রেয় ও পূজ্য বলে মনে করে আসছে। সন্ন্যাসের গৌরবময় প্রভাবে আপনার দেশবাসীর হৃদয়ে আপনার স্থান যে কত উঁচুতে উঠেছে তা বোধ হয় আপনি জানেনও না। জানি না এ সব কথা বলা আমার পক্ষে চাপল্য হ'ল কি না কিন্তু আমার justification শুধু এই যে, যে তীব্র জ্বালা আপনাকে নিরন্তর দগ্ধ করছে তাহা অতি সামান্যভাবেও আমাকে সময়ে সময়ে পীড়া দেয়—এবং একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে বাঙ্গলার অসংখ্য যুবককেও পীড়া দেয়।

পূর্ব্ব পত্রে আপনি লিখেছিলেন—"অভিশপ্ত জীবনের সব কাজই শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু শেষ প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া পাই না। জানি না কত যুগ-যুগান্তরে আমার অভীষ্ট মিলিবে।"

আমার আশঙ্কা হয় যে অত্যধিক brooding-এর ফলে আপনি সময়ে সময়ে ভুলে যান যে দেশের বুকে—এবং আমাদের বুকে আপনার আসন কোথায়। তা যদি বিস্মৃত না হতেন তবে নিজের

জীবনকে ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও "অভিশপ্ত" বলতে পারতেন না। ভগবানের নিকট যিনি প্রিয় তাঁর উপরেই বারে বারে দুঃখ ও বিপদ বর্ষিত হয়—এ কথা কি একেবারে মিথ্যা? আর, মানুষের হৃদয় যত বড় হয় তার দুঃখও তত বেশী জোটে—একথাও কি একেবারে মিথ্যা? আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনি পূরণ করুন—আপনার আসন চিরকাল দেশের বুকে অটুট থাকবে। যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা আপনার চরণে দেশের লোক ঢেলে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দিবে—তার দশমাংশও কি কোনও তথাকথিত ভাগ্যবান লোক পেতে পারেন? কত আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে করে নিয়ে দেশবন্ধু আমাদের ফেলে চলে গেলেন। তাঁর সেই সব স্বপ্নই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Legacy। যে Legacy আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পেয়েছেন। সুতরাং আপনি কি বাস্তবিকই অন্তরের সহিত বলিতে পারেন—আপনার কাজ শেষ হয়েছে এবং যাবার সময় হয়েছে? বললে ধৃষ্টতা হয় কিন্তু তবুও বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনার যিনি ইষ্ট তিনি কখনও এ বিষয়ে আপনার কথা সমর্থন করবেন না—বরং আমার কথাই সমর্থন করবেন।

আপনি লিখেছেন—"জড় প্রকৃতির সাথে এখানেই আমার অন্তর-প্রকৃতির যথার্থ মিলন। এই ঘন ঘোর অন্ধকার আমার বেশ লাগে।" আপনার হয়তো সব সময়েই অন্ধকার আজকাল ভাল লাগতে পারে—কিন্তু সকলেরই অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে অন্ধকার ভাল লাগে। অন্ধকারকে ভালবাসলে তার বুকে যে আলো লুকান আছে—তাকে কি ভালবাসতে নাই? সে বেচারীর অপরাধ কি? সে তো সকলকে সুখী করতে চায়, আলো ও আনন্দ দিতে চায়।

আপনি হয় তো কোনও বন্ধনের মধ্যে আসতে চান না—সে বন্ধন কাজেরই হউক বা মানুষেরই হউক। কিন্তু আমাদের তো কোন উপায় নাই। যে দিন "মা" বলেছি সে দিনই সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছি। এ সম্বন্ধ তো অন্ততঃ ইহজীবনে ছিন্ন হবার নয়। সংসারের প্রাচীর

আছে—বাধা আছে—লোকাচার আছে—কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অন্তরের সম্বন্ধ তো মিথ্যা হতে পারে না।

মানুষ জীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না—বিচার থাকবে না—বুদ্ধি-বিবেচনা থাকবে না—থাকবে শুধু Blind Worship। তাই বুঝি "মা"-র সৃষ্টি। ভগবান করুন যেন আমি চিরকাল এই ভাব নিয়ে মাতৃপূজা করে যেতে পারি।

আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। কতকটা জোর পেয়েছি—ঘুম ভাল হচ্ছে—(বোধ হয় একটু বেশীই হচ্ছে) এবং হজমের গোলমাল মোটের উপর কমেছে। ওজন বোধ করি বেড়েছে, তবে ওজন নেওয়া হচ্ছে না বলে সঠিক বলতে পারছি না। হজমের আরও একটু উন্নতি হলে তাড়াতাড়ি শরীর সারবে। বৃষ্টি বেশ হচ্ছে—সব সময়ে বৃষ্টি ভাল লাগে না। সংসারে অবিরাম ক্রন্দনটা সত্য, কিন্তু হাসিটাও বোধ হয় সত্য। তাই জ্যোৎস্নার আলোক পেলে যে সুখী হই না তা নয়।

অনেকটা চপলতা প্রকাশ করেছি—ক্ষমা পাব তা জানি—এই ভরসায়। ওখানকার কুশল সংবাদ চাই। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

পুনঃ—"সেবা সদনে"র List of Donors আমার সঙ্গে চলে এসেছে। আমি ২।১ দিনের মধ্যে Register করে পাঠিয়ে দিব।

সুভাষ

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র শ্রীসন্তোষকুমার বসুকে লিখিত

১২৮

কেলসল লজ

শিলং

১৮।৭।২৭

প্রিয়বরেষু সন্তোষবাবু,

অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গেকার পত্র ও ঐ সম্বন্ধীয় কাগজপত্রাদি পড়িয়া দেখিবেন। শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির সহকারী সম্পাদক এবং আমাদের একজন ভাল কর্ম্মী। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, তাঁহার বিরুদ্ধে দিবাকর মুখার্জ্জী নামে একজন প্ররোচনাকারী গোয়েন্দাকে আটকাইয়া রাখা ও মারপিট করার অভিযোগ আনা হইয়াছিল; ফলে তিনি এক মহা ঝামেলার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। যদিও অনিলবাবু শ্রীঘর বাস হইতে কোনও রকমে অব্যাহতি পাইয়াছেন কিন্তু এই ঘটনার ফলে তাহার চাকুরীটি (সাত বৎসরের পুরানো চাকুরী) চলিয়া গিয়াছে। তিনি একজন যথার্থই নির্য্যাতিত রাজনৈতিক কর্ম্মী।

একাধিক কারণে আমি অনিলবাবুর বিষয়ে আগ্রহী। কারণ গত ৫।৬ বৎসর ধরিয়া সমাজ সেবার কাজে তিনি আমার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। বর্ত্তমানে সেবক সমিতি যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তিনি না থাকিলে উহা সম্ভব হইত না। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনা ও আঘাতের ফলে তিনি দারুণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়িয়াছেন। তৃতীয়তঃ, সাহসের সঙ্গে পুলিসের কাজের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি যে ঝুঁকি লইয়াছেন বা ক্ষতিস্বীকারের মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, উহার ফলে তিনি চাকুরীটি হারাইয়াছেন। অতএব সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

এ বিষয়ে আমি নিজে কিছু মিঃ সেনগুপ্তকে বলিতে চাহি না; কেননা উহাতে কোনও কাজ হইবে কিনা সন্দেহ। আপনিই এখন শেষ ভরসা—এই মনে করিয়া আপনাকে পত্র দিতেছি।

ক্ষিতীশের ব্যবহার যে খুবই হতাশাজনক একথা আমি স্বীকার করিতেছি। তবু আমার দৃঢ় ধারণা যে, যদি কোনও দিক হইতে বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হয় তাহা হইলে ক্ষিতীশের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা অনিলবাবুর চাকুরীর একটা ব্যবস্থা করিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যদি একবার অনিলবাবুর বিষয়ে দৃষ্টি দেন তবে, যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের আপনি অধিকারী, উহা দ্বারা এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা করিতে সমর্থ হইবেন।

ইহার অধিক আর কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। এ ব্যাপারে আপনি আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এ ভরসা আমার আছে।

আমার শরীরের অবস্থার উন্নতি হইতেছে, তবে খুব ধীরে ধীরে। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। গভীর শ্রদ্ধা জানিবেন।

ইতি—

আপনার একান্ত সুহৃদ

সুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ—আশা করি কর্পোরেশন বৈদ্যশাস্ত্র পীঠকে যে জমি দিয়াছেন উহা ফিরাইয়া লওয়া সম্বন্ধে যদি কোনও প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপনের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে আপনি সর্ব্বশক্তি দিয়া উহা ব্যর্থ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১২৯

কেলসল লজ
শিলং
২১।৭।২৭

প্রিয় সন্তোষবাবু,

প্রায় একই রূপ আর একটি বিষয়ে পুনরায় আপনাকে পত্র দিতেছি। আপনাকে কষ্ট দিতে হইতেছে বলিয়া আমি দুঃখিত; কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা খুবই সামান্য যাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় এবং অন্য কোনও উপায়ও নাই।

বাবু অমূল্যচন্দ্র মুখার্জ্জী এই প্রদেশে সহকারী জেলার ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে যখন দলে দলে লোক কারাবরণ করিয়াছে তখন তিনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন—দেশবন্ধু, মিঃ শাসমল, আমি ও আরও অনেকে সেখানে ছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেরই সেই সময় জেলের আইনকানুন সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না কিন্তু দেশবন্ধু ও অন্যান্য সকলকে নানাভাবে সাহায্য করিতে তিনি আগাইয়া আসিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পর তিনি হুগলীতে ছিলেন। আপনার হয়তো মনে থাকিতে পারে তারকেশ্বর মামলার বন্দীদের জন্যই হুগলী জেল তৈরী হইয়াছিল। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে চিররঞ্জনও সেই সময়ে হুগলীতে (জেলে) ছিল। সেখানেও তিনি অনেক কাজ করিয়াছিলেন। ইহার পর কিছুদিন হুগলী জেলে ও পরে প্রেসিডেন্সী জেলে তিনি রাজবন্দীদের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে রাজবন্দীদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার ও মনোভাব C. I. D. ও জেল ডিপার্টমেণ্ট জানিতে পারিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে কয়েকটি অভিযোগও আনা হইয়াছিল যাহার ফলে তাঁহার পদোন্নতি বন্ধ হইয়া যায়। পরে নিতান্তই সামান্য একটি কারণে তাঁহাকে বরখাস্তও করা হয়।

আমরা বরাবরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ বোধ করিয়াছি। দেশবন্ধুও উহা স্বীকার করিয়াছেন এবং আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার জন্য কিছু করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে দেশবন্ধুর কিরূপ গভীর আগ্রহ ছিল উহা আমার অজানা নাই। সেই সময়ে অমূল্যবাবুর চাকুরী যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না; তাই আমরা তাঁহার ভাইকে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়াছে) কর্পোরেশনে মোটামুটি ভাল একটি চাকুরী দিতে চাহিয়াছিলাম। অমূল্যবাবুর ভাই-এর দরখাস্ত তাঁহার কাছেই ছিল, আমাকে যদি হঠাৎ গ্রেপ্তার করা না হইত তাহা হইলে আমি তাঁহার জন্য কিছু করিতে পারিতাম বোধহয়।

যাঁহারা জেলে ছিলেন ও সেখানকার কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার নির্দ্দয় নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই শুধু বুঝিতে পারিবেন যে, অমূল্যবাবুর এই সাহায্য কতখানি মূল্যবান ছিল এবং কি পরিমাণ ঝুঁকি ও বিপদের দায়িত্ব লইয়া তাঁহাকে উহা করিতে হইয়াছে। আপনি বোধহয় জানেন যে, সামরিক শৃঙ্খলার মতই জেলের আইনকানুনও অত্যন্ত কঠোর; সেখানে কেহ যদি রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বা তাহাদের কোনও কাজ করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাকে চরম শাস্তি ভোগ করিতে হয়। অমূল্যবাবু নিজের কাজে অবহেলা ঘটাইয়া দেশের কাজে যাঁহারা দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন তাঁহাদের সাহায্য করিতে গিয়া সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল উহা খুবই সামান্য—এবং এ অপরাধে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হয় না বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে কারণটা ছিল রাজনৈতিক—গোপন পুলিস ও বিভাগীয় রিপোর্টের দরুনই তাঁহার ভাগ্য এভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আমি—এবং সম্ভবতঃ আরও শত শত রাজবন্দী—অমূল্যবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যবোধে তাঁহার এই দুঃসময়ে কিছু করা প্রয়োজন বোধ

করিতেছি। নিম্নলিখিত উপায়ে তাঁহাকে সাহায্য করা যাইতে পারে ঃ—

(১) মাসিক ১৫০৲ টাকা মাহিনায়—২০০৲ টাকা হইলেই ভাল হয়—কর্পোরেশনে তাঁহাকে একটি চাকুরী দেওয়া যাইতে পারে।

(২) তাঁহার ভাইকে (যে কিনা গ্রাজুয়েট) অন্যত্র চাকুরী সংগ্রহে সাহায্য করা যাইতে পারে।

অমূল্যবাবুকে যখন বরখাস্ত করা হয় তখন ১৩৫৲ টাকা মাহিনা ছাড়াও তিনি বিনামূল্যে বাসস্থান, তরিতরকারি ও ভৃত্য পাইতেছিলেন। তিনি যোগ্যতার সহিত ১৫ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে সব মিলাইয়া তাঁহার মাহিনা মাসিক প্রায় ২২৫৲ টাকার মতই ছিল। . '

তাঁহার ভাই খুলনায় Forest Overseer-এর একটি অস্থায়ী চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে। যতদিন না ভাল চাকুরী জোগাড় হয় ততদিন সে সাময়িকভাবে উহা করিবে—ইহাই তাহার ইচ্ছা। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ ও আমার গ্রেপ্তারের দরুন সে খুব হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। কর্পোরেশনে চাকুরী না হইলে সাব-রেজিস্ট্রার বা সার্কেল-অফিসারের পদের জন্য সে চেষ্টা করিতে চায়। প্রথমটি Minister-in-Charge মিঃ চক্রবর্ত্তী ও দ্বিতীয়টি চীফ সেক্রেটারী বা তাঁহার ডেপুটির হাতে আছে। এখন ডেপুটি চীফ সেক্রেটারী মিঃ এস, এন, রায়। মিঃ চক্রবর্ত্তীকে ধরিতে হইলে মিঃ আই, বি, সেন অথবা মিঃ বি, কে, লাহিড়ী মারফৎ উহা করিতে হইবে। কর্পোরেশনের মিঃ সুকুমার লাহিড়ী এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করিতে পারেন কি ?

গভর্ণমেণ্টের নিকট পুনর্ব্বিবেচনার আবেদন পাঠাইবার জন্য আমি অমূল্যবাবুকে পরামর্শ দিয়াছি—কিন্তু তিনি উহা করিতে চান না। যে কারণে Inspector General of Prisons তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন উহা নিতান্তই সামান্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দ্বারা উহা

প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। তবু রাজনৈতিক কারণেই (যাহা গঠিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয় নাই) তাঁহার পুনর্নিয়োগ আশা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষেত্রে ফল কতদূর কি হইবে জানি না; তবু গভর্ণমেণ্টকে প্রকৃত কারণ প্রকাশ করিতে বাধ্য করিতেই হইবে। তাছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সহিত জেলারকেও জড়ানো উচিত ছিল—অমূল্যবাবু তাহার অধস্তন কর্ম্মচারী ছাড়া আর কিছু নন। আমি জানি, জেল বিভাগে যখনই কোনও ক্রটিবিচ্যুতি ঘটে তখন অধস্তন কর্ম্মচারীকে না ধরিয়া জেলারকেই ধরা হয়। তাছাড়া টাকাকড়ির ব্যাপারে জেলারই সব কিছু দেখাশুনা করিয়া থাকেন—অধস্তন কর্ম্মচারীরা কিছু করেন না। অমূল্যবাবুকে এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসের এক বন্ধু বলিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়টি তুলিবার জন্য দাবী (অথবা প্রস্তাব) করিবেন যে, জেলারের কাছেও কৈফিয়ৎ চাওয়া হউক। আমি খবর পাইয়াছি যে, Inspector General of Prisons-এর Personal Assistant এই জেলারের আত্মীয়; আর সেইজন্যই তাহাকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, অমূল্যবাবু যখন কর্পোরেশনে চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতেছেন তখন এখানকার গভর্ণমেণ্টের নিকট এ ধরনের একটি আবেদন পাঠাইতে দোষ কিছু নাই। তাঁহার বরখাস্তের হুকুম কোনও ক্রমে রদ করাইতে পারিলে তাঁহার নামে যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে উহা অন্ততঃ মুছিয়া যাইবে।

আমি জানি আজকাল কর্পোরেশনে চাকুরী জোগাড় করা কি কঠিন ব্যাপার—তাই ইহার সহিত যদি রাজনৈতিক কারণ জড়িত না থাকিত তাহা হইলে কোনও প্রার্থীর জন্য এরূপ আগ্রহ আমি প্রকাশ করিতাম না। অতএব অমূল্যবাবুর বিষয়টি সম্বন্ধে C. G. O-কে বার বার বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যতদিন না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়।

আপনি এ বিষয়ে মেয়র বা সুকুমারবাবু কিংবা কর্পোরেশনে আমাদের ঘনিষ্ঠ মহলের যে কোনও সদস্যের উপর আস্থা রাখিতে পারেন। যদি দরকার মনে করেন মেজদাদাকেও বলিতে পারেন। যদি মনে করেন যে, এ বিষয়ে কাহাকেও পত্র লিখিয়া আমি কিছু করিতে পারি তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন। অমূল্যবাবু সম্বন্ধে আমাকে কোনও পত্র লিখিতে হইলে উহা সীল করা রেজেস্ট্রিকৃত খামে পাঠানোই শ্রেয়; কারণ এখানে মাঝে মাঝে আমার পত্র খুলিয়া দেখা হইতেছে।

পরিশেষে আমি এই আশা প্রকাশ করিতেছি যে, আপনি এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ইতি-পূর্ব্বে দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির বাবু অনিলচন্দ্র বিশ্বাস সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়াছি।

এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি এবং শরীর ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছে। আপনি মাঝে মাঝে আমাকে পত্র লেখেন না কেন? বর্ত্তমানে কর্পোরেশনের সহিত আমার প্রায় একরূপ কোনও যোগা-যোগই রাখা সম্ভব হইতেছে না।

আপনার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন অমূল্যবাবু সম্বন্ধে—তিনি কিরূপে আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন—সব কথাই খুলিয়া বলিব। কিন্তু পত্রে ইহার অধিক আর কিছু লেখা সম্ভব নয়। যদি আপনি আমাকে সাধারণ ডাকে পত্র দেন, তাহা হইলে অমূল্যবাবুর বিষয়টি Second Case ও অনিল বিশ্বাস প্রথম—অনুগ্রহ করিয়া এই ভাবে উল্লেখ করিবেন।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের বিষয় কিছু প্রকাশ করিবেন না। আশা করি সকলে ভাল আছেন। ব্রজবাবুর সংবাদ কি?

গভীর শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

আপনার একান্ত সুহৃদ

সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৩০

কেলসল লজ

শিলং

২৫।৭।২৭

সেন্সর কর্তৃক পরীক্ষিত

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি, বেঙ্গল।

২৮।৭।২৭

প্রিয়বরেষু,

সত্যেনবাবু, আপনার ৫ তারিখের পত্রটি আমার হস্তে আসিয়া পৌঁছিল ১৭ তারিখে এবং দেখিলাম দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ও তৃতীয় পৃষ্ঠার অর্ধাংশ নিখোঁজ।

কয়েকটি বিশেষ কারণ বশতঃ অনেক চিন্তার পর শিলংকেই আমরা স্থান হিসাবে নির্ব্বাচন করি। এই স্থানটি চেরাপুঞ্জির নিকট অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বৎসরের এই সময়টিতেও দার্জ্জিলিঙ অথবা কার্সিয়াঙের মত বর্ষণমুখর নয়। যাঁহারা এই সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছেন—এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই মতৈক্য জানাইয়াছিলেন, এখন আমিও সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি যে তাঁহাদের ধারণা অভ্রান্ত। তদুপরি এখানে সকালে বা সন্ধ্যায় বৃষ্টিপাত হইলেও পরবর্ত্তী সন্ধ্যা ও সকাল যথেষ্টই ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর থাকে। প্রকৃতি থাকেন প্রসন্ন, কিন্তু দার্জ্জিলিঙ বা কার্সিয়াঙে এমনটি ঘটে না। শিমলা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অবশ্য ইহাদের তুলনায় বর্ষণমুখর নয় কিন্তু আমার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অতদূর ভ্রমণ আমার পক্ষে বিধেয় নয় বলিয়াই আমার চিকিৎসকবৃন্দ অভিমত দিলেন। শিলংই এ ক্ষেত্রে প্রকৃতই যথার্থ স্থান কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিব না। পূর্ব্বে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু এখন স্বীকার করিতে বাধা নাই

যে সংশয়গুলি অমূলক। দেখিতেছি স্থান নির্ব্বাচনে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নাই। ইহার নেপথ্যে কর্ণেল কেলসলের নামের কিছু রহস্যময় প্রভাব বিদ্যমান-এই মর্ম্মে আপনি যে ধারণা পোষণ করিয়াছেন তাহা সম্ভব বলিয়া আমারও মনে হয়।

আমার চিকিৎসক অগ্রজ এবং ডাক্তার বিধান রায় উভয়েই এখানে ছিলেন। ডাঃ রায় সেদিন চলিয়া গেলেন। আমি স্থির করিয়াছি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না করিতেছি ততক্ষণ কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিব না। যদিও এখন ইহা স্থির করিয়াছি বটে তবে, ইহাও আপনি আশা করি উপলব্ধি করিবেন যে কর্ম্মহীন অবস্থায় দিনাতিপাতের জ্বালাও কিছুমাত্র কম নয়।

চক্রবর্ত্তী, ঘোষ ও গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ত্রয়ের অসুস্থতার সংবাদে উদ্বিগ্ন রহিলাম। তবে ইহাও বুঝি যে, এ বিষয়ে আমি একান্ত নিরুপায়।

যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম তখনই আমার রেশমী লুঙ্গি ম্যাণ্ডেলে হইতে ফেরৎ পাইয়াছিলাম। ইহা আমি আশাই করি নাই এবং সেইরূপ চিন্তা করিয়া তথায় আমার পরিচর্য্যাকারী বন্দী মং টিনকে দান করিয়া আসিয়াছিলাম। এ বিষয়ে আমি তথাকার তত্ত্বাবধায়ককে বলিয়াই আসিয়াছিলাম যে মং টিনের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ লুঙ্গিটি যেন তাহাকে দেওয়া হয়। অথচ সেই লুঙ্গিটি আমাকেই ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। লোকটি যখন মুক্তিলাভ করিয়া বিষয়টি জানিতে পারিবে তখন সে যে কি পরিমাণে আশাহত হইবে ইহা ভাবিয়া আমার মন যথেষ্ট ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। লুঙ্গিটি আমি ইচ্ছা করিয়াই মং টিনের জন্য রাখিয়া যাইতেছি···ম্যাণ্ডেলে পরিত্যাগের পূর্ব্বে এই কথাটি কি আপনাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম? আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ঐ লুঙ্গি পুনরায় মং টিনের জন্যই ম্যাণ্ডেলে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। যতদূর মনে পড়ে উহার সহিত একটি পুস্তকও পাইয়াছি কিন্তু পুস্তকটির নাম কিছুতেই মনে

করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি পুস্তকের নামটি পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে এখানেই আমার সংগ্রহ দেখিয়া মিলাইয়া লইতে পারি যে উহা আমার নিকট এখানে আছে কি না।

হ্যাঁ, ভাল কথা, মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থগুলি এবং দুই খণ্ডের "বিবিধ প্রবন্ধ" সহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি কি ফেলিয়া আসিয়াছি? বইগুলি যদি ওখানেই থাকে তাহা হইলে আমার মনে হয় যে উহা সুরেনবাবুর কাছে থাকিতে পারে। অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে তাঁহাকে একটু জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জানাইতে অনুরোধ করি।

সি আই ডি বিভাগের ডি আই জি অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমোদন করায় গত ২২শে তারিখে "ফরোয়ার্ড"-এর বর্ত্তমান বর্ষের দেশবন্ধু সংখ্যার একটি কপি আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। ডঃ টেগোরের কোন অনুগামী দ্বারা পরিচালিত "বিচিত্রা" নামক সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্রিকা পাঠানোর সম্পর্কে ডি আই জি-র নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। উহার প্রথম সংখ্যাটি আমার নিকটেই আছে, প্রয়োজনীয় অনুমতি পাইলেই উহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

বর্ত্তমানে আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। আমার মধ্যম অগ্রজ (ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য) এখানে সপ্তাহকালের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে ফিরিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্যদের নিকট হইতে পত্র পাইলে যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ লাভ করিব এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে তাঁহারা লিখিলে সেই পত্রের উত্তর অবশ্যই দিব। বর্ত্তমানে আমি পৃথকভাবে তাঁহাদের কাহাকেও লিখিতেছি না, তবে আমি আশা করি যে এ জন্য তাঁহারা কিছু মনে করিবেন না।

সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে আপন অনুগামীদের নিকট লিখিত বিপিনবাবর পত্রটি দেখিলাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমি ক্রমশঃই আরোগ্যলাভ করিতেছি এবং ইচ্ছা আছে আরও কিছু অধিককাল এই স্থানে অতিবাহিত করিব।

সকলের উদ্দেশে আন্তরিক শুভ কামনা নিবেদন করি।

আপনার গুণমুগ্ধ

সুভাষচন্দ্র বসু

এস সি মিত্র মহাশয়, এম এল এ

পুনশ্চ :

আমি কলিকাতায় থাকাকালীন আপনার উদ্দেশ্যে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিনের এক-একটি কপি পাঠাইয়াছিলাম। আপনি কি সেগুলি পাইয়াছিলেন? সেগুলি জেল তত্ত্বাবধায়ককে পাঠানো হইয়াছিল।

এস. সি. বি.

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবীকে লিখিত

১৩১

Kelsall Lodge

Shillong

৩০।৭।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

পূর্ব্বের পত্রে আমি ধৃষ্টতাবশতঃ আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আপনি আমার সে চাপল্য স্নেহগুণে ক্ষমা করিয়াছেন। ধৃষ্টতা আমার অনেক আছে—তাহা না হইলে অসাধ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা কোথা হইতে পাইব? আমরা যে লক্ষ্মীছাড়ার দল।

আমরা যে মা-র মুখপানে এখনও তাকাইয়া আছি, এটা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুন নয়। আত্মবিশ্বাস আমাদের

যথেষ্ট আছে—বোধ হয় একটু বেশীই আছে। তবুও আমরা মা-কে চাই কেন? তার কারণ এই যে মা-কে বাদ দিয়া কোনও পূজাই হয় না। আমাদের সমাজের ইতিহাসে যখনই বিপদ-আপদ জুটিয়াছে তখনই মা-র আবাহন আমরা করিয়াছি। আমাদের অন্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা লইয়াই মাতৃমূর্ত্তি রচনা করিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' গান লইয়া আমাদের জাতীয় অভিযান শুরু হইয়াছে। তাই আজ এমনভাবে মা-কে ডাকিতেছি—কিন্তু পাষাণীর হৃদয় কি গলিবে না?

সন্তান বলিয়া যখন নিজের কাছে নিজের পরিচয় দিতেছি তখন যেন আমার দ্বারা মা-র নাম কলঙ্কিত না হয় সেই আশীর্ব্বাদই করুন। মা-র উপযুক্ত সন্তান হইব—এত বড় স্পর্দ্ধা আমার নাই।

যে কণ্টকময় পথে চলিয়াছি শেষ পর্য্যন্ত যেন এমনই ভাবে চলিয়া যাইতে পারি—সেই আশীর্ব্বাদ করুন। সন্ন্যাসের শূন্যতার মধ্যে যেন জীবন শুকাইয়া না যায়; এই শূন্যতার মধ্যে যে অমৃত লুক্কায়িত আছে তার সংস্পর্শে যেন জীবনটা মঙ্গলের দিকে ফুটিয়া উঠে—সেই আশীর্ব্বাদ চাই। আপনার আশীর্ব্বাদের মূল্য আমার কাছে কত—তাহা কি বলিতে হইবে?

একদিকে আমার ধৃষ্টতার যেমন অবধি নাই, অপরদিকে নিজের অযোগ্যতার চিন্তা আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করে। এই Conflictটা কাল্পনিক নয়—বাস্তব সত্য। ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" তবুও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়, ভয় হয়—বুঝি, দেশ যা চায় তাহা দিতে পারিব না। বুঝি, বামন হইয়া চন্দ্রমা স্পর্শের চেষ্টায় মাঝ গঙ্গায় ভরাডুবি হইয়া মরিব। মা, তুমি কি আমায় অভয় বাণী শুনাবে?

আর একটা কথা বলিব—অনেকদিন বলিব বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই। সন্তানের একটা কর্ত্তব্য আছে—একটা অধিকার আছে। সেবা-র অধিকারে কি চিরকাল বঞ্চিত হইব? চিরকাল কি 'পর'

হইয়া থাকিব ? এই অসীম বিশ্বের মধ্যে মানুষের গড়া ক্ষুদ্র সংসারটাই কি সবচেয়ে বড় সত্য ?

আপনার দিবার অনেক কিছু আছে—দেশ এখনও তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এটা আমার মনগড়া কথা নয় - দেশের প্রাণের কথা। তবে আপনার দেয় আপনি দিবেন কি না—তার মীমাংসা আপনার হাতে। দেশ যাহা আশা করিতেছে তাহা যদি না পায় তবে দেশেরই দুর্ভাগ্য—এ ছাড়া আর কি বলিব।

আপনি লিখেছেন—"নবীনের প্রবীণের চিন্তাসূত্র—কর্ম্মধারা এক নয়।" এ কথা সত্য কিন্তু তথাকথিত নবীনদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ পাওয়া যায়—এবং তথাকথিত বৃদ্ধদের মধ্যে অনেক তরুণ পাওয়া যায়। তরুণেরা যদি আপনাকে তাদেরই একজন মনে করে—যদি তাদের নেতৃত্বের ভার আপনাকে দেয়, তবে তাতে আপনার আপত্তির কারণ কি আছে ?

আমি কলিকাতায় আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—তার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তার মীমাংসা এই যে আপনি যদি আমাদের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ না করেন তবে বাঙ্গলাদেশে এমন কেহ এখন নাই যাঁকে আমরা অন্তরের সহিত নেতা বা নেত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোনও সভায় সভাপতির কাজ চালাইবার জন্য কাহাকেও বরণ করিলে তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তেমন নেতা বাঙ্গলাদেশে অনেক আছেন—কিন্তু প্রকৃত নেতা—যাঁর কাছে, হৃদয় সহজেই ভক্তিতে আনত হইয়া পড়ে—আজ বাঙ্গলাদেশে বিরল। যদি আপনাকে আমরা না পাই তবে এই লক্ষ্মীছাড়ার দলকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার রাস্তায় চলতে হবে। আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের নিকট অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা তদপেক্ষা বেশী কিছু চাই।

আমরা এখানে একপ্রকার ভাল আছি। আমার বোনের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মা একরকম ভালই আছেন। আমার শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে—তবে weight তেমন বাড়িতেছে না। অবশ্য

আমি ওজন বাড়াটা চাই না—কিন্তু ডাক্তারদের তার উপর খুব ঝোঁক। প্রত্যহ বৈকালের দিকে বেড়াতে যাই—এবং হাঁটাও হয়।

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর শরীর খুব খারাপ দেখেছিলাম। তিনি এখন কেমন আছেন? মিনু-রা ভাল আছে তো? অন্যান্য সকলের কুশল সংবাদ দিবেন। জষ্টিস্ দাস কেমন আছেন?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

পুনঃ—সেদিন মা-র কাছে শুনিলাম আপনি স্বপ্নে একটা ঔষধ পেয়েছিলেন—আমার অসুখের জন্য—অথচ আপনি আমাকে সে ঔষধ দেন নাই বা সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুনে আমার খুব রাগ হয়েছে। চিরকাল কি পর করে রাখবেন? আপনি জানেন যে, যে কোনও ঔষধ আপনি দিলে আমি সাগ্রহে এবং ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতাম।

বিভাবতী বসুকে লিখিত

১৩২

সহায়

কেলসল লজ

শিলং

৩৮।২৭

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২৮শে জুলাই-র পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে কয়েকদিন যাবৎ দিনরাত বৃষ্টি হয়েছে—আজ একটু পরিষ্কার আকাশ পেয়ে আমরা সকলেই বেড়াতে গিছলুম। আপনার শরীর এখন কি রকম আছে? মেজদাদার শরীর এখন কি রকম? আমার অনুরোধ

জানাবেন, যেন বেশী রাত্রে খাওয়াটা বন্ধ করেন। আমি যে কয়দিন কলকাতায় ছিলুম খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে অনিয়ম দেখতুম। আমি নিজে বোধ হয় এত অনিয়ম কখনও করিনি। আর একটা অনুরোধ জানাবেন, যেন সেপ্টেম্বর মাসটা বিশ্রাম করেন। টাকার চেয়ে স্বাস্থ্য বড়—যদিও এখন টাকার খুব বেশী দরকার। তাঁর অবস্থা হচ্ছে যাকে ইংরাজীতে বলে—he cannot afford to get ill—আমার মত তো আর vagabond নন, যে বাঁচলুম কি মরলুম তাতে কিছু এসে যায় না।

পলি ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে—তবে বড় ধীরে ধীরে উপকার হচ্ছে। মিস্ হার্মেন আজ অনেক দিন পরে তাকে দেখে বল্লেন যে বেশ উপকার হয়েছে। এক মাইল আন্দাজ হাঁটাও হয় যেদিন বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়। তার মনটাও আজকাল ততটা বিমর্ষ নয়—শিশুকে পড়ান নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। পলির জন্যে আপনার সমবেদনা দেখে আমি বড় খুশী হয়েছি।

মা-র হাতের আঙ্গুলটা কষ্ট দিচ্ছে—fomentation দিয়ে বিশেষ উপকার হয়নি। বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত পাকবে।

বীর আজকাল বিশেষ গোলমাল করে না। ড্রাইভার বরাবরই ঠিক মত কাজ করছে। ছোটখাটো মেরামত গাড়ীতে করতে হয়েছে। তাতে জুন ও জুলাই মাসের বিল ৩০ টাকা দাঁড়িয়েছে। গাড়ী আজকাল ভালই চলছে।

ফলের পার্শ্বেল আমরা কাল পেয়েছি—মোটের উপর ফলের অবস্থা ভালই। ললিত (ননীর স্বামী) আবার ফলের পার্শ্বেল তাঁর একজন বন্ধু মারফৎ পাঠিয়েছেন—কাল আমরা পেয়েছি।

আপনি যে কর্ত্তব্যবোধে কলিকাতায় গেছেন—তাতে আমি সুখী হয়েছি। আমি গোড়া থেকেই মনে করেছিলুম যে আপনার এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। তাই আপনাকে বার বার বলেছি এবং মেজদাদাকে লিখেছি—যাতে কোনও প্রকার সঙ্কোচ না বোধ করেন।

আমার সুবিধার জন্য আপনি যদি কর্ত্তব্যহানি করে বা নিজের কষ্ট করে এখানে থাকতেন তাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হতুম। আমি যে রাস্তায় চলেছি তাতে নিজের সুবিধা বা সুখের জন্য কাহাকেও কষ্ট বা অসুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে মহাপাপ। আদর্শটা বড় কঠিন তা আমি জানি এবং আমার জন্য অপরের যে অসুবিধা ও কষ্ট হয়, তাহা সব সময়ে নিবারণ করা যায় না—তবুও সাধ্যমত আমাকে এই আদর্শটা সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে।

টাকা সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি যা লিখে-ছিলুম সে কথাও ঠিক। টাকা যে রোজগার করবে তার পক্ষে "টাকা মাটী, মাটী টাকা"—এই ভাব হৃদয়ে রাখা ভাল। তা' হ'লে মানুষ স্বার্থপর বা কৃপণ কখনও হবে না.। কিন্তু আমার দিক থেকে এ কথা বলা খাটে না'।• আমার কাছে প্রত্যেক টাকাটীর মূল্য খুব বেশী। যে টাকাটী আমার নিজের জন্য ব্যয় করি, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় যে ঐ টাকা অপরের জন্য ব্যয় করতে পারলে আমি বেশী সুখী হতুম। এ ভাব যেতে পারে না—এবং বোধ হয় যাওয়া উচিত নয় (অবশ্য আমি এখানে আমার দিক থেকেই বলছি—আপনার দিক থেকে নয়)। নিজের টাকাটা নিঃশেষে জনহিতের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে—এইটা যখন আদর্শ করেছি তখন কোনও প্রকার স্বার্থপরতাকে যদি মনের মধ্যে স্থান দিই তা হলে তো আমি ভরাডুবি হব। এ সব কথা বলা বা লেখা সত্ত্বেও আমি যথেষ্ট স্বার্থপর এবং নিজের জন্য আমি অনেক কিছু করি। তার কারণ একদিনে আদর্শে পৌঁছান যায় না এবং স্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে অনেকদিন ধরে সাধনা করা চাই।

ন-বৌদিদি যদি নিজের অসুবিধা করে বা ন-দাদার অসুবিধা করে আমাদের জন্য এখানে আসতেন, তাতে আমি মোটেই সুখী হতুম না। তবে যদি ছায়ার বা রাধুর জন্য বা নিজের একটু হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আসতেন তাতে সুখী হ্‌তুম—সে কথা বলা বাহুল্য। আমাকে সর্ব্বদা সকল রকম অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং

এর জন্য বহুদিনের অভ্যাস চাই। তা' না হ'লে হঠাৎ একদিন বিপদ যখন আসবে তখন তো মন ঠিক রাখতে পারব না। আমি অতি অধম, অতি দুর্ব্বল ছিলুম ; গত ১৬।১৭ বৎসর নিজের মনের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে যা-কিছু সংগ্রহ করেছি। এ সংগ্রামের বোধ হয় শেষ নাই, কারণ মনের উন্নতিরও কোনও শেষ নাই—যত উঁচুতে ওঠা যায়, আরও বেশী উঁচুতে উঠতে ইচ্ছা হয়। ফলে যুদ্ধ চলতেই থাকে।

যাক্ অনেক বাজে বকলুম, কিছু মনে করবেন না। পাগল আমি নই, তবে যদি মনে করেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। একটু-আধটু ছিট না থাকলে চলবে কেন? একেবারে স্থিরমস্তিষ্ক হওয়াটা কি ভাল !

আমার জন্য কোনও চিন্তা নাই, বেশ আছি। পলি বোধ হয় একটু একলা পড়ে গেছে। সমবয়সী কেহ নাই। . .

রাঙ্গা মামাবাবুর আসা সম্বন্ধে কিছু স্থির হলে আমাকে জানাবেন এবং অশোককে বলবেন বইগুলি পাঠিয়ে দিতে।

ওজনের কলের ভাঙ্গা অংশটা মেরামত হয়ে এসেছে। কিন্তু আগেকার মত ঠিক record হয় না। ২।৪ পাউণ্ড এদিক-ওদিক হয়। মেজদাদাকে বলবেন যে আমার এখনকার ওজন ১৪৪-১৪৬; কলিকাতা থেকে যখন আসি তখন ছিল ১৩৪ পাউণ্ড।

"Mother" বইটা আমার আর একবার পড়ার ইচ্ছা আছে। যদি লোক মারফৎ পাঠাবার সুবিধা হয় তো পাঠিয়ে দিবেন। ঐ বই-এর একটা সমালোচনা লিখবার ইচ্ছা আছে।

যে প্রশ্ন নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছিলুম—তার মীমাংসা হয়ে গেছে।

আপনারা যখন কলিকাতায় যান তখন শান্তাহার ষ্টেশনে সাহা মহাশয় কি বাবার দুধ এনেছিলেন? এ বিষয়ে আপনারা কেহ লেখেন নাই। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। এখানে থাকার সম্বন্ধে আমার মত এই।

(১) যদি প্রয়োজন হয় তবে এই মাসের ২০।২২ তারিখ নাগাদ কলিকাতা যাব—কাউন্সিলের জন্য। কাউন্সিল শেষ হয়ে গেলে কলিকাতা ছেড়ে কোথাও যাব।

(২) আপনারা সকলে যদি সেপ্টেম্বর মাসে শিলং-এ আসেন তবে আমি শিলং ফিরে আসব। তারপর সেপ্টেম্বরের শেষে (অথবা সুবিধা হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি) আমরা সকলে একসঙ্গে কলিকাতায় নেমে যাব।

(৩) আপনি ও ছেলেরা না এলে মেজদাদা বোধ হয় একলা এখানে আসবেন না। উনি বলবেন—আমার Change দরকার নেই—শরীর বেশ ভালই আছে—সুতরাং কলিকাতায় থেকে কিছু টাকা রোজগার করি। আপনি যদি বলেন যে ছেলেমেয়েদের Change দরকার, তখন উনি সহজে কথা কাটাতে পারবেন না। যদি Vacation-এর মধ্যে টাকা রোজগার করা বিশেষ দরকার হয়, তবে সেপ্টেম্বর মাস এখানে কাটিয়ে উনি অক্টোবর মাসটা কলিকাতায় থাকতে পারেন। কিন্তু একমাস বিশ্রাম অন্ততঃপক্ষে তাঁর নেওয়া একান্ত দরকার।

(৪) আপনারা এলে বড়দাদা বৌদিদি প্রভৃতিও আসতে পারেন। আপনাদের ঘর তো খালি পড়ে আছে—আপনারা এসে দখল করলেই পারেন। বড়দাদা বৌদিদি আমার ঘরে থাকবেন। আমি বড় ছেলেদের (যেমন অশোক, অমি) নিয়ে Cottage-এ থাকতে পারি—তাতে আমার Cottage দখল করবার সুযোগ হবে।

(৫) যদি কলিকাতা থেকে সেপ্টেম্বর মাসে কেহ না আসেন তা হলে Council-এর শেষে আমার এখানে ফিরবার ইচ্ছা নাই। তা হলে আমি বরং কটক পুরীর দিকে যাব।

(৬) যদি কাউন্সিলে যাওয়া না হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে কেহ না আসেন তা হলে আমরা সকলে (এখন যাঁরা এখানে আছেন) এই মাসের শেষে নেমে যেতে পারি।

অনেক কথা লিখলুম। আমার শরীর ক্রমশঃ ভালই হচ্ছে। পেটের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল। রাত্রে এখন লঘু আহার করি—যেমন Benjers food, toast ইত্যাদি।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ।

শ্রীসন্তোষকুমার বসুকে লিখিত

১৩৩

কেলসল লজ

শিলং

৬।৮।২৭

প্রিয়বরেষু সন্তোষবাবু,

অনুগ্রহ করিয়া আপনি ২ তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন উহা আজ সকালে পাইয়াছি।

আমি আনন্দিত যে, আপনি দুইটি বিষয়েই গভীর আগ্রহের সঙ্গে দৃষ্টি দিয়াছেন। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে সতর্ক হইতে হইবে এবং চাপ দিয়া কাজ হাসিল করিতে হইবে। মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী লোক কেমন আপনি জানেন। আপনি যে লোকের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহার নিয়োগপত্র, তাঁহাকে দিয়া সহি করাইয়া লইতে হইবে। অবশ্য তাঁহার অসুবিধাও আছে অনেক—অনেক প্রভুর মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যতক্ষণ না আপনি চাপ দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইতেছেন ততক্ষণ আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

দ্বিতীয় দরখাস্তকারী পত্রে জানাইয়াছে যে, দুইটি পদ খালি আছে—Stock Verification Officer (মাহিনা ১৫০-২০০) ও Market Superintendent of Entally। সে অবশ্য শেষোক্ত পদে সরাসরি নিযুক্ত হইতে পারে না। Market Inspector-এর পদে

তাহাকে ঢুকিতে হইবে যাহা, আমার মতে, খুব খারাপ চাকুরী নয়। যদি আপনি কিছু করাইয়া লইতে চান তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া মিঃ জে-সি-র ঘরে গিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া থাকুন যতক্ষণ না কার্য্যোদ্ধার হয়। যদি তাঁহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, তিনি কিছুই করিবেন না।

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে বলিতে পারি, E.G.P. Committee-র নিকট যখন উহা বিবেচনার্থ আসিবে তখন অনুগ্রহপূর্ব্বক teachers training certificate সংক্রান্ত ধারাটি বাদ দিয়া দিবেন।

আপনার পরবর্ত্তী পত্রের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিব। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি (যখন কলিকাতায় আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল), কর্পোরেশনের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় আপনার নিকট আমি কি আশা করি। উহা বলার কারণ এই যে, আমি বিশ্বাস করি, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে আপনার ঐকান্তিক চেষ্টার অভাব হইবে না। উপরন্তু, আমার প্রত্যাশা এই যে, ভবিষ্যতে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনি আত্মনিয়োগ করিবেন।

আমার শরীরের বেশ উন্নতি হইতেছে, তবে খুব দ্রুত নয়। সন্ধ্যার দিকে মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া আসি এবং একটু একটু বেড়াইতেছি। ওজনও বাড়িয়াছে ও শরীরে কিছুটা বল পাইতেছি। তবে হজমের গোলমালটা এখনও কষ্ট দিতেছে। আশা করি ধীরে ধীরে উহা সারিয়া যাইবে।

আপনারা সকলে ভাল আছেন বোধহয়।

গভীর শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষচন্দ্র বসু

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৩৪

কেলসল লজ

শিলং

৭ই আগষ্ট, ১৯২৭

প্রিয়বরেষু সত্যেনবাবু,

এস. এস. ইলিউজা হইতে লিখিত আপনার ২রা আগষ্টের পত্রখানি পাইয়া যে কি আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ম্যাণ্ডেলে হইতে আপনার যাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। তথাকার বন্ধুদের বিবরণাদিও জানিতে প্রবল ইচ্ছা পোষণ করি। "ফরওয়ার্ড"-এর ৬ই তারিখের মফঃস্বল সংস্করণে বর্মায় অবস্থিত বাঙালী রাজবন্দীদের বিষয় একটি বিজ্ঞপ্তি দেখিলাম।

ম্যাণ্ডেলে ত্যাগের পূর্ব্বে আমার ২৫শে জুলাই তারিখের পত্রটি আপনি পাইয়াছেন কি? ম্যাণ্ডেলের কারাগার হইতে আমাকে লিখিত আপনার পত্রটি আমার নিকট আসিল খণ্ডিত অবস্থায়। ...পৃষ্ঠার নিম্নভাগ এবং তৃতীয় পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধভাগ দেখিলাম অদৃশ্য।

রাজবন্দীদের জন্য প্রতিনিধিস্বরূপ এ্যাসেম্বলির অধিবেশনগুলিতে আপনি যোগদান করুন ইহা আমার বিশেষ ইচ্ছা। আমরা ঐ অধিবেশনে এক বেগবান বিতর্কের প্রত্যাশা করিতেছিলাম; এখন আপনার মুক্তি পুঞ্জীভূত গভীর ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম করিবে বলিয়াও কিঞ্চিৎ আশা হয়। সেখানে আপনার উপস্থিতি জনগণের দাবীকে আরও দৃঢ় করিয়া তোলা এবং বিরোধী পক্ষকে আরও সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করিয়া তোলা উচিত। আপনি যদি ঐ অধিবেশনে যোগ দেন তাহা হইলে সেখানে আপনার ভাষণ দান অবশ্য বিবেচ্য। সেই প্রসঙ্গে আপনার ভাষণটি যতদূর সম্ভব মূল্যবান, সারগর্ভ ও বক্তব্য-

বহুল হওয়া সবিশেষ বাঞ্ছনীয়। যদি মৌখিক ভাষণ দানে অসুবিধা থাকে তাহা হইলে লিখিত ভাষণ পাঠ করারও কোন অসুবিধা নাই।

রাজবন্দীদের সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি মোটের উপর, এ্যাসেম্বলিতে উত্থাপিত হইবেই। অন্ততঃ দুটি মাস আপনার অশেষ ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হইবে। ঐ সময়ে দর্শনার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত প্রবাহিত হইবে। আমার আশঙ্কা হয় তাহার মধ্যে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগীয় বন্ধুগণও ছদ্মবেশে থাকিতে পারেন। তাহারই মধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক সময় করিয়া লইয়া চিন্তা করিয়া ভাষণটি রচনা করিবেন। যত সময় এবং যত্ন আপনি ব্যয় করিবেন ফল তত ভাল হইবে জানিবেন।

আমি এখন এখানে থাকার জন্য অধিবেশনের পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না জানি না, তবে, আপনি যদি কোন প্রকারে সময় করিয়া একবার শিলঙে আসিতে পারেন তাহা হইলে, বলা বাহুল্য এক বিপুল সমাদর আপনার জন্য অপেক্ষা করিবে।

সময়মত আপনার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ও গতিবিধি জানাইবেন। আমাদের শান্তি সংস্থাপনের কার্য্য করিতে হইবে। যত বৈষম্য, বাধা, পার্থক্য যথাসাধ্য দূরীভূত করিতে হইবে।

আশা করি কুশলে আছেন। আমি ক্রমশঃই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছি।

আপনার স্নেহধন্য

সুভাষ

পুনশ্চ :

ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষ যে সচরাচর আমার চিঠিগুলির প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, আমাকে লেখার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই কথাটি ভুলিবেন না। ফরওয়ার্ডের দেশবন্ধু সংখ্যাটি—যাহা আপনাকে আমি ম্যাণ্ডেলে পাঠাইয়াছি। তাহা পাইয়াছেন কি? এস সি বি

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

১৩৫

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শিলং

১১-৮-২৭

পরম পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ৫ই তারিখের পত্র ৮ই তারিখে পেয়েছি। খামের উপর "1 P. M" ছাপ রয়েছে তবুও সেইদিনকার মেল-গাড়ী ধরতে পারে নাই। আপনি কাহাকেও দিয়ে খবর নেবেন—আসাম মেল ধরবার জন্য কয়টার মধ্যে এলগিন রোড পোষ্ট অফিসে চিঠি ছাড়তে হয়। G. P. O. তে ২টার মধ্যে চিঠি ছাড়লে সেইদিনকার মেল ধরতে পারে।

এই মাসে খুব বৃষ্টি হয়েছে—মধ্যে মধ্যে আমাদের বেড়ান বাদ গেছে। তা সত্ত্বেও পূর্ব্বে যেরূপ খারাপ বোধ হ'ত, ঘরে বন্ধ থাকলে—এখন সেরূপ মনে হয় না।

আপনি নিজের সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করেননি দেখছি। মনে হচ্ছে যে আপনার কলিকাতা ছাড়বার তত ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমি বলি—বাড়ী তো আর পালিয়ে যাবে না। বাড়ী যখন একবার খাড়া হয়েছে তখন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। বাড়ী গোছ করবার অনেক সময় পাবেন—তার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

মা-র হাতের আঙ্গুল এখনও কষ্ট দিচ্ছে। মা বলছিলেন যে পলি যতদিন থাকবে ততদিন তাঁকে বোধ হয় থাকতে হবে।

Benjers food খেয়ে আমার পৈটিক অবস্থা ভাল আছে। ওজনের কলটা ঠিক হয়েছে—তবে আগেকার মত একেবারে সঠিক record হয় না। এখানে আসার পরে ওজন কিছু বেড়েছে। পলির শরীর আজকাল একটু ভাল বোধ হচ্ছে এবং মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। বিশ্ব ভাল আছে।

আপনাদের সকলের শারীরিক কুশল জানাবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

সেবক

সুভাষ

১৩৬

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শিলং

(১৯২৭)

*   *

ছেলেরা এখানে থাকলে বোধ হয় শরীরটা আর একটু সারতো। তবে গিয়ে ভালোই হয়েছে—পড়াশুনার ক্ষতি হবে না। আমার শুধু মনে হয় যে এই যে এত টাকা ব্যয় হচ্ছে এখানকার জন্যে এর আরও একটু সদ্ব্যবহার হ'লে ভাল হ'ত—অন্ততঃ তাতে আমি একটু সুখী হতুম। নিজের জন্য এত টাকা ব্যয় হবে এই চিন্তা আমাকে কাঁটার মত বিঁধে—হয় তো এটা আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু স্বভাব তো সহজে বদলান যায় না।

সারাভাইরা (অম্বালাল সারাভাই) ১৭ তারিখে রওনা হয়েছেন ষ্টীমারে। বোধ হয় পঁচিশে নাগাদ পৌঁছাবেন। যদি তাঁদের একবার চা-এ নিমন্ত্রণ করতে পারেন তা' হলে ভাল হয়। তাঁরা বোধ হয় ২।১ দিনের বেশী থাকবেন না। আমি বিধানবাবুকে বলেছি যেন একবার সেবাসদনটা তাঁদের দেখান।

ছেলেদের সকলকে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তে দিবেন। যোগীনবাবুর সংস্করণগুলি বোধ হয় সবচেয়ে, ভাল। তিনি আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের প্রাচীন ভাষা তর্জ্জমা করেছেন এবং কবিতার আকারে লিখে গেছেন—

সুতরাং ছেলেদের পক্ষে পড়া খুব সহজ। মহাভারত ও রামায়ণ আমাদের সভ্যতার মূলভিত্তি, একথা আমি যত বড় হচ্ছি তত বুঝতে আরম্ভ করেছি। দুঃখের বিষয় যে মহাভারত ও রামায়ণ আগাগোড়া ভাল করে কোনও দিন পড়লাম না।

অশোককে আমি বলেছি যে কতকগুলি বই যাহা আমার দরকার—যেন আলাদা করে রাখে। কোনও লোক মারফৎ পাঠানর যদি সুবিধা কখনও হয় যেন পাঠিয়ে দেয়। সেই বইগুলির মধ্যে বাঙ্গলা অভিধান (যা আমি রেঙ্গুন থেকে এনেছি) ও Shakespeare's Works যেন রেখে দেয়। ছোট Type-এর একটা বইতে Shakespeare-এর Complete Works আছে—আমি সেই বইটা চাই। বোধ হয় বইটা বড় বাড়ীতে আছে।

আপনার "Mother" কি পড়া শেষ হ'ল? কেমন লাগল?

আপনারা সকলে হঠাৎ চলে যাওয়াতে একটু মুস্কিলে পড়েছিলুম। খালি বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল—মনটা কেমন করে উঠল—দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল—একটু কষ্ট হয়েছিল বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বহুকাল এরূপ ভাব আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি মনে করতুম যে আমি মায়া-মমতার বাহিরে। তাই একটু ঘা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনও একেবারে মমতাহীন হতে পারিনি। এটা দুঃখের কথা কি সুখের কথা তার বিচার এখন করব না।

প্রথম আঘাতটার পর আমি চিন্তা করতে লাগলুম কেন আমার এরূপ মনের অবস্থা হ'ল। সে চিন্তা এখনও চলছে। আমার মত অবস্থা যাদের—তারা যদি একেবারে মমতাহীন হতে না পারে তবে তাদের ভাগ্যে কষ্টই বেশী জুটবে। তিন বৎসর পূর্ব্বে কারার আহ্বান যখন আসে এবং আমি শয্যা ত্যাগ করে আলীপুর জেলের দিকে রওনা হই—তখন তো একবারের তরে মন কেমন করেনি—বেশ নির্ব্বিকার ভাবে চলে গেলুম এবং আড়াই বৎসরও বেশ

নির্ব্বিকার ভাবে কাটিয়ে দিলুম। এই সময়ে জীবনের প্রতি মমতা একরকম ত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু তার জন্যও তো কোন কষ্ট হয়নি। তবে এ অবস্থা আমার কেন হল? এটা কি মনের দুর্ব্বলতা, না বয়সের প্রভাব, না বহুকাল বাড়ী ছাড়া হওয়ার পরিণাম?

এখন আবার মনটা বসতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য Company-র অভাব বোধ করি। কিন্তু তাতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় না। নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, বন-জঙ্গলের মধ্যে আলোছায়ার লুকোচুরি - ঝরনার অবিরাম কলকল নাদ—এ সব নিয়ে বেশ আছি। তাতে শরীর ও মন বেশ স্নিগ্ধ হয়। আকাশ যখন একটু পরিষ্কার হয় তখন বাহিরে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রকৃতির নীরব ভাষা আমার অন্তরে প্রবেশ করে—আর মনে পড়ে সেই কবির কথা—,

And this our life, exempt from public haunt,
Finds tongues in trees, books in the running brook,
Sermons in stones, and good in every thing.

বহুলোকের মাঝে থাকলে এ অনুভূতিটা হয়তো পেতুম না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজের প্রাণকে মিশিয়ে দেওয়া, মনটাকে সংযত করে প্রকৃতির ভাষা বুঝবার চেষ্টা করা—এটা অবশ্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তথাপি সামান্য ভাবেও তাহা করতে পারলে প্রাণটা আনন্দে ভরে যায়।

যাক্ অনেক বাজে কথা বক্‌লুম—কিছু মনে করবেন না। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি ও একত্র ঘর করে আমার মত মুখচোরা লোকও বাধ্য হয়ে বাচাল হয়েছে।

কাউন্সিলের সময়ে কি করব এখনও স্থির করি নাই। আপনাদের পূজার ছুটির Programme যখন স্থির হবে তখন আমাকে জানাবেন।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? রাত্রে ঘুম ভাল হয়—না আগেকার মতই অনিদ্রা? যন্ত্রণা গেছে তো?

আর অধিক কি লিখব। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ছেলেদের ভালবাসা দিবেন। ইতি—

সেবক
সুভাষ

চিঠিটা (খামটা নয়) সূতায় বেঁধে Seal করে দিচ্ছি। Seal কি অবস্থায় পান জানাবেন।

সুভাষ

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

১৩৭

Kelsall Lodge
Shillong
১২।৯।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনার ২রা তারিখের চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে পৌঁছবার পর আপনাকে পত্র দিয়েছি—আশা করি তাহা যথা সময়ে পেয়েছেন। এখানে আসার পর এক সপ্তাহ ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েছে—ঠিক ভরা বাদর। যা হোক্ কাল থেকে রোদ পাওয়া যাচ্ছে। এখনও আকাশে মেঘ জমা রয়েছে—সুতরাং এমাসটাও বোধ হয় অল্প-বিস্তর বৃষ্টি হবে। হজমের দোষ এখনও আছে—তা ছাড়া শরীর ভালই আছে।

সেপ্টেম্বর মাসটা এখানে আছি। অক্টোবর মাসটাও থাকতে পারি যদি বাড়ীটা এক মাসের জন্য পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায়, তবে অক্টোবরের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরব। তার পর হয় পুরুলিয়া না হয় সিজুয়া যাবার ইচ্ছা আছে। আপনি কবে পুরুলিয়া

যাবেন এবং কতদিন থাকবেন—আমাকে জানাবেন। পুরুলিয়াতে আপনার সঙ্গে আর কে থাকবেন? সুধীরবাবুরা কোথায় যাওয়া স্থির করলেন?

আপনার শরীর কেমন আছে? Heart-এর কষ্ট কি আজকাল হয়? আপনার শরীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত লিখবেন কি? ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লিখিত

১৩৮

কেলসল লজ

শিলং

২৬।৯।২৭

সোমবার

প্রিয়বরেষু,

সত্যেনবাবু, আপনার প্রত্যেকটি পত্রই আমি পাইয়াছি। প্রথমটি পাইলাম লালমোহনবাবুর মারফৎ, পরবর্ত্তী দুইটি ডাকযোগে শিমলা হইতে এবং শিমলা হইতেই আপনার ২২শে তারিখে লিখিত পত্রটি এইমাত্র হস্তগত হইল।

আমি ইচ্ছা করিয়াই আপনাকে ডাকযোগে পত্র দিই নাই। তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকটি পত্রে গোপনে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে। সাক্ষাতের কথোপকথন এবং চাক্ষুষ কথাবার্ত্তার জন্য বিশেষভাবে অপেক্ষা করিয়া আছি।

আপনার মধ্যস্থতায় ডাঃ বিপিন সেন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইতে পারেন এই মর্ম্মে যখন শোনা যাইতেছে তখন সে বিষয় আপনার এখন একবার অবশ্যই ময়মনসিংহ যাওয়া শ্রেয়। তবে ডাঃ সেন যদি

আপনার সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব না করেন তাহা হইলে সেখানে যাওয়ার ক্লেশটুকু বরণ করার প্রয়োজন নাই। ডাঃ সেনের নিকট হইতে সংবাদ লাভের পর আপনি এ বিষয়ে যাহা করণীয় তাহা স্থির করিবেন।

আমি এখানে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আছি, কারণ বাড়ীটি ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত লওয়া আছে, তাহার পর আমি কলিকাতায় যাইব। ষ্টিমার যাত্রাটি অতীব মনোরম বলিয়া আমি গৌহাটি হইতে ষ্টিমারে যাইতে পারি অথবা ট্রেনেও যাইতে পারি। এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে স্থির হইবে মেজদাদা আসিলে। আজ সন্ধ্যায় তাঁহার এখানে পৌঁছানোর কথা আছে। আমাদের যাত্রা সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও সে বিষয়ে বিশদভাবে আমি আপনাকে জানাইব, তখন আপনিও স্থির করিতে পারিবেন যে আপনি শিলং পর্য্যন্ত আসিবেন অথবা কলিকাতাতেই আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবেন।

শুনিলাম এই সন্ধ্যায় ডাঃ রায়ও আসিতেছেন। আমি যদি বুঝি যে কোন গুরুতর পরিস্থিতির জন্য বা কোন বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আলোচনার জন্য অবিলম্বে আমাদের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে জানাইব যে কলিকাতায় আমার জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে আপনি অবিলম্বে এখানে চলিয়া আসুন। এ বিষয়ে আমি যদি অগ্রণী না-ও হই, তাহা হইলে আপনার উপরেই সে ভার ছাড়িয়া দিলাম, যাহা উচিত বিবেচনা হয় করিবেন। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, এখানে আপনি সর্ব্বদাই বিশেষভাবে আমন্ত্রিত জানিবেন। যখন খুশী চলিয়া আসিবেন, শুধু উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য কেবল সময়মত সংবাদটি জানাইয়া দিবেন।

আমি সর্ব্বশ্রী শ্রীযুক্ত শাসমল, সাতকড়িপতি রায়, অবিনাশ রায়, শৈলেশ বিশি, প্রতাপ গুহরায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর সহিত আমার মুক্তিলাভের পর সাক্ষাৎ করিয়াছি। শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর সহিত আমি দুইবার সাক্ষাৎ করিয়াছি, মোটের

উপর বিভিন্ন দলের মধ্যে মতগত পার্থক্যের বিলোপ সাধনে কোন প্রচেষ্টাই বাদ দিই নাই।

যাই হোক্ যদি আমাকে ডাক বিভাগের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগসূত্র রাখিতে হয়, তাহা হইলে বন্ধ খামের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। হেতু বলা নিষ্প্রয়োজন।

হঠাৎ শেষ মুহূর্ত্তে কোন অপ্রতিরোধ্য বাধা না আসিলে আমি মাদ্রাজ কংগ্রেসে অবশ্যই যাইব।

পণ্ডিত মতিলাল ইংল্যাণ্ড হইতে ঠিক কবে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবেন তাহা আপনি জানেন কি? কংগ্রেসীদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কিত ডাঃ আনসারীর প্রস্তাবটি মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করিতেছেন কিনা সে বিষয় আপনার কিছু জানা আছে কি?

আপনার মুক্তিলাভের প্রাক্‌কালে ম্যাণ্ডেলেতে আপনার উদ্দেশে যে পত্র আমি প্রেরণ করিয়াছি তাহা কি আপনি পাইয়াছেন? আমার মনে হয় আপনার মুক্তির পর উহা আমার দ্বিতীয় পত্র। উহা যদি এখনও আপনার হাতে পৌঁছাইয়া না থাকে তাহলে সে বিষয়ে মিঃ লোম্যানকে আমি লিখিতে ইচ্ছা করি।

আমরা সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুলতা ও আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষারত জানিবেন।

আশা করি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমি ক্রমশঃই আরোগ্য-লাভ করিতেছি।

প্রীতি গ্রহণ করিবেন। আপনাদের

সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী চারখানি পত্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

১৩৯

Kelsall Lodge
Shillong
১।১০।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনার ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে এসে সব শুদ্ধ তিনখানি পত্র দিয়েছি—শেষ দুই পত্র ২নং বেলতলা রোডের ঠিকানায় পাঠিয়েছি। আশা করি সব চিঠিগুলি যথা সময়ে পেয়েছেন।

আমার শরীর মোটের উপর ভালই আছে—যদিও এখানে খুব বৃষ্টি এখনও হচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে ২।১ জনের অসুখ হয়েছে—তবে বেশী কিছু নয়। মেজদা এখানে ফিরে এসেছেন। ডাঃ রায়ও এসেছেন—গোস্বামীর আসবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসেন নাই। গোস্বামীকে আপনি বেনারসের বাড়ীর জন্য লিখেছেন—একথা ডাঃ রায়ের কাছে শুনলাম। হালদার সাহেব সপরিবারে ২।৩ দিন হল এখানে এসেছেন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি আমরা নেমে যাব—তারপর কোথায় থাকবো স্থির করি নাই। বোধ হয় বাকী মাসটা কলিকাতায় থাকব। আপনার কাছে যাবার ইচ্ছা আছে—সে কথা বলা বাহুল্য। তবে ভিড়ের জন্যই চিন্তা। এত ভিড়ের মধ্যে আমার ভাল লাগবে কি না জানি না। এখানেও ভিড়ের জন্য আমি আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করি নাই—যদিও প্রথমটা আমি সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। যাহা হউক কলিকাতায় গিয়ে স্থির করা যাবে।

বেহারের খদ্দরের সম্বন্ধে যা লিখেছেন—তা সত্য। কিন্তু শুধু সমালোচনা করলেই কি হবে? কাজে না নামলে চলবে না।

আমার নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটু ভেবে রাখবেন। দেখা হলেই প্রথম প্রশ্ন এই বিষয়ে করব। আপনার মতের যে আমার কাছে কত মূল্য তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। আপনার মত না নিয়ে আমি এখন কোনও কাজে হাত দিতে চাই না।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

১৪০

Kelsall Lodge

Shillong

১৫।১০।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনার ৬ই তারিখের চিঠি ৯ই তারিখে পেয়েছি। আমি ২নং বেলতলা রোডের ঠিকানায় ইতিপূর্ব্বে যে ২।৩ খানা চিঠি দিয়েছি আশা করি তাহা পেয়েছেন।

আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

আপনি লিখেছেন—"কোনও বিষয়ে আমার সাহায্য তোমরা আশা করো না।" একথাগুলি প'ড়ে বড় ব্যথিত হয়েছি ; ব্যথিত হয়েছি নিজের জন্য নয়, দেশের কথা ভেবে। আজ বাংলার বড় দুর্দ্দিন। Wholetime কর্ম্মীর বড় অভাব। মিঃ সেনগুপ্ত কংগ্রেসের কাজ একরকম ছেড়ে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। কিরণবাবু আমাকে নোটিশ দিয়েছেন যে অক্টোবর মাস থেকে তিনি আমার উপর বোঝা চাপিয়ে অবসর গ্রহণ করবেন। তুলসীবাবুর দেশের কাজে আর বিশেষ উৎসাহ বা আগ্রহ আমি দেখি না। Big Five-দের আপনি

জানেন ; তুলসীবাবু বাদে তাঁহারা professional লোক, সুতরাং কংগ্রেসের কাজে তাঁহারা বেশী সময় দিতে পারেন না। আপাততঃ এক বিধানবাবুই B. P. C. C.-র কাজে interest রাখেন ; কিন্তু তাঁহারও সময় অল্প। কংগ্রেসের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। দেশবন্ধুর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একজনকেও দেশের কাজে পাওয়া যায় না। আমাদের একমাত্র ভরসা আপনি—কিন্তু আপনিও সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চান। এই সব দেখে শুনে কয়েকদিন যাবৎ আমি ভাবছি—আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন যে নিজের আত্মিক অকল্যাণ সাধন করে আমাকে এই ভূতের বোঝা বইতে হবে। রাজনীতি আমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র নয় ; আমি কেবল ঘটনাচক্রে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে এসে পড়েছি। এখন এই অবসরে আমিও আমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারি। সংসারে আমার আসক্তি নাই, তাই আমি সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ করলাম না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কেন শান্তির পথ ছেড়ে নূতন সংসার-জাল রচনা করে তার মধ্যে প্রবেশ করব, তার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

দেশ আপনাকে চায়—রাজবন্দীরা আপনাকে চায়। সকলে আমাকে বার ২ অনুরোধ করেছে যেন আমি আপনাকে তাহাদের কথা নিবেদন করি। আমিও অহঙ্কারপরবশ হ'য়ে মনে করেছি যে আমি তাহাদের বার্ত্তাবহ হ'য়ে গেলে আপনি সে কথা ঠেলতে পারবেন না। ভগবান আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন। বড় আশা নিয়ে আমি জেল থেকে বাহির হয়েছিলাম, এখন দেখছি সে আশা অমূলক। যাঁহাদের উপর খুব বেশী ভরসা ছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশের কাজ করা দূরে থাকুক, দেশের সমস্যা বিষয়ে চিন্তা করতে চান না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবলে চোখ ফেটে জল আসে। কংগ্রেসের যে কঙ্কাল আজ আমাদের সামনে পড়ে আছে—এই কঙ্কালের জন্যই কি দেশবন্ধু তাঁহার অমূল্য জীবন দিয়ে গেলেন ? দেশবন্ধুর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্ম্মী অনুচর—

যাঁহারা তাঁহাকে খুব ভাল রকম চিনবার ও বুঝবার অবসর পেয়েছিলেন—তাঁহাদেরই আজ দেশের কাজে সব চেয়ে বেশী অনাস্থা। ইহারই বা কারণ কি?

দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর যাঁহারা কর্ত্তব্য অবহেলা করেছেন তাঁহাদের মধ্যে আপনি সর্ব্বপ্রধান—কারণ তাঁহার দেহ চলে গেলেও আপনার মধ্যে তাঁহার আত্মা—তাঁহার অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে। সেই আত্মার প্রতীকস্বরূপ হ'য়েও, এবং আপনার এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, আপনি কিছু করতে চান না। বড় দুঃখে একথা আমি বলছি—আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। আমি শেষ বারের মত হৃদয়ের বেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করছি। আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

আমি মনে করেছিলাম এই মাসের শেষে অথবা নভেম্বরের গোড়ায় আপনার কাছে একবার যাব। এখন দেখছি যে গিয়ে কোনও লাভ নাই। নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। যাহা নিজের ক্ষমতার বাইরে তার জন্য চেষ্টা করে লাভ নাই। বাঙ্গলা দেশের বড় দুর্ভাগ্য—তাহা না হ'লে এত অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের এই দুরবস্থা ঘটত না।

আর একটি কথা বলে আমি ক্ষান্ত হ'ব। জীবনে কাহারও কখনও খোসামুদি করি নাই—অপরের মন যুগিয়ে কথা বলার রীতি আমার জানা নাই। আমাদের Leader-এর জীবদ্দশায় যখন সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁহার মনের মত কথা বলেছেন, আমি তখন অপ্রিয় সত্য বলে তাঁহার সহিত ঝগড়া করেছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কোনও কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসী আপনাকে চায়—আপনার উপর তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। সকল দল আপনাকে মানবে, আপনাকে খাতির করবে, আপনার কথা রাখবে। এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি ব'লে আপনাকে জানিয়েছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অথবা

আপনার খোসামুদি করবার জন্য এ কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসীর হৃদয়ে আপনার স্থান কোথায়—দেশের মধ্যে আপনার position কি, তাহা জানি বলেই আপনাকে জানিয়েছি।

দেশের মধ্যে কোনও দল আপনাকে exploit করবে আমি তাহা চাই না। আমার যদি আশঙ্কা থাকত যে কোনও দল আপনাকে exploit ক'রে স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপন করতে চায়, আমি তাহা হইলে আপনাকে সে কথা জানাতাম। আপনাকে শুধু কোনও দল বিশেষ চায় না—সমগ্র দেশ আপনাকে চায়। আপনি দেশের কাজে বড় asset—সুতরাং আপনাকে আমরা সর্ব্বদা দলাদলির বাহিরে রাখতে চাই। দেশ আপনাকে চায়—exploit করবার জন্য নয়, follow করবার জন্য।

আপনার একটা individuality আছে—দেশবন্ধুর জীবদ্দশায়ও আপনার individuality ছিল—সেইজন্য আপনার শক্তির উপর জনসাধারণের এত বিশ্বাস। দেশের মধ্যে যেটা better mind—সেটা একেবারে unreasonable নয়। Better minds-রা আপনার কাছ থেকে অন্যায় কিছু দাবী করে না। তাহারা চায় না যে আপনাকে পথে, ঘাটে, মাঠে ঘোরাঘুরি করে, বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে। তাহারা চায় দেশের কাজে আপনার আস্থা ও উৎসাহ—তাহারা চায় আপনার উপদেশ ও পরামর্শ—তাহারা চায় জগতে ঘোষণা করতে যে দেশবন্ধুর আরব্ধ কাজসমূহ আপনি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছেন—তাহারা শুধু চায় দেখতে যে দেশবন্ধুর অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনার জীবনে সফল ও সার্থক হয়ে উঠছে।

যাহারা দেশবন্ধুকে সুখে দুঃখে অনুসরণ করেছে—আজও তাহারা সেই devotion-এর সহিত আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার কথায় বাঙ্গলা দেশ ওঠে বসে কিনা তা আপনি ইচ্ছা করলেই পরীক্ষা করতে পারেন।

যাক্ অনেক কথা লিখে ফেললাম—অন্যায় বলে থাকলে ক্ষমা করবেন। আমি ভাড়াটিয়া সৈনিক নহি। সহজে কোথাও আত্মসমর্পণ করি না—কিন্তু যেখানে করি, সেখান থেকে সহজে ফিরি না। আমার loyalty and devotion-এর উপর আপনার পূর্ণ দাবী সর্ব্বদাই থাকবে—আপনি তাহা use করুন বা না করুন। আপাততঃ আমাকে নিজের পথ নিজেই স্থির করতে হবে। সে পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা এখনও স্থির করতে পারি নাই।

এখানে বোধ হয় বেশীদিন থাকব না—সুতরাং পত্র দিলে কলকাতার ঠিকানায় দেওয়া ভাল। November-এর programme স্থির করি নাই—কলকাতার বাহিরে (কার্শিয়াং-এ অথবা পশ্চিমে) কাটাতে পারি। আপনাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হ'ব। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

পুনঃ—খবর কাগজে দেখলাম যে Madame Zaghlul তাঁহার পরলোকগত স্বামী জগলুল পাশার কর্ম্মভার নিজে গ্রহণ করেছেন। Madame Sun-yat-Sen বহুকাল যাবৎ তাঁহার মৃত স্বামীর কাজ করে আসছেন। সমগ্র Egyptian জাতি Madame Zaghlul-কে "মা" বলে গ্রহণ করেছে—তাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষই হতভাগ্য!

১৪১

38/1, Elgin Road
Calcutta
২০।১০।২৭
বৃহস্পতিবার

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

পরশুদিন শিলং থেকে রওনা হবার সময়ে আপনার চিঠি পেলাম। কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। মেজদাদা, বৌদিদি প্রভৃতি এখনও আসেন নাই—আগামী রবিবার অথবা সোমবার এখানে আসবেন। নেড়ুর জ্বর হওয়াতে তাঁরা আটকে পড়েছেন। অমি ও মীরা সঙ্গে এসেছে। মা, বাবা এখানে আছেন – বোধ হয় ১লা নভেম্বর নাগাদ কটক যাবেন।

বিধানবাবু আগামী রবিবার বা সোমবার এখানে আসবেন। আপনি ওখানে আর কতদিন থাকবেন? এখানকার ও শিলং-এর খবর একরকম ভাল। যেদিন শিলং থেকে রওনা হই তার পূর্ব্বেই নেড়ুর জ্বর ছেড়ে গিছল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

১৪২

38/1, Elgin Road
Calcutta
২৪।১০।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আজ সকালে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে সকলে ভাল আছেন।

মেজদাদা, মেজবৌদিদি ও বাকী ছেলেমেয়েরা আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নেড়ার আর জ্বর হয় নাই। সে ভাল আছে কিন্তু বড় দুর্ব্বল। ডাঃ রায়ও আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কাল আসিবেন—একথা শুনিতেছি।

বৈকালে সত্যেনবাবু, কিরণবাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইবে। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে লিখিত

১৪৩

১, উডবার্ণ পার্ক
কলিকাতা
১৮ই জুলাই, ১৯২৮

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী,

কাল সকালে কংগ্রেসের সভাপতি পদ সংক্রান্ত একটি তার আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং উহার জবাবও কাল রাত্রিতে পাইয়াছি।

আপনি যদি কোনও কারণে কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণে অসম্মত হন তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ যে কতখানি নিরাশ হইবে তাহা আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। যে সমস্ত কারণে আপনার নাম এই প্রদেশে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে স্বরাজ্য পার্টির কাজ ও নীতির সহিত আপনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ অন্যতম। আমি অন্য প্রদেশের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু চূড়ান্ত

মনোনয়নের পর সারা ভারতবর্ষ যে বিনা বিরোধিতায় আপনার নির্ব্বাচনকে সমর্থন করিবে সে সম্বন্ধে আমি একরূপ নিশ্চিত।

বর্ত্তমানে পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে ১৯২৯ সাল যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে আর কেহ সময়োচিত নেতৃত্ব দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। আরও যাঁহাদের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, অন্য সময় হইলে তাঁহাদের কথাও বিবেচনা করা চলিত; কিন্তু যখন বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য ও একটা সর্ব্বসম্মত গঠনতন্ত্র রচনার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা চলিতেছে তখন তাঁহাদের কাহাকেও সমর্থন করা চলে না। ইহা আমার অতি-শয়োক্তি নয় যে, যদি আপনি কোনও কারণে সভাপতির পদ গ্রহণ না করেন, উহার প্রতিক্রিয়া এই প্রদেশের পক্ষে এত মারাত্মক হইবে যে কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্যও তাহার ফলে গুরুতরভাবে ব্যাহত হইতে পারে। যখন একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ভিতর দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইতেছে, তখন আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, জাতির আহ্বানে আপনি সাড়া দিবেন?

গভীর শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—

বিনীত

সুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ—জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচকদের সংখ্যা জানিতে চাহিয়া আপনি যে তার পাঠাইয়াছিলেন উহা পাইয়াছি। আমি উহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি, জানি না কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব। বিভিন্ন জেলার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা হইতে ঐ সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবেশ করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে। সুভাষ।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী চারখানি পত্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

১৪৪

C/o S. K. Basu Esq.
E. Road
Jamshedpur
3-10-28

শ্রীচরণেষু—

মা, এখানে কাল এসে পৌঁছেছি।—একরকম ভাল আছি। আজ রাত্রে নাগপুর রওনা হচ্ছি—৯ই তারিখে ফিরব। কলিকাতায় বোধ হয় ১২ তারিখ নাগাদ পৌঁছিব। আপনারা কেমন আছেন? পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

সেবক
সুভাষ

১৪৫

C/o S. K. Basu, Esq.
E. Road
Jamshedpur
১৫।১০।২৮
সোমবার

শ্রীচরণেষু—

মা, শুনলুম যে কাগজে বেরিয়েছে যে আমি ১৬ তারিখে পুরুলিয়া যাচ্ছি। খবর কোথা থেকে বেরিয়েছে আমি জানি না—কারণ যাওয়ার স্থিরতা এখনও নাই। এ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা যাবার ইচ্ছা আছে এবং যাওয়ার পথে পুরুলিয়া যাবার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, কারণ কলিকাতা থেকে যে চিঠি পেয়েছি—

তাতে শীঘ্রই ওখানে যাওয়া দরকার। এখন ভয় হচ্ছে যে পুরুলিয়ায় গেলে সেখানে আটকে যাব এবং বেশী দেরী হয়ে যাবে। তাই এখন ভাবছি যে সোজা কলিকাতায় চলে যাব কি না। যা হোক্ পুরুলিয়ায় যাওয়া যদি স্থির করি তবে টেলিগ্রাম করে জানাব।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমি একপ্রকার ভাল আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি—

সেবক

শ্রীসুভাষ

১৪৬

1, Woodburn Park

7.11.28

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আজ দিল্লী থেকে ফিরেছি। ভালই আছি। রাত্রে রওনা হচ্ছি—জামসেদপুরে। সেখানে এক সপ্তাহ থাকব। ওখানকার খবর কি? সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে—শরীর বেশ ভাল হয়েছে। আমার ঠিকানা 27 E. Road, Jamshedpur। ওখানে কতদিন থাকবেন?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

১৪৭

C/o Dr. Bidhan C. Roy
Shillong

১৬।৬।২৯

মাগো, আজ আমি এখানে। এখানে আসার পর শারীরিক বিশ্রাম পেয়েছি কতকটা। কিন্তু চিন্তার অবসর পাই নাই। চিন্তার অবসর পাওয়া খুব দরকার। ঝড়ের মত চলেছি—কোথায় চলেছি, শুভের দিকে না অশুভের পশ্চাতে—তা বোঝা দরকার। তা ছাড়া আত্মপরীক্ষাও করা দরকার এবং বেশী অবসর না পেলে আত্মপরীক্ষা করা যায় না।

মা, তুমি আজ আমাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করিও। জানি আমি, তোমার আশীর্ব্বাদ দিবানিশি অযাচিত ভাবে আমার উপর বর্ষিত হইতেছে; তথাপি আমি বলিতেছি, আজিকার দিনটা আশীর্ব্বাদ করিও; এ আশীর্ব্বাদের আর একটা অর্থ আছে।

মা, আমি নিতান্ত অযোগ্য ও অপদার্থ সন্তান। তোমার ভালবাসা আমাকে মনুষ্যত্বের দিকে টানিয়া লইতেছে। মা, আশীর্ব্বাদ করিও, জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত মাকে পেয়ে আবার জীবন আমি যেন ধন্য করিতে পারি।

আমার সেবা-জীবনে যিনি একাধারে আমার বন্ধু, সখা ও গুরু ছিলেন—তিনি আজ নাই। আজ আমি যে একেবারে কাঙ্গাল। সে কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয় আজ তুমি। অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে, নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে—সব হারাইলেও যেন কোনও দিন তোমার স্নেহ আমি না হারাই।

আর, চিন্তা করিয়া বলিও—কোন পথে চলিব। ইতি—

নিতান্ত অপদার্থ অথচ অশেষ
স্নেহভাজন সেবক
সুভাষ

১৪৮

1, Woodburn Park
Calcutta
কলিকাতার পথে
২৬।১০।২৯

ভগিনী সমানাসু,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—পাঠ করিয়া এক সঙ্গে আনন্দ ও ব্যথা পাইয়াছি। উত্তর ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আজ প্রায় ১০ দিন হইল চক্রের মত ঘুরিতেছি। আজ দিল্লী হইতে কলিকাতা যাওয়ার পথে উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি—কারণ কলিকাতায় নামিলে কি অবস্থা হইবে জানি না—খুব সম্ভব পত্র দিবার অবসর পাওয়া সহজ হইবে না। আপনি যখন আমাকে পত্র দেন তখন মা পুরুলিয়ায়—অথচ আপনি সে খবর পান নাই।

আমি শৈশব হইতে স্বভাবতঃ বড় লাজুক—এখনও তাই—সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করা সত্ত্বেও। লোকে মনে করে আমি অহঙ্কারী। আমি আর যাহা হই না কেন অহঙ্কারী নহি—কারণ আমি জানি যে অহঙ্কার করিবার মত আমার কিছু নাই। আমি যেখানে নিজেকে ধরা দিই—সেখানে ভাল করেই ধরা দিই। আপনাদের সকলকে আমি কি চক্ষে দেখি তা আপনারা জানেন।

পাঞ্জাবের লোকেরা এবার আমার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা, কৃপা ও সম্মান সর্ব্বত্র দেখাইয়াছেন। যতীন দাসের আত্মবলিদানই ইহার জন্য দায়ী। বাস্তবিক এখন যেন পাঞ্জাবের আবহাওয়া একেবারে বদলিয়া গিয়াছে।

আমার কার্য্যসূচী এখন এতটা অনিশ্চিত যে পুরুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে কি না জানি না—আশা তো খুবই কম।

আমার ভালবাসা ও বিজয়ার সম্ভাষণ জানিবেন—ভাস্করবাবুকে জানাইবেন—এবং শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবেন। ছেলেদেরও আমার ভালবাসা দিবেন। ইতি—

আপনাদের

সুভাষ

পুনঃ—কলিকাতায় ফিরেছি। গ্রেপ্তার কেহ করে নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট bail-এ খালাস করেছে।

সুভাষ

২৭।১০।২৯

পরবর্তী ছয়খানি পত্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

১৪৯

BENGAL PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE

Telegraphic Address ....

"Bipiseesee" Calcutta......19...

Phone No. 2952. Barabazar ৫।১১।২৯

No...........

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, কাল আমি দিল্লী থেকে ফিরেছি—সেখানকার খবর সংবাদপত্রে সব পেয়েছেন—নিশ্চয়ই। জহরলাল এবার মহাত্মার পাল্লায় পড়ে Independence ত্যাগ করলেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? ওখানে এখন কে কে আছেন?

এদিকে বেশ যুদ্ধের আয়োজন চলছে—১৬ই এবং ১৭ই নভেম্বরে নির্ব্বাচন। সেনগুপ্ত সাহেব ও তাঁর দল প্রাণপণ করে চেষ্টা করছেন আমাদের বি. পি. সি. সি. থেকে তাড়াতে। দেখা যাক্ কি হয়।

আমরা বোধ হয় হারব না। একরকম ভালই আছি। আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন এবং সকলকে আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

১৫০

1, Woodburn Park

Calcutta

৯।১২।২৯

শ্রীচরণকমলেষু—

মাগো, অনেকদিন আপনাকে পত্র দিতে পারিনি। কিছুকাল যাবৎ খুব বেশী রকম ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। বোধ হয় কারা-মুক্তির পর এত ঝঞ্ঝাট কোনও দিন আসেনি। সর্ব্বদা আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাকে ঘিরে রেখেছে—এই অনুভূতি আমার অশেষ সান্ত্বনা ও শক্তির আকর। আমার এই বিপদের সময়ে আপনি না থাকলে আমার কি অবস্থা হ'ত জানি না। কিন্তু যদিও আপনার presence-এর অনুভূতি সর্ব্বদা পাই, তবু কাছে যেতে খুবই ইচ্ছা করে—একথা বলা বাহুল্য। কবে যেতে পারব জানি না।

এবার Central Provinces-এ গিয়ে তরুণদের মধ্যে বেশ propaganda করে এসেছি। মাঝখানে আমার অনুপস্থিতির সময়ে আমাকে Trade Union Congress-এর President করে দিয়েছে।

সেনগুপ্তের দল আমাদের অপদস্থ ও বিধ্বস্ত করবার জন্য বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—এখনও কৃতকার্য্য হতে পারেনি। এখন আমাদের dispute পণ্ডিত মতিলালের হাতে। যদিও আমরা election-এ অন্যায় কিছু করিনি। তবুও কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে যে



বিভাবতী বসুকে লিখিত পত্রের অনুলিপি

পণ্ডিতজী সেনগুপ্তকে সমর্থন ক'রে, Sylhet-এর, B. P. C. C.-র এবং A. I. C. C.-র নির্ব্বাচন নাকচ করবেন।

জেলখানায় কখন যাওয়া উচিত তাই ভাবছি—বড় দিনের আগে না পরে? আশা করি Conviction হবেই। উপর থেকে যদি অন্যরূপ Policy চলে তা' হলে কি হবে বলতে পারি না—তবে General Amnesty-র বিশেষ আশা আমি রাখি না।

যাক্ শুক্‌নো রাজনীতির কথা লিখে আর কি হবে? দেখা হ'লে বড় ভাল হ'ত—অনেক কথা ছিল কিন্তু উপায় দেখছি না যাবার।

আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাকে মানুষ করে তুলুক ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। মানুষ হতে বুঝি আর পারলুম না।

আমাদের এই বিপদের সময়ে ডাঃ রায়ের কাছে আশানুরূপ সহায়তা পাচ্ছি না। নির্ম্মলবাবু অনেকটা করেছেন।

আপনার শরীর কেমন? ওখানে সকলে কেমন আছেন?

ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

১৫১

লাহোরের পথে

২৪।১২।২৯

শ্রীচরণেষু—

মাগো, কিছুকাল যাবৎ—আপনি কলিকাতা ছেড়ে যাবার পর নানা প্রকার অশান্তি ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছি। প্রত্যহ ইচ্ছা হয় একবার আপনার কাছে যাই—এবং আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া আসি। কিন্তু তাহা বুঝি হইবার নয়। কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করা কত কঠিন। তবে আপনার স্নেহাশীষ আমাকে ঘিরিয়া আছে—এই অনুভূতি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যখন মনটা খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন আপনার স্নেহাশীষ আবার আমায় সঞ্জীবিত করিয়া

তোলে। সত্যি সত্যি, আমার জীবনে আর অন্য কোনও সম্পদ বা ভরসা নাই। যাহা করিতেছি—তাহা ঠিক করিতেছি কি না জানি না—আপনি আমায় পথ দেখাইয়া সত্যের পথে রাখিবেন। আমার শত দোষ-ত্রুটী ও অযোগ্যতা যেন আপনার আশীর্ব্বাদের বলে আমি ত্যাগ করিতে পারি। আর কি লিখিব—লাহোরের পথে চলিতেছি। সেখানে কি হইবে জানি না।

বার বার আমায় পরাভূত করিবার জন্য শত্রুপক্ষেরা দল বাঁধিয়াছে—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। অদৃশ্য শক্তির বলে আমিও বার বার তাদের ব্যর্থ করিতে পারিয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে তাহা অবশ্য বলিতে পারি না। তবে মনে রাখিবেন, সন্তানের জয় মানে মায়ের জয়; সন্তানের পরাজয় মানে মায়ের পরাজয়।

আপনার অযোগ্য সন্তান

সুভাষ

১৫২

1, Woodburn Park

Calcutta

6/1/30

শ্রীচরণেষু—

মা, আমি আজ সকালে এখানে ফিরেছি। আজই আবার মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়েছে।

অনেকদিন আপনার ও অন্যান্য সকলের কোনও খবর পাইনি। আপনারা সকলে কেমন আছেন?

আমি ভালই আছি। এদিকে আসবার কি কোনও সম্ভাবনা আছে? ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

১৫৩

Alipore Court

২৩।১।৩০

শ্রীচরণেষু—

মা, আপনার সব চিঠি পেয়েছি। নানা গোলমালের জন্য সময় মত উত্তর দিতে পারি নাই। আজ এক বৎসরের কারাদণ্ড আদেশ হয়েছে। আমরা সকলে ভাল আছি—বেশ আনন্দের সঙ্গে জয়যাত্রা করব—রাজমন্দিরের দিকে। আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাকে সর্ব্বদা ঘিরে রাখবে—এ আমার অন্তরের বিশ্বাস। আপনার শরীর খারাপ শুনে বড় চিন্তিত হয়েছি। আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় এসে ডাঃ রায়কে চিকিৎসা করতে দিবেন। এ আমার একান্ত অনুরোধ—একথা রাখবেন।

ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

১৫৪

1, Woodburn Park
Calcutta
7.11.30

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আপনার পত্রগুলি পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি বোধ হয় রাগ করেছেন অথবা দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব না—কারণ আমার স্বভাব আপনি জানেন। উত্তর তাড়াতাড়ি সব সময় দিতে পারি না।

আপনারা কেমন আছেন। আমি এক রকম ভাল আছি—যদিও মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করতে পারি না। ইচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতার বাহিরে যেতে পারি নাই। আপনি কবে আসছেন? ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

১৫৫

এই পত্র সেন্সর কর্ত্তৃক
পরীক্ষার পর ছাড়া
হইয়াছে
ডি আই জি, আই বি,
সি আই ডি (বাঙ্গলা)

কেয়ার অব ডি আই জি,
আই বি, সি আই ডি
(বাঙ্গলা)
১৩, লর্ড সিংহ রোড
কলিকাতা
জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেল
৫।৭।৩২

প্রিয়বরেষু,

সন্তোষবাবু,

আপনি ৯।৪।৩২ তারিখে অনুগ্রহপূর্ব্বক যে পত্র লিখিয়াছেন উহা যথাসময়ে পাইয়াছি ; কিন্তু উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই।

সায়টিকা সম্বন্ধে আপনার 'টোট্‌কা' (লেবুর রস ইত্যাদি) পেটের অসুখের পক্ষে ভাল—তবে সায়টিকার যন্ত্রণা উপশমে কাজ দেয় বলিয়া মনে হয় না। আমি কিছুদিন হইতে উহা নিয়মিত খাইতেছি। মা-ও বিশ্বাস করেন যে ইহা খুব উপকারী—সায়টিকার কষ্টের জন্য না হউক অন্ততঃ পেটের অসুখের পক্ষে। পিত্ত-থলীর গোলমাল হইতেই আমার এ রোগের উৎপত্তি, তাই যতদিন না উহা সারিতেছে ততদিন সায়টিকাও সারিবে না। গত এপ্রিল মাসে Chindwara-র সিভিল সার্জন আমাকে পরীক্ষা করিয়া যে সাময়িক রোগনির্ণয় করিয়াছিলেন উহাতে আমার ধারণাই একপ্রকার সমর্থিত হইয়াছে।

আপনাদের সকলের খবর কি? সুস্থিরবাবু ও তাঁহার বাড়ীর সকলে কেমন আছেন? নৌরজীর পরিবর্ত্তে তিনি Welfare Officer-এর পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া শুনিলাম।

অমৃত আমাকে লিখিয়াছে যে, যদি সে রকম সমর্থন পাওয়া যায় তাহা হইলে Improvement Trust Tribunal-এ সে এবার দাঁড়াইতে চায়। যদি সে দাঁড়ায় আমি তাহার প্রার্থিপদ একান্তভাবে সমর্থন করিব। তাহাকে অনেক দিন হইতে আমি চিনি এবং তাহার চরিত্র, বিশেষতঃ স্পষ্টবাদিতার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও আছে। শুধু পাণ্ডিত্যে হইবে না, Tribunal-এর জন্য তাহার মত সৎ ও নির্ভরযোগ্য লোকই দরকার। প্রবীণ ব্যক্তিরা হয়তো তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন—কিন্তু প্রবীণ হইলেই প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা বা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হইবেন এমন কোনও কথা নাই। আর যৌবনটা কোনও অপরাধও নয়! গত নির্ব্বাচনে ইহা স্বীকার করা হইয়াছিল যে, এই পদে কাহাকেও স্থায়িভাবে নিয়োগ করা হইবে না। আমার মনে হয়, এ যুক্তি এখনও অসার হইয়া যায় নাই। এই চাকুরীর জন্য হাইকোর্টের কোনও প্রথম শ্রেণীর আইন ব্যবসায়ীকে পাওয়া যাইবে না। কাজে কাজেই আমার মনে হয় না যে, যাঁহারা প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও আইনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব গভীর হইবে। তাহা ছাড়া Improvement Trust Tribunal-এর কাজের জন্য খুব বেশী আইনের জ্ঞান বোধহয় দরকারও নাই। প্রকৃত পক্ষে আমরা যাহা চাই তাহা একজন সৎ ও দৃঢ়চিত্ত লোক, যিনি Trust-এর নিকট যে-সকল মামলা পাঠানো হইবে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির প্রতি সুবিচার করিবেন। অমৃত এ কাজ যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং আশা করি আপনি তাহার প্রার্থিপদ সমর্থন করিবেন। আমি তাহাকে লিখিতেছি, এ ব্যাপারে সে যেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

Drainage Extension Special Committee-র বিষয় আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে কি?

কিছুদিন পূর্ব্বে কর্পোরেশনের দুইজন কর্ম্মীর বিষয়ে আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম। যদি সে রকম কোনও সুযোগ আসে তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া উহাদের পদোন্নতি-সংক্রান্ত দরখাস্ত দুইটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাহাদের একজন আমাকে পুনরায় পত্র দিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিবেন যদি তাহার জন্য কিছু করিতে পারেন।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। মিঃ ইয়াকুবকে বলিবেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি যে পত্র দিয়াছেন উহা পাইয়া আমরা খুব আনন্দ বোধ করিয়াছি।

আপনি সম্ভবতঃ জানেন যে, আমাদের শরীর তেমন ভাল যাইতেছে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, অবস্থা ক্রমাগতই খারাপের দিকে যাইতেছে।

আমাদের দুজনের শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

সুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ—আপনার ছেলেরা কেমন আছে? সুস্থিরবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হইয়াছে?

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

১৫৬

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
13, Lord Sinha Road, Calcutta
The Penitentiary
Madras

সোমবার, ২৯শে আগষ্ট (১৯৩২)

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। ১১ তারিখে পত্র পাই—উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। সঙ্গেকার সব চিঠিও পাইয়াছি—তবে অমির চিঠির অনেকাংশ কাটা—এই অবস্থায় পাই। অন্য কোনও চিঠির কোনও অংশ কাটা হয় নাই।

নীলরতন বাবু ও বিধানবাবু এখানে পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁদের কাছে বিস্তৃত সংবাদ পাইবেন। হাঁসপাতালে পরীক্ষা হইয়াছিল। তাঁদের সঙ্গে আরও দুইজন সরকারী ডাক্তার ছিলেন—ডাঃ স্কিনার এবং কেশব পাই। সকলে একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁদের মত এই—

(১) যক্ষ্মার লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে।

(২) পেটের মধ্যে একটা গোলমাল আছে—হয়তো এপিণ্ডিসাইটিস্।

(৩) অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান উচিত।

(৪) সুইটজারল্যাণ্ডে—অথবা ভারতবর্ষে ভাওয়ালিতে স্যানাটোরিয়ামে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। জেলে থাকিলে রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বিস্তৃত সংবাদ ডাক্তারদের কাছেই পাইবেন—তবে আমি কেবল সারমর্ম্ম দিলাম। এখন আবার সরকার বাহাদুরের আদেশের অপেক্ষায় কিছুকাল বসিয়া থাকিতে হইবে।

এখানে এখনও গরম আছে। খাওয়াদাওয়ার অবস্থা পূর্ব্বেকার মত। পেটের অবস্থা ভাল না হইলে আহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এখানকার পানীয় জল মোটেই ভাল নয়।

৺পুরীধাম থেকে বাবার চিঠি পাইয়াছি—১২ তারিখের পত্র। আমি ১৬ই আগষ্টে বাবাকে পত্র দিয়াছি—আশা করি তাহা যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে।

অমির ২২শে তারিখের পত্র সি. আই. ডি. অফিসে আটক হইয়াছে। সঙ্গে গীতার যে পত্র ছিল তাহা কিন্তু পাইয়াছি। অমির পূর্ব্বেকার পত্র (৩রা তারিখের) অনেকাংশ কাটা এই অবস্থায় পাই।

স্নেহের অমি, মীরা, নেড়ু ও গীতা—তোমাদের সকলের পত্র আমি পাইয়াছি। বোধ হয় মীরা ও নেড়ু একখানি পত্র লিখিবার পর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকার জেল জব্বলপুরের চেয়ে আকারে ছোট—কিন্তু ঘর-বাড়ীগুলি তদপেক্ষা ভাল। আমি দোতালায় থাকি। ঘরগুলি খুব ছোট—একজনের থাকার মত—ইংরাজীতে যাকে বলে "সেল"। তবে আমি সমস্ত দিনরাত বারান্দায় পড়িয়া থাকি। জন্তু-জানোয়ার এখানে আনিতে পারি নাই এবং স্থানাভাবের জন্য এখানে জোগাড় করি নাই। জব্বলপুরে যেমন একেবারে আলাদা yard পাইয়াছিলাম এখানে সেরকম নয়। কাজেই স্থানাভাব। এখানে রান্নার হাঙ্গামা নাই—কারণ আমি যা খাই তার জন্য রান্না করিতে হয় না। Stove-এর সাহায্যে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া যায়। এখানে অধিকাংশ সময় লেখাপড়া করিয়া কাটে—তার জন্য কিছু বইও কিনিতে হইয়াছে।

এখানে আসবার পর মেজদাদাকে যে চিঠি দিই—অনেকদিন পরে তার উত্তর পাইয়াছি। কয়েকদিন পূর্ব্বে তার প্রত্যুত্তরও দিয়াছি।

এক জায়গায় বেশীদিন থাকিলে শেষটা বড় একঘেয়ে লাগে। তখন অন্য জায়গায় গেলে প্রথমটা একটু ভাল লাগে। তারপর

আবার একঘেয়ে ভাব ফিরিয়া আসে। জেলখানায় সময় কাটাইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় অবিরাম পড়াশুনা করা।

গীতার বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে চিঠিটা খুব বড় হয়ে গেল। দেখছি নেড়ানেড়িদের ভয়ানক চিন্তা হয়েছে—ভাইয়ের নাম কি রাখা হবে। যখন সকলে একমত হতে পারছে না—তখন এক কাজ করলে মন্দ হয় না। সবকটা নাম রেখে দেওয়া হোক—সে নিজে বড় হয়ে একটা বেছে নেবে পছন্দমত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। অক্ষয় লিখেছে যে, সে এখানে আসতে চায়—দেখা করতে। তাকে বারণ করবেন আসতে। মিছিমিছি এতদূর আসার দরকার কি?

বাবা-মার শরীর কেমন আছে? এখানে আর কতদিন থাকতে হবে জানি না। যদি মধ্যে মধ্যে কেহ জব্বলপুরে যেতে পারেন, তা হ'লে ভাল হয়। মেজদাদা সেখানে বড় একলা বোধ করবেন। অক্ষয় এখানে না এসে বরং জব্বলপুরে যাক। ইতি—

সুভাষ

১৫৭

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দ্রাজ

১লা অক্টোবর (১৯৩২)

শনিবার

পরম পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২রা সেপ্টেম্বরের পত্র আমি ১০ তারিখে পাই এবং ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্র আমি ৩০শে তারিখে (অর্থাৎ গতকল্য) পাই।

আমার সহিত কেহ দেখা করিতে আসিবে শুনিলে মনটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠে। মোট কথা কাহারও আসাটা আমি পছন্দ করি না।

তাই অক্ষয় যখন লিখিল সে আসিতে চায়, আমি বারণ করিয়া পাঠাইলাম। মাঝখান থেকে পুলিশ মহোদয়গণ অনুমতি না দেওয়াতে সব মীমাংসা হইয়া গেল। সেদিন খবর পাইলাম যে বড়দাদা আসিতে চান তাই আমি আসিতে বারণ করিয়াছি। এখানে কতদিন আছি তা জানি না হয়তো শীঘ্রই স্থানান্তরিত হইব। সুতরাং মিছামিছি এতদুর আসিবার কোনও হেতু দেখি না। কোনও স্থানে পাকাপাকি ব্যবস্থা হইলে তখন বরং আসিতে পারেন। এইরূপ লিখিয়াছি।

এখানে কোনও চিকিৎসা আরম্ভ হয় নাই—তা হইতে পারে না। খাওয়াদাওয়া পূর্ব্বের মতই। আহারের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিলে আবার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ওজন ক্রমশঃ আরও কমিতেছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একরকম নিরুপায়; আমার সম্বন্ধে যাহাতে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা হয় তার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ফল কিছু হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে কাগজে লিখিয়াছিল যে ভাওয়ালীতে পাঠাইবে। আজ পর্য্যন্ত সরকারী হুকুম কিন্তু আসিল না।

এখানে আসিবার পর দিদিকে পত্র দিতে পারি নাই বা দিদির কোনও পত্র পাই নাই। মা লিখিয়াছেন যে হয়তো দিদিরা কটকে যাইবেন কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে আপাততঃ গোরক্ষপুরেই থাকিবেন।

গত সোমবার মাকে পত্র দিয়াছি কটকের ঠিকানায়। গত ৮ই তারিখে বাবাকে পত্র দিয়াছি। বাবার পত্র পাইয়াছি—১৭ই তারিখের। মেজদাদার ২রা তারিখের পত্র বাবা পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁর পত্রের সঙ্গে।

নতুন মামাবাবুকে খবর দিবেন যে, তিনি যে ঔষধ পাঠাইয়াছেন তাহা আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বড়দাদার ১৭ই সেপ্টেম্বরের পত্রও কাল পাইয়াছি।

জ্বর পূর্ব্বের মতই প্রত্যহ হইতেছে। এখানে এখনও বেশ গরম। বর্ষা এখনও নামে নাই।

আপনার জব্বলপুর যাওয়ার খবর আমি এখানকার কাগজে পাই। তারপর আপনার ষ্টেটমেণ্টও এখানকার কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহাতে প্রত্যেক মাসে কেহ জব্বলপুরে দেখা করিতে যান তার ব্যবস্থা করবেন।

গোপালী কতদিনের ছুটি পাইয়াছে? স্নেহের মীরা, নেডু ও গীতার পত্র পাইয়াছি। নেডুর দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি কিন্তু এবার নেডু ছাড়া আর কেহ লিখে নাই কেন? গীতা জানিতে চায় এখানকার জেল কয়তলা! সে বুঝি এখানে আসিয়া থাকিতে চায়? এখানকার বাড়ীগুলি দুইতলা এবং মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থাও এ জেলে আছে। এখানকার জেলে জায়গা খুব কম—বেড়াইবার তেমন সুবিধা মোটেই নাই। ঘরগুলি ছোট, তবে হাওয়া খেলে এবং একটা সরু লম্বা বারান্দা আছে। আমি অধিকাংশ সময় বারান্দায় থাকি। নেডুর পরীক্ষার ফল শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু তাহাকে প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইবে।

সেজবৌদিদিরা কেমন আছেন ও আছে? ছোটদাদারা ভাল আছেন আশা করি। ন-দাদার খবর অনেকদিন পাই নাই।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। কনিষ্ঠদের ভালবাসা দিবেন। ইতি—

শ্রীসুভাষ

ব্যক্তি-পরিচয়

নাম	পত্র-সংখ্যা	পরিচয়
অ		
অনিলবাবু	১২৬	অনিলবরণ রায়
অনিলবাবু	৭৫, ১২৮	অনিল চন্দ্র বিশ্বাস
অপর্ণা দেবী	১৩১	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
অমি	১৪১, ১৫৬	শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যম পুত্র
অমৃত	১৫৫	অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
অরুণা	৮৩, ৯৭	সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
অশোক	৩, ৯৭	শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র
অক্ষয়	১৫৬-৫৭	ভাগিনেয়, অক্ষয়কুমার সরকার
আ		
আল রাজা	৩	উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যের প্রধান
আশুবাবু	৩৯	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
উ		
উর্মিলা দেবী	৮১,১৩৮	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী
ক		
কনক	৯২	জানকীনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা।
কর্নেল কেলসল	১:০	রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক
কর্নেল তারাপোরে	১২৬	বর্মার বন্দীবিভাগের প্রধান
কঞ্চিমামা	২, ৮৩	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
কিরণবাবু	১৪০	কিরণশঙ্কর রায়
কুমুদশঙ্করবাবু	১০১	ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়
ক্যাপ্টেন গ্রে	৪৪	ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সের ইউনিভার্সিটি ইউনিটের অধিনায়ক
গ		
গঙ্গোপাধ্যায়	১৩০	বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
গিরীশদা	১৯, ৫২	গিরীশ ব্যানার্জী

নাম	পত্র-সংখ্যা	পরিচয়
গীতা	১৫৬-৫৭	শরৎচন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা
গোপালী	৩, ৯৮, ১৫৭	জানকীনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র
গোরা	৮৩, ৯৭	সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
গোস্বামী	১৩৯	তুলসীচন্দ্র গোস্বামী
ঘ		
ঘোষ	১৩০	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
চ		
চক্রবর্ত্তী	১৩০	সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চণ্ডীবাবু	১০৫	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চারু	৪৯	চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী, নেতাজীর সহপাঠী
ছ		
ছোট দাদা	৩, ৫, ১০৯, ১৫৭	ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু
ছোট বৌদি	৯২	সুনীলচন্দ্র বসুর পত্নী
ছোট মামা	১০৪	রণেন্দ্রনাথ দত্ত
ছোট মামীমা	৬	রণেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী
জ		
জগদীশচন্দ্র	৩৫, ৫২	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু
জগদ্বন্ধু	৩	কর্ম্মচারী
জষ্টিস দাশ	১২৫	প্রফুল্লরঞ্জন দাশ
জিতেন্দ্রিয় বসু	৬৯	একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার
জেমস সাহেব	৪০	প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ
ড		
ডাঃ আনসারী	১৩৮	এম এ আনসারী, পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেস সভাপতি
ডাঃ বিপিন সেন	১৩৮	ময়মনসিংহের খ্যাতনামা চিকিৎসক
ডাঃ বেণ্টলী	৯১	জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর
ডাঃ রায়	১১০, ১৫০, ১৫৩	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
ত		
তিলক মহারাজ	৪৮	বাল গঙ্গাধর তিলক

নাম	পত্র-সংখ্যা	পরিচয়
তুলসীবাবু	১৪০	তুলসীচন্দ্র গোস্বামী
দ		
দত্তগুপ্ত	৫১	হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত
দাদা	১৪	সতীশচন্দ্র বসু
দিদি	১০৪	প্রমীলা মিত্র, নেতাজীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী
ধ		
ধীরেন	৪৭	ধীরেন্দ্রনাথ ধর
ন		
নগেন ঠাকুর	২	পুরোহিত
ন দাদা	২, ৪, ১২, ১০৩	সুধীরচন্দ্র বসু
ননী	১৩২	নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
ন বৌদিদি	১৩২	সুধীরচন্দ্র বসুর পত্নী
নাদু	১২	রণেন্দ্রনাথ দত্ত, ছোট মামা
নির্ম্মলবাবু	১৫০	নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র
নীলমণি	৪৪, ৪৫	নীলমণি সেনাপতি, আই, সি, এস
নীলরতনবাবু	৩, ১৫৬	ডাঃ নীলরতন সরকার
নূতন মামাবাবু	৬	গিরীন্দ্রনাথ দত্ত
নেড়া, নেড়ু	১৪২, ১৪১, ১৫৬	শরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র
প		
পলি	১৪, ১০৪, ১৩২	জানকীনাথ বসুর পঞ্চমা কন্যা
পিসা মহাশয়	১৪	জানকীনাথ বসুর একমাত্র ভগিনীপতি
প্রফুল্ল	৪৯, ৫১,	নেতাজীর সহপাঠী
প্রফুল্লদা	৪৯	ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
প্রমথ	৪৯	প্রমথনাথ সরকার, নেতাজীর সহপাঠী
প্রাণকৃষ্ণ পারিজা	৫৫	পরবর্ত্তীকালে রেভেনশ কলেজের অধ্যাপক
প্রিয়রঞ্জন	৪৯	প্রিয়রঞ্জন সেন
ব		
বড় দাদা	৩, ৬৫, ১২২, ১৫৭	সতীশচন্দ্র বসু
বড় দিদি	২, ৮৩, ১০৪	প্রমীলা মিত্র

নাম	পত্র সংখ্যা	পরিচয়
সত্যেন মামা	১৪	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সারদা	১, ৯২	পরিচারিকা
সুস্থিরবাবু	১৪৫	সন্তোষকুমার বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা
সুধীরবাবু	১৩৭	সুধীরচন্দ্র রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠ জামাতা
সুনীতিবাবু	৪৮	ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুন্দরীবাবু	১০১	ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস
সুরেনবাবু	১২৬	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
সুরেন্দ্রনাথ রায়	৯১	বেহালার জমিদার
সুরেশদা	১৯, ৫৮	ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সুহৃদ্	৫১	সুহৃদ্‌চন্দ্র মিত্র
সেজ দাদা	৯৮	সুরেশচন্দ্র বসু
সেজ দিদি	৮, ১০৩	তরুবালা রায়
সেজ জামাইবাবু	১২	রাধাবিনোদ রায়
সেজ বৌদি	৯২, ১৫৭	সুরেশচন্দ্র বসুর পত্নী
সেনগুপ্ত সাহেব	১৪৯	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
স্যার তামানি ব্যানার্জী	৭৮	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান	১১৩	ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব
হ		
হালদার সাহেব	১৩৯	সুরেন্দ্রনাথ হালদার
হরিপদ	১৪	হরিপদ বিষ্ণু
হেমেন্দু	৪৯	হেমেন্দু সেন
ক্ষ		
ক্ষিতীশ	১২৮	ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
Big Five	১৪০	তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র. বিধান-চন্দ্র রায় ও শরৎচন্দ্র বসু